শ্রীশ্রীগুরুচরণে।

বোলেপুরাণে । ছরি হেন দিন হইবে আমার। শ্রীগুরুদেবের চরিত্র গুণ অদভুত নিরবধি চিন্তব হৃদয় মাঝার॥ [illegible] শ্রীমুখ [illegible] বদনে বচনামৃত শ্রবণ চমকতারি করবকি পান। নিরুপম মঞ্জু মূরতিভজন নয়ন নিরখি করব কব [illegible] সমান। ললিত অঙ্কোপরি মনোনীত নব নাসাপুট [illegible] তায়। ইন্দু বদনে উহ মধুর নাম শুনি রটব নিরন্তর হরষ হিয়ায়॥ [illegible] অভিলাষ সব দুর্লভ করি পরিচয় [illegible] ধরণী পতিত হই পতিত এ [illegible] চরণ কঞ্জ [illegible] [illegible]ক মাথ॥

গৌরচন্দ্র॥

করুণা [illegible] জগতের কলরব নদিয়া নগরে। জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥ ফাল্গুণ পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুণী শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥ পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি করিল প্রকাশ। দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥ দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার। আপনি করিল সব অসুর সংহার॥ শচীর উদরে এবে গোরা অবতার। কলিযুগের জীব গোরা করিতে নিস্তার॥ বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। গোরা পদদ্বন্দ্ব সদা করিয়া ভরসা॥

সিন্ধু। কাঁপি তিমিরাকুল আঁখার শোক দেখি বদন চাঁদ পরকাশ। লোচনে প্রেম সুধারস বরিখয়ে জগজনে তাপ বিনাশ॥ গৌর করুণা সিন্ধু অবতার। নিজ নাম গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি জগতে পরায়ল হার॥ ধ্রু॥ ভকত কল্পতরু অঙ্কুরে অঙ্কুর রোপই ঠামহি ঠাম। তছু পদতল অবলম্বন পাইকে পূরয়ে নিজ কাম॥ [illegible] গজেন্দ্র চণ্ডাল অকিঞ্চন এইত পতিত বিলাস। সংসার কালকূট বিষে দগধল একু গোবিন্দদাস॥ ১॥

বিভাস। [illegible] নিমাই মোর খেলাবড় [illegible] দেখিনু স্বপনে। ধূলায় ধূসর তনু কিবা [illegible] গুড়ী ফিরয়ে অঙ্গনে॥ মুখচাঁদ [illegible] [illegible] কাঁদিয়া বিকল [illegible] করি তনু [illegible] [illegible] সভাই হেন কালে [illegible] নিমাই [illegible] হইতে দাঁড়াইতে নারে তথা নাচয়ে [illegible] জননীর কাছে [illegible] সভাই [illegible] মনে। নরহরি [illegible] নিমাই [illegible] গো খেলায়ে [illegible] জানে॥ ২॥

মায়ুর। গোষ্ঠলীলা গোরা চাঁদের মনেতে পড়িল। ধবলী শ্যামলী বলি সঘনে ডাকয়ে॥ শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া [illegible] ধ্বনি হৈ হৈ করিয়া বন ফিরায় পাঁচনি॥ রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে মুকুন্দ। গৌরীদাস আদি নাচে পাইল আনন্দ॥ বাসুদেব ঘোষে গায় মনের হরিষে। গোষ্ঠ লীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে॥ ৩॥

কর্ণাট কামোদ। সবহুঁ নাচত সবহুঁ গায়ত সবহুঁ আনন্দে বাধিয়া। ভাবে কম্পিত লুটত ভূতলে বেকত গৌর কাতিয়।

নূপুর কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজত চলত কত কত ভাঁতিয়া। বচন অমিয় বরিখত খসত মোতিম পাঁতিয়া॥ পণ্ডিত কোলে করি খেলত হরিং দেয়ত পুনঃ যাচিয়া। অরুণ লোচনে করুণ অবলোকি এতিন ভুবন ভাগিয়া॥ এমুখ মাধুরে লুবধ জগজনে নয়ন [illegible] দিল রাখিয়া। গোবিন্দ দাস রোয়ত অনুক্ষণ বিন্দু কণা আধ লাগিয়া॥ ৫॥

[illegible]। আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। নদীয়া মাঝে গোরা দণ্ড সিরজিল॥ দাদা দেহ বলি ডাকে [illegible] ত্রিভঙ্গঠাম। বেত্র দিয়া অঙ্গুলিয়া রাখয়ে তখনি। দাদা [illegible] বলি সঘনে ডাকে। নদীয়া নাগরী [illegible] দিগপাকে [illegible] তাঁরে সাধিয়াছি দাস [illegible] ফুল [illegible] পরমানন্দে মনে। ৬।

[illegible]। আজুর মোর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধুনী মাঝে যাইয়া [illegible] লইয়া সহচর মিলিয়া। খেলায় [illegible] আনন্দ রঙ্গে ফোঁকার দিয়া করে করতালি [illegible] করে [illegible] নিমজ্জ দেখি হাসে গোরা বনমালী॥ কেহ করে [illegible] এবং [illegible] নদীয়া লোক দেখে। ভুবন [illegible] বিবশ হইয়া যুবতী ভুলল [illegible]॥ [illegible] চিতচোর গৌর সুন্দর [illegible] তাহাই [illegible]। কহু দীন রামানন্দে এহেন আনন্দ কন্দে বাধিত হইনু [illegible] এক॥ ৭॥

গৌরী। ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি। বাজে সংকীর্তন মধুর ধ্বনি॥ ধ্রু॥ বিবিধ কুসুমফুলে বনি বনমালা। কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজরা॥ ব্রহ্মাদি দেব যারে কর যোড় করে। সহস্র বদনে ফণি ছত্রধরে॥ কীর বলভ দাস গৌর চরণে আশ। জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥ ৮॥

মোহিনী। সজনী অপরূপ রূপ দেখসিয়া। নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া ॥ ধ্রু ॥ পুরবে পরোক্ষে ভাব পরতেক দেখ লাভ সেই এই গোরা বিনোদিয়া। সুগন্ধি চন্দন সার গন্ধ করবিরমাল গোরা অঙ্গে পড়িয়াছে লোটিয়া ॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে মোহন মুরলী চাহে বাঁধে চূড়া চাঁচর চিকুরে। কুঙ্কুম বলিতাকে গাজমাটি পরে নাকে স্কন্ধে রহে সন্তার ঠাকুরে। জাহ্নবী যমুনা ভ্রম তীরে তরু বৃন্দাবন নবদ্বীপ গোকুল মথুরা। কহে নয়নানন্দ সেই সখা সখী বৃন্দ কিশোরী কাল হইল গোরা ॥ ৯ ॥

শ্রীরাগ। চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণিরে। উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব জগ মন মোহন ভাঙনিরে। জয় শচী নন্দন ত্রিভুবন বন্দন [illegible] কলিযুগ কাল ভুজঙ্গম খণ্ডনরে। বিপুল পুলকাকুল আকুল কলেবর গর গর অন্তর প্রেম ভরে। লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষিত কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে। নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলাওত গাওত কত কত ভকত মিলি। যো রসে ভাসি অবশ মহী-মণ্ডল গোবিন্দ দাস তাহে পরশ না ভেল ॥ ১০

মোহিনী। মদন মোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর। ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর ॥ ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল। প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥ শুক্ল যজ্ঞসূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে। সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে ॥ অধরে তাম্বূল হাসে শ্রীবর চাহিয়া। যাউ বৃন্দাবন দাস যেরূপ নিছিয়া ॥ ১১ ॥

শুই সিন্দুড়া ॥ সঙ্গে সহচর গৌরাঙ্গ নাগর দেখিনু পথের মাঝে। ও রূপ দেখিতে চিত বেয়াকুল ভুলিনু গৃহের কাজে সজনী গোরা রূপে মদন মোহে। সতী যুবতী এমতি হইলে আর কি ধৈরজ রহে ॥ ধ্রু ॥ মদন ধনুয়া ধনুক জিনিয়া নয়নে গাঁথিল বাণ। মুখ শশধর বান্ধুলি অধর হাসি সুধা

নয়ান ॥ বসন ভূষণ কতেক পরণ চরণ চলক শোভা। গোপাল দাস কহে শচীর নন্দন মুনির মানস লোভা ॥ ১২ ॥

কল্যাণ। গোরা চল চল নয়ন কলেবর নটন রসে ভেল ভোর। এজিল যামিনী আবেশে অবশ প্রিয় গদাধর কোর ॥ জয় প্রভু করুণাময় অবতার। যো গুণ কীর্তনে পতিত দুর্গত সবহুঁ পাওয়ে নিস্তার ॥ ধ্রু ॥ হরি হরি বলি ভুজ যুগ তুলি পুলক পুরল তনু। অরুণ দিঠি জলে অবনী ভাসল সুরধুনী ধারা বহে জনু ॥ পাদতলে ভকত কল্পতরু মধুকর নিশিত প্রেম মকরন্দ। যাকর তীর সুরাসুর নরবর পরমানন্দ নিরবন্দ ॥ জয় জনু গৌরচন্দ্র নটরাজ। জঙ্গম প্রেম কল্পতরু উয়ল কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥ নবঘন নীরদ গর্জিত মন্দাকিনী ত্রিভুবন ভরল সমাজ। নিত্যানন্দ চন্দ্র বাম দিক মাঝে ভ্রময়ই প্রদক্ষিণ রাজ। যাকর চরণ সমাধিয়ে শঙ্কর চতুরানন করু আশ। সো পহুঁ পাইতে কোরে করি কাঁদই কি কহব গোবিন্দ দাস ॥ ১৩ ॥

শোহিনী। আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি ঘনে ঘোটায় ধরণী। রাধা নাম জপে গোরা পদনখ তলে। সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥ ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে পড়ি যায়। রাধা নাম বলি ক্ষণে মুরছায় ॥ পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল। বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥ ১৪ ॥

কামোদ। নিরবধি গৌর তনু কসি কাঞ্চন জনু হেরইতে পড়ি গেল ভোর। তাহে ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন অন্তর কাঁপয় মোর ॥ সজনী যবহাম পেখনু গোরা। অকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে মদন লালসে মন ভোরা ॥ ধ্রু ॥ অরুণিত নয়নে ঝরিছে অলকোনে বরিখে কুসুম শরসাধে। জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পাইয়ে জনু গঙ্গা অগাধে ॥ মন্ত্র মহৌষধি তুহুঁ জানসি যদি মঝু লাগি করবি উপায়। বাসুদেব ঘোষ কহে শুনহ হে সখী গোরা লাগি প্রাণ মোর যায় ॥ ১৫ ॥

টোড়ী। বিহরে আজু রসিক রাজ গৌরচন্দ্র নদিয়া মাঝ। কুঞ্চিত কেশর পুঞ্জ উজর কনকরুচির কাঁতিয়া। কোটিকাম রূপ ধাম ভুবন মোহন লাবণি ঠাম হেরত জগত যুবতী উমতি ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥ অমিয় শরদ পূনিম চন্দ কিরণ বদন মদন ছন্দ কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম মঞ্জু রদন পাঁতিয়া। বিম্ব অধরে মধুর হাসি বরষই কতই অমিয়া রাশি স্রবই সিন্ধু নিকর নিঝর বচন রচন ভাতিয়া। সঙরি বরজ বিপিন কুঞ্জ নাগর যুবতী পিরিতি পুঞ্জ সোঙরি অধিক অবশ মুগধ দিবস রাতিয়া। ভাবে অবশ অলস বন্ধ চলত অটত খলত মন্দ পতিত কোরে পড়ত ভোর নিবিড় আনন্দে মাতিয়া। অরুণ নয়নে অরুণ চাই সঘনে জপয়ে রাই রাই নটই উনমত লুটই ধরণি ধূলি ধরত ছাতিয়া। উত্তম মধ্যম অধম জীব সবহু প্রেমে অমিয়া পীব ভণি বলরাম বাঞ্ছিত অধম সুঠাম অপরাধিয়া॥ ১৬।

পটমঞ্জরী। দুই পিরীতি আরতি নাহি টুটে। পরশে সরস তনু কত সুখ উঠে॥ নাচেন গৌরাঙ্গ মোর গদাধর আশে। গদাধর নাচে পহুঁ গৌরাঙ্গ বিলাসে॥ ধ্রু॥ পুরুষ প্রকৃতি কিবা কামকলা শ্রীরাম। রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেবকাম। অনন্ত আনন্দ কিবা অঙ্গের বলনী। উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি॥ মুখ চাঁদ কি বলিব নিতি জীয়ে মরে। কর পদ কি কহিব হেম ভয়ে ঝুরে॥ প্রেম কীর্ত্তন সুখ নদীয়া নগরে। প্রেমের গৃহিণী পণ্ডিত গদাধরে॥ প্রেম সারসর্ব্বস্ব শচীর নন্দনে। উধারিল জগজনে দিয়া প্রেমধনে॥ কহেন নয়নানন্দ স্বতন্ত্র বেহার। শুনিলে করয়ে মন ইথে কি বিচার॥ ১৭॥

আসোয়ারি। নাচত গৌর সুন্দর বর রঙ্গিয়া। প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া॥ ধ্রু॥ গোবিন্দের অঙ্গে নিজ অঙ্গ হেলাইয়া ভাবে অবশ চিৎ পড়ে মুরছিয়া॥ রাধার ভাবে পহুঁ রাধার

স্বরূপ ধরে রাধাৎ বয়নক তাযে। ইঙ্গিত বুঝিয়া দাস গদাধর কৌতুকে রহল বাম পাশে ॥ মুরলী মুরলী বলি সঘনে ফুকরই রহই মুরলী মুখ হেরিয়া। গো গোপী শ্রীবৃন্দাবন পুনঃ পুনঃ [illegible] চাহে উলটিয়া ॥ গৌর আনন্দে গৌড় আনন্দে গোকুল [illegible]। ঠাকুর গৌরীদাসও মরম জানয়ে বলরাম দাস শুণ [illegible] ॥ ৮ ॥

সঙ্গীত। ধানশী। [illegible] ভোর [illegible] শ্যামর তনু [illegible] বিলাস পূরব নিকুঞ্জ [illegible] [illegible] ॥ [illegible] শিরোমণি সুন্দরী [illegible] [illegible] নর্ত্তকি [illegible]। তব বচনামৃত সঘন পান [illegible] [illegible] রহিত সুধাবেশ মুদ্রিত [illegible] [illegible] [illegible] করি করু অনুমান। [illegible] [illegible] রতন [illegible] [illegible] ॥ [illegible] নিজ কণ্ঠে [illegible] বিরচব [illegible] ইহ [illegible] [illegible] নিদগত কপট বিহারি ॥ ৯ ॥

ধানশী। গোলোক ছাড়িয়া পহুঁ কেন বা আইল। [illegible] কেনে গোরাচাঁদ [illegible] ॥ [illegible] বিলাস ছাড়ি গোরা [illegible] কাঁদে। নাচিলি কোকিলা গোরা কার প্রেমফাঁদে ॥ [illegible] কৃষ্ণ বলি কাঁদে [illegible]। ক্ষণে সখী সখী বলি করয়ে রোদন ॥ মথুরায় বলি করয়ে বিলাপ। ক্ষণেকে অক্রূর বলি করে অনুতাপ ॥ ক্ষণে বলে ছিছি চাঁদ চন্দন। হেরইতে [illegible] দহন ॥ [illegible] পরাণ [illegible] না যায়। কহিতে আকুল পহুঁ ধূলায় লোটায় ॥ গদাধর দাস কাঁদে গৌরাঙ্গ করি কোলে। রায় রামানন্দ কাঁদে প্রভুর বিকলে ॥ স্বরূপ রূপ কাঁদে বুঝিয়া বিলাস। না বুঝিয়া কাঁদে মরু গোবিন্দ দাস ॥ ১০ ॥

পট মঞ্জরী। কিভাব উঠিল মনে কাঁদিয়া আকুল প্রেমে সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়। তাকে রাধা বলি গদাধর, বামে করি পীত বসন বাঁশী চায়॥ ধরি নটবর বেশ সম্মুখে হেলায় কেশ তাহে শোভে ময়ূরের পাখা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ধরি সঘনে বোলয়ে যাব চাঁছি মোর কদম্বের শাখা। শুনি বৃন্দাবন [illegible] উনমন মন সখী বৃন্দ কোথা গেল হায় [illegible] প্রেম সব পারিষদ গৌরাঙ্গ বলিয়া ধু- পায়॥ অবশ [illegible] বলে সাবধান না কাহুর নয়ান উথলিছে [illegible] ধারে পরাণি। মানের আনন্দে [illegible] নরনারী মিলি সেই না ধরে পরাণি॥ ২১॥

শোহিনী। হরিঃ গোরা কেন কান্দে; নিজ সহচরগণ পুছই কারণ। হরই গোরা [illegible] অঙ্গুলিত [illegible] নরে [illegible] জন [illegible] ঝরে প্রেমবারি। উছল [illegible] নতি [illegible] নয়নে [illegible] উপরি। [illegible] নন্দন [illegible] পুনঃ আপন [illegible] নিরখিয়া দুই হাত বুকে মারি বাউ- করি ধরণী পড়ল মুরছিয়া। তাহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করই কোর কতরে ছাড়ল মুখ দিয়া। পুনঃ২ অট হাসে চমকায় সং- কোধে বাসু ঘোষ নাচয়ে দেখিয়া॥ ২২॥

বেহাগ। নিশি পরভাতে বসি আঙ্গিনাতে বিরস বদন খান। গৌরাঙ্গ চাঁদের হেন ব্যবহার এমতি কভু না জানি। সই এমতি কারণ কে পারে গুণনিধি বিধির অবধি তাহারে পাইল সে। গুরু। কপূরে চন্দন করি ঘরিষণ গাথিয়া ফুলের মালা। বিচিত্র পালঙ্কে সেজ বিছাইনু শুইবে শচির বালা॥ হেদে গো সজনী সকল রজনী জাগিয়া পোহাল বসি। তিলে তিনবার দণ্ডে শতবার মন্দিরে বাহিরে আসি॥ বাসু ঘোষ বলে গৌরাঙ্গ আইলে এখনি কহিব তারে। হেথা না আয়ল রজনী বঞ্চল আছিলে কাহার ঘরে॥ ২৩॥

লশিত। আজু কেনে গৌরাঙ্গ চান্দের বিরস বদন। রজনী জাগাইতে অরুণ নয়ন॥ অলসে অবশ গোরা কিছুই না চায়। ঢুলিয়া পড়ে দেখিতে না পায়॥ আজ রজনী বঞ্চিলা কারু সনে। চাঁদমুখ শুকাইছে কিসের কারণে॥ বাসুদেব ঘোষ বলে গোরা কেন কান্দে। না জানি ঠেকেছে গোরা কার প্রেমফান্দে॥ [illegible]

কামোদ। [illegible] দেখ সজনি গৌরাঙ্গের [illegible] নদী জল ধরয়ে নয়ান। কেহ ত [illegible] মোর [illegible] স্মরণে [illegible]। সজনী শ্যাম কহই বাত [illegible] কেহ [illegible] করে অবলাত॥ তাকে [illegible] সহই না পারয়ে [illegible] পরাণ॥ কি করব কৈছনে [illegible] [illegible] কয়ল বিধান। [illegible] কানাই তাই করব অনুবোধ। [illegible] কিছুই [illegible] অতয়ে [illegible]॥

[illegible] জীবনে [illegible] কোন থানে [illegible] বিনে [illegible] কেমন। [illegible] কাঁদিয়া [illegible] করে [illegible]। না হেরব চাঁদ মুখ না [illegible] কেন মন করে গোরা [illegible] ধরণী॥ [illegible] সুখ সম্পদ যত [illegible] শুন সন্দেশ মোর কান্দি রহি গেল॥ গোরা [illegible] নিশি দিশি আন নাহি জানে। নিরবধি চিত্ত মুই [illegible] ধনে॥ রাতুল চরণ [illegible] অতিশয় শোভা। যাহে লাগি মন মোর অতিশয় লোভা॥ [illegible] সাজিলা বিধি এবে ভেল বাম। কহে বাসুদেব ঘোষ গৌরগুণগ্রাম॥২৬

পাহিড়া। ছাড়ি কি না হইল নদীয়া নগরে। কেশব ভারতি পাশি কুলিশ পাড়িল গো রসবতী পরাণের ঘরে॥ ধ্রু॥ প্রিয় সহচরী গণে যে সাধ করিল মনে সেসব স্বপন সমভেল।

॥ খী ॥

গিরিপুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি আঁচলের রতন কাটি নিল॥ নবীন বয়েস বেশ কিবা সে চাচর কেশ মুখে হাসি আছয়ে মিশাইয়া। আমরা পরের নারী পরাণে ধরিতে নারি কেমনে বঞ্চিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥ সুরধুনী তীরে তরু কদম্ব খণ্ডিত উরু প্রাণকান্দে কেতকী দেখিয়া। নদীয়া আনন্দে ছিল গোকুলের পারা হইল বাসুদেব মরয়ে ঝুরিয়া॥ ২৬॥

সুহই। সকল মহান্ত মিলি সকালে সিনান করি আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে। গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিরহে বাহিরায়ে পড়ি শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে॥ শুনহে আনো নিতাই গুণমণি। কেবা আসি দিল মন্ত্র শিখাইল কোন তন্ত্র কিবা হইল কিছুই না জানি॥ ধ্রু॥ কিবা করিলরে গেলছাড়িয়া। ফিরে নিতাই কিবা পাথারে ভাসাইয়া গেল রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥ এ কহে বাসুদেব ঘোষ শচীর এমন দশা মরা যেন রহিয়াছে পড়িয়া॥ ২৮॥

সুহই। কনক বরিখা ছয় আগে পাছু চলি গেলা দেখিবারে নীলাচল নাথ বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষণ্ণ মন পথ চিহ্ন অনুসারে ধায়॥ নিতাই বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ আসিয়ে লালাতে খোদহ যান পথে নিত্যানন্দ অবধৌত চন্দ্র॥ শ্রীসিংহ দ্বারে গিয়া মরম বেদনা পাইয়া দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়। সবে ভক্তি অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি নীলাচল বাসিরে সুধায়॥ জাম্বুনদম্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি অরুণ চরণ পীতবাস। অনুক্ষণ লোচনে প্রেম বারি ঝরঝর ধবলী বহত দোপাশ॥ হরে কৃষ্ণ সঘনেই বোলত নূতন কিশোর বয়েস। গোবিন্দ দাস কহে জানু সে দেখনু সার্ব্বভৌমের মন্দিরে প্রবেশ॥ ২৯॥

বসন্ত। নীলাচলে কনকাচল গোরা। গোবিন্দ ফাগু রঙ্গে ভেল ভোরা॥ দেব কুমারী নারীগণ সঙ্গে। পুলকে কদম্ব কর

রঙ্গ অঙ্গে॥ ফাগুখেলত গৌর তনু। প্রেম সুধাসিন্ধু মুরতি কানু॥ ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর। অরুণ নয়নে ঝরে অরুণহি নীর॥ কণ্ঠহি লোহিত অরুণিত মাল। অরুণ ভকত গণ গায় রসাল॥ কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ। নয়ান লো ভুলি দেখে তরঙ্গ॥ ভোর গদাধর সহচর দাস। সেলোকি সম্বরল ... দাস॥

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব।

কেদারার। ভুবনমোহন কারণ কারণ রূপ। আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ স্বরূপ॥ ভুজ যুগ দোলত কমল ফিরাওত ঘূরে আঁখির গতি দিঠি মাতোয়ার। বাহু তুলি বলি ... গৌর প্রেমের ভরে চলই না পারে॥ মধুর অধর ... মন্দ হাস বিকশিত গণ্ড। ... খণ্ডন ... ... খচিত ... দণ্ড। কলিযুগ মাঝে ... ... প্রেম সুধারস জগ ভরি ... গোবিন্দ দাস তাহে কাহে উপেখি॥ ১॥

গৌরী। দেখরে সকল ... বেশধারী। ... নিত্যানন্দ ... বুঝিতে না পারি॥ ... পূর্ণিত লোচন চলত ... কাজি ... মত সিংহ জিনি গরজন ঘন ঘন জগজনে কাহু ...॥ নীল বসন সুন্দর বিগ্রহ আনন্দে ... বিলাস। ... দলন ... ... কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥ কটিতটে বিবিধ বরণ পাট পাহিরণ মলয়জ লেপন অঙ্গে। জ্ঞানদাস কহে বিধি নিদারুণ ... কালিমে ঐছন রঙ্গে॥ ২॥

ধনাশ্রী। পূরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ সঙ্গে জগজনে বলে বলরাম। এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঙ্গে আনন্দে নিত্যানন্দ নাম॥ পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ ভুবন মঙ্গল

গুণধাম। গৌর পিরীতি রসে কটির বসন খসে অবতার অতি অনুপাম॥ নাচত গায়ত হরি হরি বোলত অবিরত গৌর গোপাল। হাস বিকাশ মিলিত মধুরাধরে বোয়ত পরম রসাল॥ রামদাসের পঁহু সুন্দর রসবর গৌরী দাস নাহি জানে। অখিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞান দাস গুণ গানে। ১।

ধনাশ্রী। চলে নিজ প্রেম ভরে দিগ নিগ মল করে পদ ভরে অবনী দোলায়। গাবত বদনে কহে সুখের নাগর সঙ্গে নিজ পারিষদে সুখে ধায়॥ দেখ ভাই অবধৌত নিত্যানন্দ। গোরা মুখ হেরি হেরি নিত্য উলসয়ে আনন্দ। ধ্রু। পরিধান নীল ধটী আঁটিয়া মা রঙ্গে কটি অন্তর ভাবে বাহ্য নাহি জানে। অঙ্গ হেলি হেলি চলে গোরা গোরা বলে নিশি দিশি আর নাহি জানে। মুখের হাস সুজন পিতি পালক পাষণ্ডীরে করয়ে বিনাশ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ২।

ধনাশ্রী। প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে নিতাই দিগ দলি ধরণী ধরিতে নারে তারে। অঙ্গ ভঙ্গি সুন্দর গতি অতি মন্থর কিছাহ কুঞ্জর মাতোয়ারা॥ প্রেমে পুলকিত তনু কনয়া কদম্ব জনু প্রেম ধারা বহে দুটি আঁখে। নাচে গায় গোরা গুণে পূরব পড়েছে মনে ভাইয়ারে২ বলি ডাকে॥ হুহুঙ্কার মালশাটে কেশরী গরব টুটে শুনি বুক ফাটি মরে পাষণ্ডী জনা। লগুড় নাটিক কাঁধে অরুণ কঞ্চুক হাতে হলধর মহাবীর বানা॥ কিবল পতিত বন্ধু বঙ্কের রতন সিন্ধু অন্ধের লোচন পরকাশ। পতিতের অবশেষে রহি গেল গুপ্ত দাসে পুন পঁহু না কৈল তল্লাস॥ ৩॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

শ্রীরাগ। সুরধুনী তীরে ঝারি ঝারি ভরি ডারই পুনঃ২ অবিচারি। কোজানে কাহে লাগি কাহে আকিসিঞ্চই লীলা কোই বুঝই না

…রি ॥ সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ । হেরইতে মনুমন লাগি রহু ॥ ধ্রু ॥ নবং তুলসীক মঞ্জরী তহি পুনঃ দেই হাসিয়া কবহু গৌর সিতশ্যাম বনোভিত কোজানে কতগু মূরতি পরকাশি । ডাহিনে রহু পুরুষোত্তম কামদেব রহু বাম। অপরূপ চরিত লোব সব চমৎকৃত গোবিন্দ দাস কি কহব গুণগাম ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

ললিতাবার। পাখানি নাচাইয়া নূপুর বাজাইয়া বসিয়া মায়ের কোলে। ঈষৎ হাসিয়া মাথন তুলিয়া আধং বাণী বোলে ॥ কাঁচা মরকত নবনী জড়িত মনোহর তনুখানি। হাসিয়া অমিয়া সাধিয়া বোলে আধং বাণী ॥ যাঁহা লাগি শিব ছাড়ি নিজ বৈভব বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়। দ্বিজ শ্যাম দাসে বলে সেই গোপাল কুতূহলে নন্দগৃহে ধূলায় লোটায় ॥১

মায়ুর। আঙ্গিনামে নাচত নন্দদুলাল। চৌদিগে ব্রজবধু নাচত গায়ত বোলত থইং তাল ॥ ধ্রু ॥ থমকিং মৃদু মন্দ মধুর গতি ঘুঙ্গুর শব্দ সুতাল। বঙ্ক বলয় ধ্বনি নূপুর রুনঝুনি আধং বোল রসাল ॥ মরকত অঞ্জন ইন্দু বদন ঘন মোহন মূরতি তমাল। ঈষৎ মধুর অঙ্গিম দোলায়নি কর পদ পঙ্কজ লাল ॥ ধরণী আনন্দিত অঙ্গ বিরাজিত সুন্দর বাল গোপাল। রামচন্দ্র কে প্রভু অখিলকলা গুরু ভকত বৎসল জয় গোপাল ॥২

রামকেলী। দেখ মাই নাচত নন্দ দুলাল। মণিময় নূপুর কটি পর ঘাঘর মোহন উর বনমাল ॥ ধ্রু ॥ গোপিনী কত শত বালক যুথং গায়ত বোলত ভাল। তীব্র দমিক ধ্বনি তথই থই শুনি নগধি তগধি তাল ॥ লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত নিকসত মোতিম দন্ত রসাল। শ্যামচাঁদ দাস জন জন জীবন পরম দয়াল ॥ ৩ ॥

টোড়ী। দেখসিয়া রামের মা গো গোপাল নাচিছে ভুড়ি দিয়া। কোথা গেল নন্দরায় আনন্দ রহিয়া গায় নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া ॥ চিত্র বিচিত্র মাট চরণে চাঁদের হাট চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী। সাধ করিয়া মায় নপুর দিছে রাঙ্গা পায় নাচিয়া২ আইস দেখি ॥ প্রতি পদ চিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়া যায় ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ তাকে সাজে। মাধবেন্দ্র দাসে কয় নাচয় গোবিন্দ রায় প্রেমভরে ধাধিক বিরাজে ॥ ৪ ॥

ভাটিয়ারি। মরি বাছা ছাড়রে বসন। কলসী উলাইব তোমারে লইব এখন। মরি তোমার বালাই লইয়া আগে আগে চল যাইয়া ঘাঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি। রাঙ্গালাঠি দিব হাতে খেলাইও ছিদামের সাথে ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী ॥ মুই রইনু তোমা লইয়া গৃহ কর্ম্ম গেল বইয়া মোরে হবে কেমন উপায়। কলসী লাগিল কাখে ছাড়রে অভাগী মাকে হের দেখ ধবলী পিয়ায় ॥ মায়ের করুণা ভাব শুনিয়া ধাইয়া যায় আগে২ চলে ব্রজরায়। কিঙ্কিণী কাহনি ধ্বনি শুনি সুমধুর শুনি রাণী বলে সোনার বাছা যায়। কুবক খোলিয়া উরে আকুলের নখবরে সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায়। ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে নরসিংহ দাস গুণ গায় ॥ ৫ ॥

ধনাশ্রী। আগে যায় যত্নমণি পাছে রাণী ধায়। না শুনে মায়ের বোল ফিরিয়া নাচায় ॥ যাদব মোর মায়েরে আযবাছ পাসরিয়া ডাকে তোমার মায় ॥ ধ্রু ॥ নাহি মারি নাকি ধরি নাহি বলিদর। সবে মাত্র বান্ধিয়াছি রাখ প্রিয়া বাছুর ॥ অরুণ নয়ানের জল পড়িতেছে উরে। না জানি কেমন বিধি লাগিল মোরে ॥ বংশীবদনে বলে শুন দয়াময়। কে তোমা মারিতে পারে কারে তোমার ভয় ॥ ৬ ॥

বিভাস। হেদেগো রামের মা ননী চোরা গেল এই পথে। নন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে সাজাই করিব ভাল মতে।। শূন্যঘর খানি পাইয়া সকলি নবনী খাইয়া ছাবে ঢুছিয়াছে কাত থালি। অঙ্গুলের চিনাগুলি বেকত হইব বলি ঢালিয়া দিয়াছে তাতে পানী।। ক্ষীর ননী ছেনা সাঁচি উভকরি শিকা পাঁতি সতনে তুলিয়া রাখি তাতে। জানিয়া যখন শিশু টাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড নামাতে থাকিয়ে দুখ পাতে। ক্ষীর নব নব কিছুই নাহি করয়া কি মর কামে বলি তোমা। সে মোরে বালক নাপ সে মোর হইয়াছে দাপ পরাণে মারিব ননী চোরা।। যশোদায় মুখ হেরি রোহিণী দেখায় ঠারি যে ঘরে আছয়ে যদুমণি। ঘর আঁধিয়ারে পাশি বেকত হইল শশী বাহিয়া ধরিল নন্দরাণী। ঘনরাম কয় দয় এখন কানুরে এত আর কভু না খাইবে ননী।। ৭।।

আহিরী। আমি না খাই ননী। ভাণ্ডের ননী উথলি পড়িল নাহি ধ জননী।। ধ্রু।। আর ছাওয়ালে ননী খায় তোমার কাছে যায় নাহি। নন্দঘোষ ঘরে জনমিয়া মাগি কিবা মাতা। না থাকিব তোর ঘরে সুখে থাক তোরা। আমারে এ দোষে বলে ননী চোরা।। [illegible] না বান্ধ না বান্ধহ পায়ে ধরি। হেন বেশ কর দশ কিরাইতে নারি।। কহে কামদেব দাস আমি দিব ননী। বন্ধন ছাড়িয়া দেহ শুন নন্দরাণী।। ৮।।

তোড়ী। আমি কিছু নাহি জানি [illegible] ক্ষীর ননী তোমারে শুধাই তার কথা। না দেখি গোকুল চাঁদ কেমন করয়ে প্রাণ বলনা গোপাল পাব কোথা।। আমি কি এমত জানি কোলে করি যদুমণি যাহারে করাই স্তনপান। মোরে দেখি বিড়ম্বন গোরস উথলি গেল তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ। গোপাল না নৈল কোলে ভুলিনু রোহিণী বোলে সে কোপে কোপিত যদুমণি। কোপিত নয়নে চাইয়া ছিলনো পানে

আমি কি এমন হবে জানি ॥ তোমরা করিছ খেলা গোপাল কোথায় গেলা দড় করি বল এক বোল। বলরাম দাস বলে অাকুল হইয়া সবে রাখালের মাঝে উতরোল ॥ ৯ ॥

বিভাস। রোহিণী বহিনী গো মোর আমার বিছান হইতে হারা। পরাণ পুতলী ধন দুটি আঁখির তারা ॥ ধ্রু। তিন তিন বার খায় এক্ষীর নবনী। এদুঃখে কেমনে জীয়ে মায়ের পরাণী ॥ যারে পুছি সে বলে মাদব নাহি হেথা। কি করিব কিবা হইল আর যাব কোথা ॥ নন্দু রামানন্দে কহে শুন নন্দ রাণী। কদম্বের তলে খেলে তোমার যদুমণি ॥ ১০ ॥

আহিরী। দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কাঁদে অনুরাগে বুক বহিয়া পড়ে ধার। না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে মা হইয়া বলে ননী চোর ॥ দড়িরা দৃঢ় করে বাঁধিয় হাদন ডোরে বাঁধে তার ননী লাগিয়া। আহিরে রমনী হাসে দাঁড়াইয়া চারিপাশে সব মুখ চায় দুহাতিয়া। আনের ছাওয়াল যত তাহারা ননী খায় কত মা হইয়া কেবা বাঁধে করি। যে বলো সে বলো মোরে না থাকিব তোর ঘরে এনা দুঃখ সহিতে না পারি ॥ বলাই থাইয়াদে ননী দিছ চোর বলে রাণী ভাল মন্দ না করে বিচার। পরের ছাওয়াল পাইয়া নারেণ আদেন হাইয়া শিশু বলি দয়া নাহি তার। অঙ্গদ বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার হার মণি মুকুতার ভার। সকল খসাইয়া লহ আমারে বিদায় দেহ এদুঃখে বসলা হব পার ॥ বলরাম দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয় ধাইয়া গোপাল কর কোলে। যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখে মুছে অপরাধ ক্ষমাকর মোরে ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলা।

টোড়ী। ও গো আজু আমি চরাব বাছুর। পরাইয়া দেনা ধড়া মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া চরণেতে পরাহ নূপুর ॥ অঙ্কা

তিলক ভালে বনমালা দে মা গলে শিঙ্গা বেত্র দে মা মোর হাতে। ছিদাম সুদাম দাম সুবল আদি বলরাম সবাই দাঁড়াইয়া আছে পথে। বিশাল অর্জুন জান কিঙ্কিণী কংকণ ভাল সভাই সাজিয়া গোঠে যায়। গোপাল বনে যাবে শুনি সজল নয়নে রাণী অচেতন ধরণী লোটায়॥ চঞ্চল বাছুরির সনে কেমনে যাইবে বনে এতুটি কমলরাঙ্গা পায়। বিপ্র দাস ঘোষে বলে এ বয়েসে গোঠে গেলে শিশু কি ধাবিতে পারে যায়॥ ১॥

মোহিনী॥ গোপাল নাকি যাবে দূর বনে। তবে আমি না জীব পরাণে॥ এদধি মন্থন কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে আঙ্গিনার বাহির নাহি করি। আঙ্গিনার বাহির হইয়া যদি গোপাল খেলে যাইয়া তাকে প্রাণ ধরিতে না পারি॥ গোপা ল আমার নয়নের তারা। কোলে থাকিতে কত চমকিত উঠি নয়ন নিমিখ হই হারা॥ গোপাল আমার পরাণ পুতলী। তোমাকে সঁপিয়া রাম কিছুই সন্দেহ নাই প্রাণ রয়ে বাকুলী॥ ২॥

টোড়ী॥ অরুণ উদয় বেলা সব শিশু হইয়া মেলা সবে এলা নন্দের দুয়ার। শিঙ্গা বেণু বাঁশীরব করয়ে রাখাল সব গোঠে আইস নন্দের কুমার॥ গোপাল তুমি যাবে কি না যাবে আজি মাঠে। এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে॥ ধ্রু॥ তোমার বিলম্ব দেখি বলরাম পথে থাকি পাঠাইল তোমা আনিবারে। যাবে কি না যাবে তথা দৃঢ় করি কহ কথা বলরামের দোহাই তোমারে॥ নন্দিবা এড়িয়া যাই অন্তরেতে ব্যথা পাই চিত্ত নিবারিতে মোরা নারি। কিবা গুণ জান জানে সদাই অন্তরে টান একতিল না দেখিলে মরি॥ শুনিয়া শিশুর বাণী কানে

শেষে চূড়ামণি মুদিত নয়ান পরকাশে। গোবিন্দ দাসের পহু হাসিয়া২ রঙ্গে চলিলেন বেহারের রঙ্গে॥ ৩॥

টোড়ী॥ গোঠে আমি যাব মা গো আমি গোঠে যাব। শ্রীদামের সঙ্গে আমি বাছুরি চরাব॥ চূড়া বেঁধে দে মা পাঁচনি দে মা হাতে। মোর লাগি দাদা বলাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥ পীত ধড়া পরাও মাগো গলে দে মা বনমালা। মনে পড়ে গেল আমার কদম্বের তলা॥ ঘনশ্যাম দাসে কহে শুন নন্দরাণী। বিলম্ব দেখিয়ে শ্রীদাম আসিবে এখনি॥ ৪॥

কানাইএর বিলম্ব দেখি শ্রীদাম আইল। ঘরে বসে কি কর ভাই বেলা কত হলো॥ ধাওলী বৎস আগুসরি চলিল বিপিনে। সুবল আদি যত সখা গেল তার সনে॥ বিলম্ব হইল আমি আইলাম লইতে। বিলম্ব নাহিক কর চলহ ত্বরিতে। শ্রীদামের কথা শুনি কহেন কানাই। আমারে বিদায় দেয় না কি করিব ভাই॥ নাম বিশ্ব বাকা তবে মায়েরে কহিয়া। গোঠেরে চলিল ছিদাম নীলমণি লইয়া॥ ৫॥

কামোদ। বসিয়া মায়ের কোলে ননী খেতে২ দোলে হেন কালে শ্রীদাম আইল নিতে। নিতি২ দাঁড়াবো তবে গোঠে যাবি। দিনি কড়িতে নন্দ কোথা পাবি॥ কালি কত মেরেছি ধরেছি কাঁধেতে চড়িয়াছ তোতোকার করেছি মোরা। ওরেরে হেরেরে আয়রে কানাইয়ে ওরে গোপ জাতীর এধারা॥ ভাই২ প্রথমে খেলার বেলা বড়ই আনন্দ। খেলিতে২ শেষে, হয় বড় দ্বন্দ্ব॥ কালি তুমি২ করিবাছিরে খেলাবার দেনে। ওরে সে কথাটি ধর যদি খেলা নাহি চলে॥ ৬॥

শুন শিশুগণ করি নিবেদন স্বরূপে কহিয়ে তোরে। ওরেরে হারেরে আয়রে কানাইয়ে বলিয়া ডাকিও মোরে॥ অক্রুর

চন্দন বিনয় বচন দিলে যত নহে সুখ। ওরেরে ভেয়েরে আয় বলে ডাকে দ্বিগুণ বাড়য়ে বুক ॥ ৭ ॥

গুজরী চৌড়ী। আজি এড়িয়া যায়ে কালি গোপাল পাঠাব তোর সনে। বাছুরি চরাইয়া এলো অমনি ঘুমাইল কালি কিছু খায় নাই রামরে। এলাইয়া কটির ধটী বেড়য়ে চরণ দুটী আপনা আপনি পড়ু কান্দে রামদেব বোলেচন্দ্র হইতে পথ ভুলে ছুটিহাত মুখে দিয়া কান্দে॥ পরিণামে হেরি যারে হয় তার। সে কেমনে বনে শিঙ্গা বেণু একা ভয় পায় সে ॥ ধ্রু॥ দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা। নবনী দুগ্ধ গোপাল খাছে এসে একা॥ আর এক কথা বলি শুন হলধর। বৃন্দাবন বলি না ভাবিহ পর॥ যদি কিছু আনি দিহ নিকটে দেখিবে। বোল অবশ না হইলে সন্তাপে মরিবে ॥ ৮ ॥

ধানশী। দণ্ডে দশবার খায় হাত দেখে তাঁর চায় ফেনা ননি একাকী নবনী। রাখিহ আপন কাছে জোকণাদি লোকে পাছে আমার গোপাল বাছমণি। শুন বাপু হলধর এক কিনে নি মোর এই গোপাল আমার পরাণ। সুইকে তোমার হাতে দান করিয়াছে মনে আপনি রক্ষিও নারায়ণ। দাদাইয়া লাঙ্গ মোর না জানে আপন পর ঠাকুর মুখ নাহিক গেয়ান ॥ দারুণ কংসের চর তাহা নিয়ে নিরন্তর আপনি রক্ষিও গোপালে বাম করে হলধর দক্ষিণ করে গিরিধর শুন বলাই নিবেদন বাণী। বসুদেব দাসে বলে প্রতিদিন নয়ানের জলে দুর্বর্জিত পড়িল ধরণী ॥ ৯ ॥

ভাটিয়ারি। বলরাম তুমি নাকি আমার গোপাল লইয়া যাইছ। যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ॥ বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে এক দণ্ডে দশবার খায়। এহেন দুধের ছাওয়াল বনেরে বিদায় দিয়া প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥ যেমন ভাগ্য করি

আরাধিয়া হরগৌরী তাহে পাইলাম এদুঃখ পাসরা। কেমনে ধৈরজ ধরে মায়ে কি বলিতে পারে বনে যাউক এদুধ কুঙার, জল খাইতে গিয়াছিল অনলে বেড়িয়া ছিল দুইহাতে অনল ধরি পিয়ে। নন্দের ভাগ্যের বলে যশোদার পুণ্যের ফলে তেঁই গোপাল মোর জীয়ে ॥ ১০ ॥

কামোদ। গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া। আহির বালক গুণ গায় রামকৃষ্ণ গুণ গোপী রহে চাঁদমুখ চাইয়া ॥ ধ্রু ॥ আনন্দিত নন্দরাণী সাজাইয়া যত্নমণি নানা আভরণ পীত বাস। রূপ হেরি ব্রজনারী আঁখির নিমিখ ছাড়ি পিয়ে রূপ না যায় পিয়াস। যো পদ পল্লব বিরিঞ্চির দুর্লভ যোগির ধ্যানে অতিদূর। ভাগ্যবতী নন্দরাণী পাইয়া পরেশমণি পায় ধরি পরায় নূপুর। গোঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বান্ধে মল্লিপরি পিঠে দিল পাটকি ডোর। ধড়ার আঁচল ভরি খাইতে দিল ক্ষীর ননী কান্দে রাণী হইয়া বিভোর। আহির বালক সঙ্গে কত জনা কত রঙ্গী তার মাঝে শ্যাম নটরায়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রহি চলে ভিন্ন ভিন্ন গোবিন্দ দাস তাহা চায় ॥ ১১ ॥

মায়ূর। কাঁদিয়া সাজায় নন্দরাণী। চায়্যা হলধর পানে ধারা বহে দুনয়নে মুখে নাহি স্বরে কিছু বাণী ॥ ধ্রু ॥ অলকা তিলক দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে কান্দিয়া বিভোর যশোমতী নারিলাম পাঠাতে বনে হেরিয়া সে মুখ পানে শিশুগণে করয়ে বিনতি ॥ স্তন ক্ষীর আঁখি নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে বেশ বনাইতে কাঁপে কর। কান্দি গদ২ কহে আজি রাখি যাহ সভে শূন্য না করিহ মোর ঘর ॥ ১২ ॥

কামোদ। বিপিনে গমন দেখি হয়্যা সকরুণ আঁখি কান্দিতে২ নন্দরাণী। গোপালেরে কোলে লয়্যা প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া রক্ষ্যা মন্ত্র পড়য়ে আপনি। এদুখানি রাঙ্গাপায় রক্ষা রাখুন তায় জানু রক্ষ্যা করুণ দেবগণ। কটিতট সূর্য্যবর

রক্ষা করুণ যজ্ঞেশ্বর হৃদয় রাখুন নারায়ণ।। ভুজ যুগ নখা-ঙ্গুলী রাখিবেন বনমালী কণ্ঠ রাখুন দিনমণি। পৃষ্ঠ দেশ হয় গ্রীব মস্তক রাখুন শিব অধঃঅঙ্গ রাখুন চক্রপাণি।। জল স্থল গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে দশদিগ দশদিগপাল। যত শত্রু হউক মিত্র রক্ষা করুণ সর্ব্বত্র মহে তুমি হইও ভারকাল।। এইসব মন্ত্রপাড় প্রতি অঙ্গে হাত ধরি গোমত্রের ফোঁটা ভালে দিল। এদ্বিজ মাধবে কয় নন্দরাণী প্রেমময় বলনন্দের হাতে সমর্পিল।। ১৩।।

ভাটিয়ারী। যাও গো ভবনে রাণী যাও গো ভবনে; এনে দিব তোমার গোপাল বেলি অবসানে।। লইয়া যাইছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া। আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাইয়া।। লইয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ। বেণু রবে ফিরে ধেনু এবড় কৌতুক।। একদিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া। তাহাতে রাখিল ভাই কেমন করিয়া।। যদিন যেমত করি গোপালে তাহা জানে। ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে।। ১৪।।

টোড়ী। আজু মনের আনন্দে গোঠে চলিল দোন ভাই। আগে লাখে লাখে ধেনু গগণে উড়িছে রেণু বরজে পড়ল ধাওয়া ধাই।। ধ্রু।। বরজ বধু মেলি মঙ্গল হুলাহুলী দ্বিজগণে করে বেদগান। মুর হর হলধর ধরি ধরি করে কর লীলায় দোলায়ে চলে অঙ্গ। ঘনায়ে ঘনায়ে কাছে আনন্দে ময়ূরী নাচে চাঁদে মেঘে দেখি এক সঙ্গ।। শ্রবণে শুনিল যারা যেখানে সে খানে থানা রাম কানায়ের কান্দে ভাল সাজে। শ্রীদাম সুদাম দাম স্তোক কৃষ্ণ অংশুমান ঘন শিঙ্গা সভার মুখে বাজে।। ১৫

সুই। নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত আর কত কুলবতী নারী। জয়২ কার করত নব নব বধুগণ কনক কুম্ভভরি বারী আনন্দ কোকরুওর। কুলবতী চড়ি অট্টালিকা উপরি হেরইতে

মুবধ চকোর ॥ নয়নেং কতহু রস উপজল দুহুমন ভই গেল ভোঁর। প্রেম রতন ধন দুহে দুহু পায়ল দুহুমন দুহু করুচোর চলইতে চরণ অথির নন্দ নন্দন শীতল পীত পটবাস। নিজং মন্দিরে চলতহু সবজন কি কহব গোবিন্দ দাস ॥ ১৬ ॥

উত্তর গোষ্ঠ।

বেলোয়ার। জননী বিরাজিত বেশ উজর। গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর ॥ ধ্রু ॥ আগে অগণিত যায় গোধন চলিয়া, পাছে ব্রজ বালক যায় হৈ হৈ বলিয়া ॥ সম বয় রূপ সবহু করি ছাঁদ। রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ ॥ ময়ূর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া। মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া ॥ শিরপর চাঁদ অধর পর মুরলী। চলইতে পন্থ করত কত খুরলী ॥ কটি তটে পীত পটাম্বর বলিয়া। মন্থর গতি কুঞ্জর বর জিনিয়া ॥ মণি মঞ্জীর বাজত রুনঝুনিয়া। গোবিন্দ দাস করে ধনি ধনিয়া ॥

টোড়ী। যমুনাকো তীরে ধীরে চলু মাধব মন্দ মধুর বেণু বাওইরে। ইন্দীবর নয়নী বরজবধু কামিনী সদন ত্যজিয়ী বনে ধাওইরে ॥ ধ্রু। অলিত অম্বুধর অসিত সরসীরুহ অতসি কুসুম অতি করম সুঠামিরে। উজর নীলমণি উদার মরকত শ্রীনিন্দিত বপুঃ আভারে ॥ শিরে শিখণ্ড চূড় শ্রবণে গুঞ্জা ফল নির্মল মুকুতা লম্বি নাসাতল নব কিশলয় অবতংস গোরোচন অলকে তিলকে মুখ শোভারে। শ্রোণি পীতাম্বর বেত্রবাম কর কম্বুকণ্ঠে বনমাল। মনোহর ধাতু রাগ বৈচিত্র কলেবর চরণে চরণ ধরি শোভারে ॥ গোধূলী ধূসর বিষাণ কক্ষতল গোছাদন রজ্জু বিনিহিত কন্দর রঙ্গ ভূমে অই বিরাজিত নটবর রূপে জগমন লোভারে ॥ বৃন্দা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর যোপদ কমল সেবে নিরন্তর গোহরি কৌতুকে বরজ বেশ ধরি গোপ রমণী অভিলাষারে। সোমধরিপু পদ অনুপম পুংস্কর

পরাগ লালস মানস মধুকর অভিনব মত কবি দাস জগন্নাথ প্রেম ভকতি অভিলাষরে ॥ ২ ॥

টোড়ী। ধেনু সঙ্গে গোঠ রঙ্গে খেলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি বিষাণ বেণু বেত্র মুরলী খুরলী গানরি। প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মিলি তরণি তনুজা তীরে খেলি ধবলী শ্যামলী আগুরি আগুরি ফুকরি চলিত কাননরী॥ বয়েস কিশোর মোহন ভাতি বদন ইন্দু জলদ কান্তি চারু চন্দ্র গুঞ্জাহার বদন মোহন ছন্দরী। আগম নিগম করিয়া সার লীলা রঙ্গে গোঠ বিহার শীরাম মুদ করই আশ চরণে শরণ দানরী ॥ ৩ ॥

সিন্ধুড়া। ধেনু চরায়ত বেণু বাজায়ত যমুনাতীর পুলিন বনে। প্রিয় দাম সুদাম শ্রীদাম সুবল মহাবল [illegible] গোপ গণা সগণে॥ নটবর সুবেশ চূড়া শিখী সাজনি মালতী মাল প্রসূন গলে। শ্রুতি পাশ বিলাস মণি মকরাকৃতি কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড লোলে॥ কটি তটি পীত বসন কাছনি কিঙ্কিণী কাঞ্চন দাম ঘনে। চরণ কমল দলে মঞ্জীর মণ্ডিত খণ্ডিত তাল [illegible] সনে॥ জয় কৃষ্ণ দাস ভণ গোবর্দ্ধন ধারণ ধীর দেবেন্দ্র [illegible]দি। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড করি মণ্ডিত ঠাকুর আপে চঙ্ক্রামো গতি ॥ ৪ ॥

মোহিনী। রাম কানাই কালিন্দির তীর। ধবলী শাঙলী বলি দিগ নেহারই গরজই মন্দ গভীর॥ শ্রুতি অবতংস [illegible] ধরি লম্বিত মুরলী অধর সুরঙ্গে। চরণে লম্বিত পীত ধটী অঞ্চল গোধূলী ধূসর শ্যাম অঙ্গে॥ দাম শ্রীদাম বাম দক্ষিণে বলরাম চলতহি দ্বিরদ গমনে। চাঁদ মুখের পাশ বাম করে সোহই রহই লগুড় হেলনে। তৃণ মুখে সব ধেনু বেণু রবে উনমত রহই অনিমিখ দীঠে। অনন্ত দাস কহে চাঁদ মুখ হেরি হেরি পুচ্ছ নাচায়ত পীঠে ॥ ৫ ॥

ভাটিয়ারী। খেলে রাম রাম শ্যাম কানাই। যমুনা তরুর ছায় খেলন দোন ভাই॥ ধ্রু॥ রাম কানাই দুই ভাই দুই দিগে দাঁড়াইল। দুজনে সমান খেলু বাটিয়া লইল॥ সুবল বলাইয়ের দিগে নাচিতে লাগিল। শ্রীদাম সুদাম তার কানাইএর দিগে হইল॥ সভাই সমান খেলু বাটিয়া লইল। হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ হইল। আজুকার খেলাতে ভাই যে জন হারিবে। কান্ধে করি বংশী বটে রাখিয়া আসিবে॥ সাতালি ভাঙ্গিতে নারে ভেয়েরে কানাই। আপনি সাতালি ভাঙ্গি জিতিল বলাই॥ ৬॥

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়। সুবল কারয়। কান্ধে করল আঁটিয়া বান্ধে বংশীবট তলে লইয়া যায়॥ শ্রীদাম বলাই লইয়া চলিতে না পারে ধায়্যা শ্রম জলধারা বহে অঙ্গে। এখন খেলা রবে হইব বলাইয়ের দিগে আর না খেলাব কানাইয়ের সঙ্গে। কানাই নাজিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু হারিলে জিতয়ে বলরাম। খেলিব বলাইয়ের সাথে চড়িব কানাইয়ের কান্ধে লয়ে কান্ধে করিব ঘনশ্যাম॥ মত্ত বলাই চান্দে কে পারে করিতে কান্ধে খেলিতে যাইতে লাগে ভয়। গেড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে বলরাম দাস দেখি কয়॥ ৭॥

সারঙ্গ। রাম গুণধাম করু খেলা। তপন তনয়া নীরে নিরখি নিজ ছায়হি তা সঞে হাসি করত কত লীলা॥ রজত গিরি থর্ব্ব করি গরব মহীমণ্ডলে শরদ শশী দমন মুখ শোভা। চূড়ে অবতংস শিখী পুচ্ছ নবমল্লিকা গন্ধে অলি বৃন্দ মন লোভা॥ দশনে দাপি অধর থর নয়ন শরে তাড়ই বাহু মূলে তাল ধরি গাজে। দম্ভ করি লম্ফ দেই কম্পে মহীমণ্ডল নীল ধটী আঁটি সমরে সাজে॥ আপন সমরূপ সমরূপ সম ভঙ্গিয়া নিরখি তাহারে পুনঃ পুছে। কে কেরে কেরে তুতুই

তুই পপ পরিচয় দে দেনারে আর কি ব বলদেব ব্রজে আছে। দাম শ্রীদাম বসুদাম ভাত ভাইরে দে দেখ আসি যমুনা তীরে। দ্বিতীয় বলরাম আসি মোহে পর বঞ্চই শশীশেখর নিকটে নাহি দূরে ॥ ৮ ॥

টোড়ী। আজু বনে অবনিত আনন্দ বাধাই। পাতিয়া বিনোদ খেলা রাখাল হইল ভোলা দূর বনে গেল সব গাই ॥ ধ্রু ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখাল গণে শ্রীদাম সুদাম আদি সবে। কানাই বলেন ভাই খেলা ভাঙ্গি যাবে নাই পালিব গোধন বেণু রবে ॥ দূরে হইতে বেণু রব ধায় ধেনু বৎস সব পুচ্ছ কেলি পিঠের উপর। নিরখয় চাঁদমুখ অন্তরে পরম সুখ রহে ধেনু কানাইয়ের গোচর॥ গাই সব সারি২ ঘন হাম্বা রব করি দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে। দুগ্ধ ঝরি পড়ে বাটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে ॥ ৯ ॥

মঙ্গল। খেলা সমাধিয়া শ্রমযুক্ত হইয়া সখা গণ লইয়া সঙ্গে। ভোজন সম্ভার ছিল তারে ভার ভোজনে বসিলা রঙ্গে ॥ যমুনা পুলিনে বেড়ি সখাগণে মাঝে করে বসে কানু। পাতি বন পাত তাহে নিল ভাত জলভরি শিঙ্গা বেণু ॥ সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে। ভাল ভাল কয়া মুখে হইতে লইয়া সভে দেই কানু মুখে॥ সভে বলে ভাই আমারি কানাই মোরে বড় ভালবাসে। আমার সমুখে বসি খায় সুখে সদা রয় মোর পাশে ॥ এই করি মনে করয়ে ভোজনে আনন্দ সাগরে ভাসে। বিশ্বম্ভর দাস করি মনে আশ রহে সুবলের পাশে ॥ ১০ ॥

দান লীলা।

টোড়ী। গোঠে গেল বিনোদিয়া সকালে গোধন লইয়া সিয়া ॥ ধ্রু ॥

শিঙ্গা বেণুর নিসান। গুরুজন আঙ্গিনাতে না পারিনু বাহির হতে না হেরিনু সে চাঁদ বয়ান ॥ কোন পথে গেল শ্যামরায়। যে মোর করিছে মন প্রাণ করে উচাটন চাঁদ মুখ দেখিতে জুড়ায় ॥ ধ্রু ॥ যশোমতী নন্দ ঘোষ তাহারে কি দিব দোষ গোকুলে গোধন হইল কাল। আমা সভার প্রাণধন গোকুলের জীবন গোঠে গেল মদন গোপাল ॥ চল যাই সেই পথে পসার লইয়া মাথে যেখানে আছয়ে শ্যামরায়। আজামান্ত নলী জিনি সুকোমল তনুখানি গোবিন্দ দাস বলিহারি যায় ॥

শ্রীরাগ। কে যাবে মথুরা বিকে যাব তার সনে। ভেটিব নাগর কানু সাধ আছে মনে ॥ ধ্রু ॥ পরের মুখে শুনি কানুগুণ। শুনিয়া আমার চিতে বিন্ধিলেক ঘুণ ॥ নিতি নিতি অনুরাগে জ্বালাব আপন। যেহক সেহকু দেখিব কেমনে ॥ অলখে লখিব কানুরে না দিব পরিচয়। বিহি হইয়া যাব গুরু কুলের ভয় ॥ না পরিব অভরণ না করিব বাস। তনু আচ্ছাদিয়া লব নিজ নীলবাস ॥ যদি বা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর। রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর ॥ তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিহ গোপতে। রাধা বলি কানু যেন না পারে লখিতে ॥ যদুনাথ দাস বলে একি মনে সয়। পূর্ণিমার চাঁদ কভু হাতে আড়ে রয় ॥ ২ ॥

দেওধিরী। খেলা রসে ছিল কৃষ্ণ শ্রীদামের সনে। হেন বেলে রাধারে পড়িয়া গেল মনে ॥ ধেনু সঙ্গে নিয়োজিয়া সব সখাগণ। যমুনার ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ ঠাঁই বুঝি বসিলেন কদম্বের তলে। একটী ঘটের গলায় মালা দান লবার ছলে। হেন বেলে নাসলেসে সাজাইয়া পসরা। সেই মথুরার বিকে যায় গোপীকারা ॥ হেরো কে দেখ গো বড়াই কদম্বের তলে। যে দেখি মেঘের ঘটা ভাসাইবে জলে ॥ কেনবা আইলাম বিকে আপনা খাইয়া। ঐ দেখ ডাকে বাঁশী রাধার নাম

লইয়া।। শ্যাম চাঁদের উপরে ধবল চাঁদের মেলা। তাহারি উপরে শোভে তিমিরের মালা।। তাহার উপর মত্ত ময়ূর পুচ্ছ সাজে। হেন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে।। তাহার উপর মত্ত ময়ূরের পাখা। আমা হইতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা।। ৩।।

গুজ্জরী। কোথা হইতে এলে তুমি কোথায় তোমার ঘর। কিসের পসরা তোমার মাথার উপর।। হেন ধনী কমলিনী কোথাকে গমন। মুনি জনার ধ্যান ভাঙ্গে দেখে ওচরণ।। না যাইও ধনী বৈস তরুতলে। আইস কাছে বাজে পাছে চরণ কমলে।। চাঁচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে। ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে।। করিকুম্ভ জিনি তার কুচ যুগগিরি। গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী।। সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয়।। অলিনী বদন রাই তব মুখ করে। পাইলে ছাড়িবে নাই দারুণ ভ্রমরে।। নানা অভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি। দারুণ ব্রজের চোরে লুটিবে সকলি।। বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনী। শ্যাম সঙ্গে রঙ্গ রসে কর বিকি কিনি।। ৪।।

গুজ্জরী। এইত বৃন্দাবন পথে। নিতি২ করি গতাগতে।। ক্ষীর দধি হাতে করে লইয়া যাই সোণা। তুমি কেনা বলে এক জনা।। তুমি দেখি পুছহ বড়াই। কিসের দান চাহেন কানাই।। সঙ্গে সভে দধির পসার। তাহে কেন এতেক জঞ্জাল।। তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি। ইহাতেই পাবে কোন নিধি।। তুমিত ব্রজে যুবরাজ। তুমি কেনে করিবে অকাজ।। দূর কর হাস পরিহাস। দেখত দুহুঁ গোবিন্দ দাস।। ৫।।

সুহই। সুন্দরী শুনিয়া না শুন কেন মোর বাণী। না জান যে কানাই আছে এপথের দানী।। করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী। দুই লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী।। হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার। চারিলক্ষ দান চাহি করিয়

বিচার ॥ কপালে সিন্দুর আর নয়ানে কাজর। ছয়লক্ষ দান মাগে তাহে গিরিধর ॥ রঙ্গন আলতা আর রতন নূপুর। আট-লক্ষ দান মাগে দানির ঠাকুর ॥ এই সকল দান বুঝি দেহ দানী রাজে। আমি দান লব তোমার রমণী সমাজে ॥ জ্ঞান দাস কহে কানাই ছাড় চিটপনা। তুমি যদি মহা দানী তোমার ঠাকুর কোনজনা ॥ ৬ ।

শ্রীরাগ। শুনহ সুজন কানাই তুমি সে নূতন দানী। বিকি কিনির দান গোরসে মানিয়ে বেশের দান নাহি শুনি ॥ সিথির সিন্দুর নয়ানে কাজর রঙ্গন আলতা পায়। একি নিকির ধন নারীর বেশন তাহে কাহার কিবা দায় ॥ মণি অভরণ সুরঙ্গ শাড়ী জাদ কেবা নাহি পরে। যদি দানের এমন গতি তুমি গোকুল পতি দান সাধহ ঘরে২ ॥ আমরা কহিতে না জানি কহিতে না জানি সে কোন তোমারে বাজে। গোবিন্দ দাস কহে কেমনে জানিবে পরের মনের কাজে ॥ ৭ ॥

বরাড়ী। এ গজগামিনী তো বড়ি সেয়ান। বলে ছলে বাচায় গিরিধর দান ॥ চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি। দশনে চোরসি মোতিম পাঁতি। চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ প্রবাল ॥ কলস কলস ধন রস ভরি তায়। যতনে লেচলু আঁচলে ছাপায় ॥ গতি অতি মন্থর চলহ সুচায়। কোন ছোড়ব তুয়ে বিনাহি বিচার ॥ সুবল লেচ ছুহু গোরস দান। রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান ॥ যাঁহা২ বৈঠত মনমথ রাজ। গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ ॥৮॥

শ্রীরাগ। রহ২ বলি তনু যাও। ডাকিলে না শুন কানে এত অহঙ্কার কেনে গরবে ফিরিয়া নাহি চাও ॥ ধ্রু ॥ গোলোকের নাথ জানি আমারে না চিন তুমি কতনা বিনয় করি বলি। ব্রহ্মা আদি যত দেবে আমার চরণ সেবে তুমি মোরে না চাও মুখ তুলি ॥ শুনিয়া কানুর বাণী হৃদয়ে হরিব ধনী কপটে

কঠিন কহে কথা। গোলোক ছাড়িয়া কেনে গোধন চরাও বনে কি সুখে গোলোকপতি হেলা ॥ তোমার কারণে ধনী পথে আমি নন্দরাণী গোচারণ ছলে থাকি বনে। নিশি দিশি তোমা বিনে আন না লয় মনে কাল আমি তোমার কারণে ॥ এ তুমি বচন বল কখন না দেখি ভাল যদি গোঠে [illegible] লাগে। পরদারে নাহি ডর ডুবাবে নন্দের ঘর গোকুল মজিব এই পাপে॥ ক্ষীরসর ছেনা ননী ঘৃত দুগ্ধ [illegible] সকলে, দান [illegible] রাখে। পাইয়া কংসের পান [illegible] কান দেহ দান কি কাজ [illegible] ॥ মরিয়া [illegible] [illegible] গতি [illegible] [illegible] কেনে [illegible] [illegible] ॥ [illegible] দানে কর [illegible] বচন করিয়া [illegible]। হাসিয়া [illegible] বল [illegible] [illegible] গোলোকপতি [illegible] ॥ ৯ ॥

[illegible] গৌরী। রাধামাধব [illegible]। কেলী কলারস [illegible] ॥ দূরে গেল [illegible] [illegible] বড়াই। [illegible] নীপ মূলে [illegible] রাই ॥ [illegible] [illegible] বয়ান। [illegible] মধুপ যেন [illegible] ॥ [illegible] অধর মধু [illegible] [illegible]। নিজ অঙ্গ দিল রাই ঘন [illegible] দান ॥ মিলন দোহে জনে পূরল আশ। আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস ॥ ১০ ॥

নৌকা বিহার।

শ্রীরাগ। বেলি উহর হইল বিকি গেল বইয়া। ঝাট করি নৌকা আন সুনাগর নাইয়া ॥ এবার বাহিয়া চাপাও তবে সে কূল পাই। পার হইলে দিব কড়ি তোমার দোহাই ॥ ভাঙ্গা নৌকা খানি তোমার বেতের বান্ধন। ইহাতেই চাহ দান অঙ্কের যৌবন ॥ আগা চাপি পসার থোহ গুড়া চাপি

বৈস। একে২ করিব পার যত সখী আইস॥ দেখিয়া যমুনার ঢেউ কান্দে গোপনারী। পার হইলে দিব দান লক্ষের কাঁচলি॥ ১॥

জয় জয়ন্তী। প্রথম যৌবনের ভার তাহে লহ পসার এত ভার সহে কার নায়। তোমার রূপ দেখিয়া আকুল হইল হিয়া সাগর উথলে বিনে বায়॥ গোয়ালিনী হিত বলি জলে পেল কাঁচলি মাথার ঘুংঘুট পেল বেশ। আগা চাপি ভরা ভর গুড়া চাপি পানী মার আমা করি কত লাজ বাস। যদি নদী কূলে বল নৌকা যাবে রসাতল কি করিব ও না ঢেউ সরে। তোর হৃদয়ের মাঝে দুটি পয়োধর আছে সেই ভরা করিব সাগরে॥ গঙ্গারে মান ধবল ছাগল সূর্য্যেরে মান চিত। আমারে মানহ মুরতী আলিঙ্গন তবে সে চাপাইয়া দিব ভিত॥ ২॥

ধানশী। এনব নাবিক শ্যামর চন্দ। কৈছন তোহারি হৃদয় নিরবন্ধ॥ ধ্রু॥ তুয়া বোলে গোরস যমুনায় ডার। ফারণ কাঁচলি তোরিণু হার॥ কর অনসব নাই সিচইতে নীর। এতিক্ষণে তবহু না পাইনু তীর॥ ছাড় নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল। কেহু জীউ তেজই কেহু হরি বোল॥ এতদিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ। চাড় ইহ নায় দূরে গেয়ো লাজ॥ উত্তরিলে পার যো তহুঁ লাগ। সখী সঞে খোজি ধরব তুয়া আগ॥ গোবিন্দ দাসে কহে সময় কুকাজ। নাবিক রতন নাবক মাঝ॥ ৩॥

ভাটিয়ারী। শুনলো বড়াই বুড়ী তুমি সে নাটের গুড়ি আনিয়া করিলি পরমাদ। মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হইল দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥ তুকূলে বহিছে বা কাঁপিছে রাধার গা নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী। তরণী নবীন নয় ভার দিতে করি ভয় ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥ হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই অনুগত কত পার করি।

দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার করি শত২ যুবতী যৌবন কত ভারি॥ শুন বিনোদিনী রাই নয়ন ইঙ্গিতে চাই কেন মন করিহ্ন চুরি। হাসি হাসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা তরণীর পরে আঁচলে ধরিতে চান হরি॥ সখীগণ দেখি রঙ্গ আনন্দে দেই ভঙ্গ রাই কানু রহে এক পাশে। কাম কলহ বাদ পুরল মনের সাধ ভরলিত দেখি বংশীদাসে॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে গৃহে আগমন।

শ্রীরাগ। রোহিণী গো কানুরে আনিয়া দেহ মোরে। জাগিতে বিলম্ব কেন খাড়ি হইল এতক্ষণ কি জানি কেমন প্রাণ করে। ধ্রু॥ অরুণ উদয় কালে বাছুরি লইয়া চলে নবনী মাগিল মোর আগে। মুই বড় অভাগিনী উহরে নাদিম কেনি না জানি কোথারে গেল রাগে॥ কালি যাদু পরে আইল ঘর মাঝে ঘুমাইল মুই অন্ন না দিনু চিয়াইয়া। সেই অনুরাগে মোর যাদব না আইল ঘর আজু নিশি পোহাবে জাগিয়া। কেমনে পোহাল রাতি বিধি হইল কুমতি বাম হইল শ্রীভগবান। বাছুরে চাহিয়া দুখে উছটি লাগিল পথে কানু বিনু নাহি পরাণ॥ শিবরাম দাসের বাণী শুন গো যশোদা রাণী কানু আইসে গোধন লইয়া। ছাড়িয়া সকল দুঃখ দেখসিয়া চাঁদমুখ মনসুখে নয়ান ভরিয়া॥ ১॥

গৌরী। গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে। যৈছন কনক নেহারই দিনকর তৈছন ব্রজ বধু সঙ্গে॥ বেলি অবসান হেরি যদু নন্দন ধেনু ফিরায় বেণু পুরে। গহন গুহা গিরি সব ধেনু এক করি মিলায়ত যমুনাক তীরে॥ ক্ষণে২ নাচত ক্ষণে২ গায়ত ক্ষণে২ পাঁচনি ফিরায়। ধবলী শ্যামলী বলি ঘন ঘন ফুকরই ক্ষণে২ মুরলী বাজায়॥ মলয়জ কুঙ্কুম গন্ধ চতুঃসম হেম কলস ভরু পাশে। ধূপ দীপ জালি গোপী মঙ্গল গায়ত শ্যাম

দরশন আশে॥ বরিহা লম্বিত মোহন চূড়া তাহে কত ধাতু প্রকাশে। মোহন রূপ নেহারই অনুক্ষণ বলিহারি গোকুল দাসে॥ ২॥

আরতি।

গৌরী। সাঁঝ সময় গৃহে আওত ব্রজসুত যশোমতী আনন্দ চিত। দীপহি জ্বালি থালি পর ধরলহি আরতি করত গাবত কত গীত॥ বালকত ওমুখ চন্দ। ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেঢ়ল হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্ধ॥ ধ্রু॥ ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজত শংখ শবদ ঘন জয় জয় কার। বরখত কুসুম দেবগণ হরষিত আনন্দ ভুবন নগর বাজার॥ শ্যামর অঙ্গ মনোহর মুরছিত দুলি বনমাল আজানু বিরাজ। গোবিন্দ দাস কহে ও রূপ হেরইতে সংশয় যৌবন লাজ॥ ১॥

কল্যাণ॥ গোপীগণ ললিতা করত আরতি গুগ্গুলু অগুরু ধূপ পরিমল সুললিত কর্পূরকে বাতি॥ ধ্রু॥ শ্যামগৌর দুহুঁ রূপ নয়ন ভরি অধরে সুরঞ্জন হাস। নিরখিতে গোপ গোপী তনু পুলকিত জয় জয় ধ্বনি পরকাশ॥ কর কমলে পরি ভরই দীপাবলি ভুবন সৌরভ শোভা। কৃষ্ণদাস চিত তাহি অবিরত নিরখি না পায়ই শোভা॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

কল্যাণ॥ দেখ সখী মোহন মধুর সুবেশং। চন্দ্রক চারু মুকুতাফল মণ্ডিত অলি কুসুমাইত কেশং॥ ধ্রু॥ তরুণ অরুণ করুণাময় লোচন মনসিজ তাপ বিনাশং। অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল মধুর২ মৃদু হাসং॥ অভিনব জলধর কলিত কলেবর দামিনী বসন বিকাশং॥ কিয়ে জড় অজড় সকল পুলকাইত কুঞ্জ ভবন কৃতবাসং। যোপদ পঙ্কজ ভর

নারদ অঙ্গ ভাব স্বভাব বিশেষং। ব্রজ বনিতা গণ মোহন কারণ বিরচিত বিবিধ বিলাসং ॥ পঞ্চমরাগং তান তরঙ্গীত গানের মিলিত তব বংশং। অভিনব কমল জিতল পঙ্কজ বীর রাজ মনহংসং ॥ ১ ॥

বরাড়ী। মনোহর কেশ বেশ মনোহর মালতির মাল। মনোহর মণি কুণ্ডল ঝলমল মনোহর তিলক রসাল। দেখ সখী যাওয়ে মোহন রায়। মনোহর অধরে মনোহর মুরলী মনোহর তান বোলায় ॥ মনোহর সবহিঁ অঙ্গ মনোহর মনোহর চন্দন সাজ। মনোহর কটিতটে মনোহর পীত পট মনোহর বসন বাজ ॥ মনোহর চরণ মনোহর বেণনি মনোহর নূপুর পায়। মনোহর প্রভুকে সবহুঁ মনোহর কহে কবি শেখর রায় ॥ ২ ॥

কেদারা। বিকচ সরোজ ভানু মুখ মণ্ডল দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর। কিয়ে মধুরিম মৃদু হাস উগারই পিয়াসল জনের আঁখি পড়ল বিভোর ॥ বরণি না হোয় রূপ বরণ চিকণিয়া। কিয়ে নব মেঘ পুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল কিয়ে অঞ্জন পুঞ্জ কিয়ে নীলমণিয়া ॥ ধ্রু। অঙ্গদ বলয় হার মণি কুণ্ডল চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী কলনা। অতরুণ বরণ কিরণ কিয়ে সঘন কালিন্দী জলে যৈছে চাঁদকি চলনা ॥ চাঁচর কেশ বেশের কুন্তলাবলী মদশিখী পুচ্ছক চাঁদে। অনন্ত দাস কহে যুবতীক লোচন চূড়া ঠেরইতে পড়লহু ফাঁদে ॥ ৩ ॥

সিন্ধুড়া ॥ সজনী মনে মোর লাগল নন্দ কিশোর। অঙ্গি নিখ লাখ নয়ন যব যুগ শত হেরই নাগাইঁ ওর ॥ ধ্রু ॥ ইন্দ্র নীলমণি মুকুর কান্তি জিনি জগজন মোহন বয়না। শরদ ইন্দু অমল মুখ পঙ্কজ পুলক জনু দুহু নয়না ॥ বন্ধুকে বন্ধু অধরে অতি মোহন বিলসই রসময় বংশে। ভঙ্গিম লীল

অতি মন্থর অবতংস বিরাজিত অংশে ॥ ভালে চন্দন চাঁদ রমণী মোহন ফাঁদ তছু পরি মুকুতার ঝারা। অনন্ত কহিছে, যৈন চাঁদের উপরে যেন সঘনে বরিখে জল ধারা ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগ ॥ অভিনব নীল জলদ তনু ঢরং পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনীরে। কাঞ্চন বসন রতন ময় অভরণ নূপুর রুণুঝুনু বাজনীরে ॥ জয়২ জগজন লোচন ফাঁদ। রাধা রমণ বৃন্দাবন চাঁদ ॥ ধ্রু ॥ ইন্দী বর যুগ ভূভগ বিলোচন চঞ্চল অঞ্জন কুসুম শরে। অবিচল কুল রমণী গণ মানস জরং অন্তর প্রেম ভরে ॥ বনি বনমালা আজানু লম্বিত পরিমলে অলিকুল মাতি রহু। বিম্বাধর পর মোহন মুরলী গাবত গোবিন্দ দাস পহু ॥ ৫ ॥

বেলোয়াল ॥ কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ। কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখী চন্দ্রক অলকা তিলক ললিতানন চাঁদ ॥ আয়তরে নবনাগর কান। ভাবিনী ভাব বিভাবিত অন্তর দিন রজনী নাহি জানত আন। ধ্রু ॥ মধুরাধর পর অতিহাস মনোহর তহি সুমধুর মুরলী বাজে। ভাঙুরি ভঙ্গিম কুটিল নেহারই কুল বতী দূরেরহুলাজে ॥ গজপাতি ভাতি গমন অতি মন্থর মাধ মঞ্জির রণ ঝন ঝনিয়া। হেরইতে কতহি মনোরথ মুরছই গোবিন্দ দাস কহে ধনি ধনিয়া ॥ ৬ ॥

বেলোয়াল ॥ অনঙ্গ গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা। তরুণারুণ থল কমলা রুণ মঞ্জীর রঞ্জিত চরণা ॥ দেখ সখী নাগর রাজ বিরাজে। শুধই সুধারস হাস বিকশিত হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥ ধ্রু ॥ ইন্দী বর বর গরব বিমোচন লোচন মনোরথ মনোমথ ফাঁদে। ভাঙ ভুজঙ্গ পাশে বাধল কুলবতী কুল দেবতি মন কাদে ॥ ভ্রমর

করম্বিত আজানু লম্বিত কেলী কদম্বক মাল। গোবিন্দ দাস চিতে নিতি২ বিহরতি নাগর তরুণ তমাল ॥ ৭ ॥

সারঙ্গ ॥ মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল মুখরিত মুরলী সুতান। শুনি পশুপাখী শিখীকুল পুলকিত কালিন্দী বহয়ে উজান ॥ কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ। কামিনী নয়নহি মূরতি ময় মনসিজ জগজন নয়ন আনন্দ ॥ ধ্রু ॥ তনু অনু লেপন ঘন সারে চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক। অলিকুল চুম্বিত অলকাবলী অবলম্বিত মণি কুণ্ডল বিটঙ্ক ॥ অতি কোমল চরণ তল পঙ্কজ জিতল শরদের বিন্দ। রায় বসন্ত মধুপ আনন্দিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ৮ ॥

মায়ুর ॥ কুবলয় কন্দর কুন্তল কলেবর কাঁদিল কান্তিক লোল। কোমল কোকিলকণ্ঠ কলরোদিত কুণ্ডল কান্তি কপোল ॥ রাধা রমণ রমণীগণ মোহন বৃন্দাবন বনদেব। অভিনব রাজ রসিক নব নাগর নাগরী গণ কুলদেব ॥ ব্রজপতি হৃদয় আনন্দ নন্দন নব ঘন বরণ শ্যাম। নন্দীশ্বর পুর পালিক [illegible] গুণধাম ॥ ধ্রু ॥ গোবর্দ্ধনধর ধরণী সুধাকর মুখরিত বেণু বিষাণ। শ্রীদাম সুদাম সুবল সুখ সুন্দর চঞ্চল চারু তরঙ্গ। কালীয় দমন গমন জিত কুঞ্জর কুঞ্জ রচিত রতি রঙ্গ। গোবিন্দ দাস হৃদয় মণি মন্দির অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ ॥ ৯ ॥

মল্লার ॥ কুটিল কুন্তল কুসুম কাহ্নি কান্তি কুবলয় আনরে। কুঞ্চিতাধর কুমদ কৌমুদী কুন্দ কোরক হাসরে ॥ কালিন্দী কূল কদম্ব কাননে কুঞ্জে কুঞ্জরাজরে। কামিনী কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত কাম কোটি বিরাজরে ॥ কনক কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ কুণ্ডলাক্রান্ত অংশরে। কেকী কোকিল কণ্ঠ কণ্ঠক কাকলি কূজ বংশরে ॥ কেশরী কটী কম্বু কন্দর কুঞ্জ কেশর দামরে। কলি কাল কালীয় কবল কম্পিত দাস গোবিন্দ গানরে ॥ ১০ ॥

গৌরী। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং। ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললীতং। বন্দো গিরিধারী পদ কমলং। কমলা কর কমলাঙ্কিত সমলং॥ ধ্রু॥ মঞ্জুল মাল নূপুর রমণীয়ং। অচপল কুল কমনী...॥ অতি লোহিত মতি রোহিত ভাসং। মধু মধুপিকৃত গোবিন্দ দাসং॥ ১১॥

সুহই। অভিনব জলধর অঙ্গ। হেলন কল্পতরু ললীতত্রিভঙ্গ॥ধ্রু॥ চূড়ার উপর মণ্ডল ময়ূর শিখণ্ড। চঞ্চল কুণ্ডল চল চল গণ্ড॥ মদন মুরছি তনু তাণ্ডবিভঙ্গ। বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥ তরুণ অরুণ জিনি চরণার বৃন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥ ১২॥

সুহই। কি কহবরে সখি কানুক রূপ। কোপ তিয়া মরব্রূপনা স্বরূপ। ধ্রু॥ অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসন পরে সৌদামিনী গেহ। শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কাজরে সাজল মদন সন্দেশ॥ জাতকী কেতকী কুসুম নিবাস। তাকে কি সৌরভ উপজল হাস॥ বিদ্যাপতি কহে কি বলিব আর। শূন্য করিল বিধি মদন ভাণ্ডার॥ ১৩॥

পট মঞ্জরী। কি পেখিনু মধুর মূরতি পিরীতি রসের সার। হেন লয় মনে এতিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর॥ ধ্রু॥ নব জলধর রসে চরচর বরণ চিকণ কালা। অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন মণি মুকুতার মালা॥ বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি কপালে চন্দন চাঁদ। জিনি বিধুবর বদন সুন্দর ভুবন মোহন ফাঁদ॥ যোড়া ভুরু জনু কামের কামান কেবা করিল নির্মাণ। অরুণ নয়ানে তেরছ চাহনি বিষম কুসুম বাণ॥ সুরঙ্গ অধরে মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটি কয়। দ্বিজ ভীমের পহু ও নবনাগর পরাণ কাড়িয়া লয়॥ ১৪॥

ধানশী। এহেন রূপ কভু নাহি দেখি। যে অঙ্গে নয়ান থুই সই অঙ্গ হইতে মুই ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি। আগে

নানা অভরণ কালিন্দী তরঙ্গ যেন চাঁদ ঝলিছে হেন বাসী। মিশামিশি হইল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে প্রতি অঙ্গে কোটি কত শশী॥ জিনি মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা অলপ উড়িছে মন্দ বায়। কিবা সে মোহন চূড়া দোনুতি মুকুতা বেড়া মন্দ ময়ূর পুচ্ছ তায়॥ গলায় কদম্ব মালা জিনিয়া মদন কলা। অধরে মধুর মৃদুহাস। তাহাতে মুরলী অবলা পরাণে বুঝি বলিহারি যাও বংশীদাস॥ ১৫॥

শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর রূপ॥

নবোঢা বয়ঃ ত্রিরোত ধানশী। শৈশব যৌবন দরশন ভেল। দুহুঁ দলে বলে ধনী দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥ কবহুঁ বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উঘারে। কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথারে॥ থির নয়ন অথির কছু ভেল। উরজ উদিত থল লালিম দেল॥ চঞ্চল চরণ চঞ্চল ভান। জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥ বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। বালিকা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ॥ ১

• তথা রাগ। দিনে২ উন্নত পয়োধর পীন। বাঢল নিতম্ব মাঝা ভেল ক্ষীণ॥ শশী মুখী ছাড়ল শৈশব দেহা। খত দেই তেজল ত্রিবলি তিনরেহা॥ অবগাহি মদন বাঢায়লি দিঠ। শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥ একেনব যৌবন বঙ্কিম দিঠ উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ॥ দিনে২ অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ দলপতি পরাভব শৈলক ভঙ্গ॥ ২॥

গৌরী। চন্দ্র বদনী ধনী প্রেম তরঙ্গা। নয়ন নলিনী যুগ ভাঙ বিভঙ্গা॥ ধ্রু॥ নাসা খগপতি অধর বিম্ব জ্যোতি মোতি দরে কুচ সিবশিব গঙ্গা॥ কেশরী জিনি কটিনাভি সরোবর কিঙ্কিণী ঝলকই মুগধ অনঙ্গা॥ প্রতাপ নারায়ণ হংস কুল গামিনী ভামিনী বিলসিত মোহন সঙ্গা॥ ৩॥

গৌরী। সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি ব্রজ রমণী। গণ মুকুট মণি॥ ধ্রু॥ কুঞ্জর গামিনী মোতিম দামিনী শ্যাম নেহারিণী চমকিনীরে। অভরণ ভারিণী নব অনুরাগিণী রস আবেশিনী তরঙ্গিণীরে॥ অঙ্গ তরঙ্গিণী অধর সুরঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণীরে। কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী রস আবেশিনী ভঙ্গিনীরে॥ নব অনুরাগিনী নিখিল সোহাগিণী পঞ্চম রাগিণীরে। রাস বিহারিণী হাস বিকাশিনী গোবিন্দ দাস চিতে সোহাগিনীরে॥ ৪॥

দক্ষিণা ভাটিয়ারী। মুরতী শিঙ্গারিণী রাস বিহারিণী মণিময় ভূষণ ভূষিত অঙ্গী। মধুরিম হাসিনী রসময় ভাষিণী দশন কিরণ মণি মোতিম রঙ্গী॥ জয় জয় জয় বৃকভানু কিশোরী। গোরোচন রুচি চোরণ গোরী॥ ধ্রু॥ চমকিত খঞ্জন গতি জিতি লোচন মনমথ মনমত ভাতি। নাচত রঙ্গিনী ভাঙ ভুজঙ্গিনী নাগরীয় দমন মোদন মদে মাতি॥ শ্যাম মনোহর মনমথ কুঞ্জর কুচ কনকাচলে বিহরত দেখি। নীল নিচোল জালে ঝাঁপি রাখল গোবিন্দ দাস সুগতি না উপেখি॥ ৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব রাগ।

বালা ধানশী। কালী দমন দিন মাহ। কালিন্দী কূল কদম্ব কি ছাহ॥ কতশত বৃজবধূ বালা। পেখনু জনু থির বিজরীক মালা॥ তোহে কহুঁ সুবল সাঙ্গাতি। তব ধরি হামু নাজানে দিন রাতি॥ ধ্রু॥ তাঁহি ধনি মণি দুই চারি। তাহে মন মোহিনী একনারী॥ সোবহু মঝুমনে পৈঠি। মনসিজ ধূমে ঘুমে নাহি দিঠি॥ অনুক্ষণ তিনিক সমাধি। কোজানে বিরহ বেয়াধি। দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা। গোবিন্দ দাসে কহে ঐছে নব লেহা॥ ১॥

শ্রীগান্ধার। নিরমল বদন কমল বর মাধুরী হেরইতে ভুলগেনু মোর। অপাঙ্গিতে রঙ্গিনী ভাও, ভুজঙ্গিনী মরমহি দংশল মোর॥ শুন সজনী যবধরি পেখনু রাই। মদন মোহন মন নিমগন মঝু মন আকুল কূল নাপাই॥ ধ্রু॥ বঙ্কিম হাসি বিলোচন অঞ্চলে মঝুপরি যোদিঠি দেল। কিয়ে অনুরাগিনী কিয়ে বিরাগিনী বুঝাইতে সংশয় ভেল॥ নরসক বেদন মঝু মঝু জানয়ে মদয় মদন তহিঁ ঠাই। গোবিন্দ দাস পহুঁ নিতি নব নূতন নাগর রসবতী রাই॥ ২॥

মায়ুর। আজু মুই পেখনু রাই। দরশনে নয়নে কাজর শার চঞ্চল বিরস না ভেল মুখ চাই॥ ধ্রু॥ গৌর বরণ তনু নীল পট উড়ল কুচ যুগ কনয় কঠোর। উরঃ পর কুচক কাঁর বিরাজিত মুখ জন চিৎ চকোরে। বিপুল নিতম্ব জঘন অতি সুন্দর কেশরী জিনি কটি দেশ। কমল চরণ যুগ যাবক রঞ্জিত জগ জন মোহন বেশ॥ পীঠ উপরে বেণী বিরাজিত জনু ফণি চল তাঁহি মণি ধরি পাশে। বিদগধ নাগরী মঝু মন রাকুল মুরছল গোবিন্দ দাসে॥ ৩॥

ধানশ্রী। যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই। দেখিয়া বিদগধ হিয়া স্বাস্থ্য নাপাই॥ কিবা ক্ষণে আন সখী দেখিনু তাহারে। সে রূপ লাবণি নয়ন উপরে॥ ধ্রু॥ মেলিয়া দীঘল কেশ পেলিয়া নিতম্বে। চলে বালা চলে ধনী রস অবলম্বে। তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥ তাঁহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দুহ। মুকুতা ভূষিত জনু পূর্ণিমার ইন্দু॥ ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরেঃ। হেমগিরি মাঝে জনু নব জলধরে॥ উরঃ আধ পর দোলে মুকুতার হারে। সুমেরু শিখরে জনু সুরধুনী ধারে॥ মঝুমন রহত কি করত মিনান। গোবিন্দ দাস কহত পরমান॥ ৪॥

ধনাশ্রী। সরস সিনান সমাপয়ি সুন্দরী মন্দিরে চলু সাখি সাথ। নিরজন জানি কান তঁহি উপনীত সহচর সুবল সাঙ্গাত॥ দেখিবি মোহন গোকুল চন্দ। রাধা রসবতী রসিক শিরোমণি নবপরিচয় অনুবন্ধ॥ ধ্রু॥ সহচরী পাশে হাসি পুছত স্বরূপে কহবি বর রামা। রমণী সমাজে গজবর গামিনী এধনী কে অনুপমা॥ সরস সম্বাদ সম্বোধই সহচরী কনক দাম রুচি গোরী। মাঝহি মাঝ বিরাজই ওধনী বৃকভানু কিশোরী॥ শুনইতে নাম প্রেমে পরি পুরল মাধব আনন্দ সিনান। জ্ঞানদাস কহে আর কি বিছুরয়ে নিশি দিশি ধরল ধেয়ান॥ ৫॥

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

গান্ধার। ঢল ঢল সজল জলদ তনু মোহন মোহন আভরণ সাজ। অরুণ নয়ন গতি বিজুরী চমক জিতি দগধল কুলবতী লাজ॥ শুন সজনী যাইতে ভেটনু কান। তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম শর নয়ানে না হেরই আন॥ ধ্রু॥ মন্দ মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ। নাজানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করে দংশ॥ অতএ সে মঝু মন জ্বলত অনুক্ষণ দোলত চপল পরাণ। গোবিন্দ দাস পিছুই আশ আশল নিয়ড়ে নামিলল কান॥ ১॥

গান্ধার। মরকত দরপন বরণ উজোর। হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর॥ না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান। অতএ হানল কুসুম শরবাণ॥ এসখী কাহে ভেটনু নন্দ নন্দা। মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা॥ ধ্রু॥ তব ধরি দক্ষিণ পবন ভেল বাম। সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥ সহজেই সেজি কমল দল পাঁতি। কুলবতী যুবতীলেডু নিজ সাথি॥ তাঁরি রহল মন লাগি। ধৈরজ লাজ দুহুঁ গেল ভাগি॥ কিকস একস

বিকল পরাণ। গোবিন্দ দাস কহে মিলব কান ॥ ২ ॥

ধনাশ্রী। ও কে নাগর তরুমূলে। এতদিন নাহি জানি লোক মুখে নাহি শুনি হেনজন আছয়ে গোকুলে॥ ধ্রু। যার মুরলির আলাপনে পবন রহিয়া শুনে যমুনায় ধরল উজান চলে রবির রথ বাজি নাদেখয়ে পথ দরবয়ে দারুণ পাষাণ॥ মৃগ মদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন পরিমলে ভুলাওল দেশ। রমণী রমণ মন্থর গমন মনোহর মোহনিয়া বেশ॥ ময়ূর কণ্ঠ জিনি রসাল অঙ্গখানি নিরমিল সাত্ত্বিক পাখে। সেবিয়া গৌরীপতি সে কেমন পুণ্যবতী সেরূপ লাবণ্য দেখে॥ নন্দ কুলে নন্দন অনন্ত জীবন ধন নাম যার সুন্দর কানাই। তাহার দিঠির ঠারে যুবতী তাহার ডরে ঘরের বাহির হইতে নাই॥৩

সিন্ধুড়া। দেখ সখী শ্যাম সুনাগর রায়। নয়নে লাগিল রূপ আর নাহি ভায়॥ ধ্রু॥ মরকত স্তম্ভ জিনি সুবলিত অঙ্গ অলসে মধুর হাসি নয়ান তরঙ্গ॥ কটিতে পিন্ধন ধড়া কিঙ্কিণী কাছনী। যাচিয়া যৌবন দিব আপনা নিছনি॥ মধুর অধরজ কতি পূরে মন্দ বেণু। চরণেতে নূপুর বাজে রুণু ঝুনু॥ নয়ানের কোণে কহে মনের আকুতি। অনন্ত জানেন তুহুঁ দুঁহার পিরীতি॥ ৪ ॥

ধনাশ্রী। শুন সজনী বড় রঙ্গের কথা। আজি সে সকাল বেলে মুঞি গেলু যমুনা জলে কালিয়া গো যাইয়া ছিল তথা॥ ধ্রু জানয়ে কতেক কলা লইয়া চন্দন মালা দাঁড়াইয়া ছিল পথ পাশে। আমার গমন দেখি উলসিত দুটি আঁখি রসের হিল্লোলে কত ভাষে॥ নিকটে আসিয়া বলে পরহ চন্দন মালে কোথাও না শুনি হেন বোল। নাজানি পিরীতি করি ঘরে আস্তে ব্যস্তে মরি যমুনার ঘাটে মাগে কোল॥ অতি মতি দুরাশয় কাহারে না করে ভয় কদম্ব কাননে বসে একা।

যদুনাথ দাসে বলে আর না যাইও জলে নূতন যৌবনে দিবে দাগা ॥ ৫ ॥

ভাটিয়ারী। রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ ঘরে যাইতে পথ আমার হইল অফুরাণ। অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ ॥ আগে মুঞি জানিনা জানিলে যাইতুন। কদম্বের তলে। চিত হরিয়া নিল ছলিয়া নাগর ছলে ॥ ধ্রু ॥ চন্দনের চাঁদ মাঝে মৃগমদ ধান্দা। তার মাঝে পরাণ পুতলী রৈল বাঁধা ॥ কটিতটে বসন কসন লাল বেঢ়া। বিধি নিরমিল ঘাটে কলঙ্কের কোড়। জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল। ভুবন ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল ॥ কুলবতী হইয়া মোর দুকুলে ভেল দুখে। জ্ঞান দাস কহে দঢ় করিয়া থাক বুক ॥ ৬ ॥

সিন্ধুড়া। রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহার কথা ॥ সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে নাচলে নয়ান তারা। বিরতি অন্তরে রাঙ্গা বাস পরে যেমত যোগিনী পারা ॥ আলুইয়া বেণী কুলের গাঁথনি দেখয়ে খসিয়া চুলি। হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি। এক দিঠি করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। চণ্ডিদাস কয় নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ ৭ ॥

ধনাশ্রী। পহিলে শুনিনু অপরূপ ধ্বনি কদম্ব কানন হইতে তার পর দিন ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে ॥ আর এক দিন প্রাণ সখী কহিলে যাহার নাম। গুণিগণ গানে শুনিনু শ্রবণে তাহার এগুণ গ্রাম ॥ সহজে অবলা তাহে কুলবালা গুরুজন জ্বালা ঘরে। সেহেন নাগরে আরতি বাঢ়ায়ে কেমন পরাণ ধরে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইনু পরাণ রহিবার নয়। করহ উপায় কৈছে মিলয় দাস উদ্ধবে কয় ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আগু দূতি।

শ্রীগান্ধার। কাঞ্চন জ্যোতিঃ কুসুম ময় গোরী। নিরমিল মুরারি যতন করি তোরি॥ তুয়া অনুভবে আলিঙ্গই তাই। সোতনু তাপে ভসম হই যাই॥ শুন শুন শুন বৃকভানু কিশোরী। তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি॥ ধ্রু॥ শ্যামর নীল উৎপল অঙ্গ। মোরে না হেরই নয়ান তরঙ্গ॥ বিগলিত মুখর লী মুরলী বহু দূর। অনুক্ষণ মদন দহন ভরি পূর॥ বিছুরণ পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি। সহচরী হেরি মরত জীউ ফাটি॥ সোই রহই বর তুয়া রস আশে। তাহারি চরণে রহে গোবিন্দ দাসে॥ ১॥

ধানশী। প্রেম ময়ী আগো রাই তোমারে মিলিল গুণনিধি জনমেহ কত তপ করিলে সেকল সফল কৈল বিধি॥ ধ্রু॥ করে কর ধরি যতেক বলিল হরি সে সব কহিব কত। তো বিনে কান আন নাহি জানে রাধার জপে অবিরত॥ বৃন্দ কেতুর বৃন্দাবনে আগুসর নাগর রহল তুয়া আশে। যদুনাথ দাসে কয় যদি বা আজ্ঞা হয় কানুরে আনিয়ে তুয়া পাশে॥২

ভাটিয়ারী। সুন্দরী তোহে লাগি আকুল কানাই। মাধবি কুসুম কুঞ্জে ঘন আন্ধিয়ার পুঞ্জে বৈঠল বেশ বনাই॥ ধ্রু॥ কুসুম শয়ন করি আবেশে অবশ হরি তুয়া রূপ সোঙরে। তুয়া রূপ হেরি২ চৌদিগে ফিরি২ নাম ধরি মুরলী পুরে॥ এখনা মধুর নিশি উজর পূর্ণিমা শশী চৌদিগে পিক কুল নাদ। মলয় পবন বায় সেহেন নাগর তায় যৌবন করল পরমাদ॥ বেশ বনাহ কত নাকর বিলম্ব এত মুরলী না শুন ঐ কানে। তরুলতা আদি যত অনুরাগে পুলকিত কৃষ্ণদাস রস গানে॥ ৩।

শ্রীরাধার আপ্ত দূতী।

শ্রীরাগ। লোচন শ্যামর বচনহু শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর শ্যামর সখী করু কোর। শুন শ্যামইথে জনি বোলবি আন। অচপল কুলবতী মতি উমাতা আলি কিএ তুহু মোহন জান॥ ধ্রু॥ মরমহি শ্যামর পরিজন শ্যামর ঝামর মুখ অরবিন্দ। ঝল মল নোরে লোলত কাজর বিগলিত লোচন বৃন্দ। মনমথ সাগর রজনী উজাগর ভূহ নাগর পুন ভোর। গোবিন্দদাস কতহি আশ আশব মিলব সুনন্দকিশোর॥ ১॥

ধনাশ্রী। রঙ্গিনী সঙ্গে তুহু মণি মন্দিরে দশদিশ হেরইতে রামা। কোজানে কিক্ষণে তোহে দিঠি লাগল মূরছি পড়ল সেই ঠামা॥ মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধান। কুল গিরিরাজ লাজ ঘন কণ্টক ভেদি মরম পরে হান। ধ্রু॥ বিরহ বিষানলে জ্বলত কলেবর ঘন লুটই মহী পঙ্ক। তুহু পুরুখ মণি তাহে চট যজনি তিরিবিধ বিপুল কলঙ্ক॥ সব সখী মেলি কতহু আশা আশব বেদন কোই নাজান। গোবিন্দ দাস ভণ তোহারি দরশ পুনঃ নহে কৈছে রহত পরাণ॥ ২॥

কেদার। শুন২ নিরদয় হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই। বিরহে জর২ কনক মাজরি রহল রূপক ছাই॥ আওয়ে মধু ঋতু মধুর যামিনী কামিনী চিতক চোর। কুসুম সারক জীবন গ্রাহক তুহু সে রতিরসে ভোর॥ সে অঙ্গ ছুট ফটি কৈছে মিটব তপত সহচরী অঙ্গ। নয়ন নোরে ঝর২ লোচন নোরে মহী করু পঙ্ক॥ এতহি বিরহে আপই মূরছই শুনহ নাগর কান। প্রতাপ আদিত এরসে ভাসিত দাস গোবিন্দ গান॥৩

ধানশী। হরি২ মাধব কি কহব তোই। তুয়া গুণে মুগধ লুবধ ভেল রাই॥ ধ্রু॥ মলিন চিকুর ভেল চীরে। করতলে য়ন নয়ন ভেল নীরে॥ উরঃপর দোলত চাঁচর বেণী। কনয়

কটোর মাঝে কাল সাপিনী।। কোই সখী হেরই কোই নি-শাসা। নলিনী দলে কোই করয়ে বাতাস।। কোই সখী বোলত আওত হরি। শুনিয়া চেতন হোয়ে নাম তোঁহারি।। বিদ্যাপতি রসগায়। বিরহিণী বিরহ সমুঝায়।। ৪।।

শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং দূতী।

গৌরী নট। কাননে কুসুম তোড়নী কাহে গোরী। কুসুমিত রসতনু নিরমিত তোরি।। ধ্রু।। আনন হেম কমল পরকাশ। সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ।। অপরূপ তিলফুল সুললিত নাস। সৌরভে জিতল অমর তরু বাস।। নয়ান যুগল নীল উৎপল জোর। সহজে গোঁয়ায়ল শ্রবণক ওর।। বান্ধুলী অধরে মিলিত যেও হাস। অঙ্কুলিত কুন্দ কুসুম পরকাশ।। সব তনু ফুটিত চম্পক গোর। পানিক তল থল কমল উজোর।। গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমান। পূজহ পশুপতি নিজ তনু জান।। ১।।

গান্ধার। মদন কিরাত কুসুম শর দারুণ বৃন্দাবন বনমাঝ। তঁহি আকুল হরি তোহারি স্মরণ করি পরিহরি পৌরুষ লাজ।। এধনী তুয়া দিঠি অথির সন্ধান। মনমথ মাতঙ্গ জোরি নয়ান শর হানল হামারি পরাণ।। ধ্রু।। তুয়া শরে জর জীবন অন্তর কিয়ে করব নাহি জান। নিজ যশ চাহি রাই অব দেয়বি অধর সুধারস পান।। মণিময় হার তরঙ্গিনী তীরহি কুচ কনকাচল ছায়। ঐছে তপত জন গুপতে রাখবি গোবিন্দ দাস গুণ গায়।। ২।।

শ্রীরাধা ঠাকুরাণির স্বয়ং দূতী।

ধানশী। মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব গায়ত কতহ রাগ কলাবতী হোই মন্দির ছোড়ি আয়নু সহই না পরি বিরাগ। মাধব তোহে কি শিখায়ব গান। গৌরী আলাপি শ্যাম নট

সঙ্কেত তব তুহু বিদগধ জান ॥ ধ্রু ॥ মুরলী ছোড়ি অব মধুর আলাপবি তেসর জনজনি কান। কণ্ঠহি কণ্ঠমি একু নাহি সমঝই যতিক্ষণে হোত সুঠান ॥ নিরলজ্জ জানি হৃদয় অব ধরবি ঐছন গুণ মতি ভাস। গুণিজন লাজ ঐছে নাহি হো- ওত কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ ১ ॥

বরাড়ী। পাপ চকোর চাঁদ বলি ধায়ত মধুকর কমলিনী ভানে। আঁচরে ঝাঁপি বদনে তেই পুছত তাকে পর পুরুখ ঠানে ॥ মাধব মঝুমনে এবড় সন্দেহ। কি ফল জগমন মন্মথ বেধয়ে কাহে পুন তাকর গেহ ॥ ধ্রু ॥ বেধল মঝুমন কি করয়ে সো পুন কৈছে কুসুম শর জালা। কৈছে জুড়ায়ত একই নাজানিয়ে জানি কহ মুগধিনী বালা ॥ সহচরী মেলি হাসি মুখ মোড়ই উত্তর নাদেবই কই। গোবিন্দ দাস কহে মোহে উপদেশল ওতয়ে পুছল তোই ॥ ২ ॥

বিপ্রলম্ভ।

সুহই। কাহে কানু ঘন২ আয়ত যায়ত ফিরি ফিরি বয়ানে নেহারি। হাসি২ মুখ শশী উপরে পূর্ণিমা শশী কি তোহে কহল পুছারি ॥ সজনী কহ কিছু বচন বিশেষ। হেন অনুমানি চিতে না জানি কাহার ভিতে আছয়ে পিরীতি নব লেশ ॥ ধ্রু ॥ সহজে রসিক রাজ অলখিতে করে কাজ অনুভবি ওর না পাই। যাহারে ইঙ্গিত করে কুল শীল সব হরে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥ একই নগরে বৈসে সদত এদিগে আইসে দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ। জ্ঞান দাসে বলে তুমি কহ কোন ছলে করিতে না পারি অনুমান ॥ ১ ॥

শ্রীরাগ। তোমরা নাকি বল আমি কানুর সনে আছি। এবোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি ॥ ধ্রু ॥ যে দিগে কানুর ঘর সে মুখে না বসি। সতী সাধে সে মুখের বায় না পরশি ॥

কে ধরিল হাতে নোতে কে দেখিল কোথা। মিছামিছি বিরূলিনী তোলায় নানা কথা॥ না জানিয়া না শুনিয়া এবোল বলে কে। পুত খাইনির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে॥ এরূপ যৌবন, আমি কোথা লইয়া থোব। মিছা কথা লাগি মাগো কত আগি সব॥ লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর। শ্যাম নাগর লইয়া তুমি সুখে কর ঘর॥ ২॥

বরাড়ী। ননদিনী কেবল লোকের কথা। কানুর সনে যদি পিরীতি করিয়া থাকি শপদি তোমারি মাথা॥ ধ্রু॥ নিজ পতি বিনে অন্য নাহি জানি সেই সে আমার ভাল। কোন কাজে আমি রাখালে ভজিব যাহার বরণ কাল॥ মণি মুকুতার নাহি অভরণ ভূষা বনের ফুলে। সবে পরে রাঙ্গা কুচের মালা তাহে কি রমণী ভুলে॥ সব সখী সঙ্গে যমুনা যাইতে তার সাক্ষে২ আমি। কলসী ভরিয়া তিলেক নারহি মিছা কলঙ্ক কর তুমি। মা হইয়া যারে দেখিতে নাপারে সার বলে ননী চোরা। শিবরাম দাসে বলে বসিয়া কদম্ব তলে মিছা কথা না কহিও তোমরা॥ ৩॥

অভিসারানুরাগ।

ভাটিয়ারী। মাথহি তপন তপত পথ বালুক আতপে বদন বিথার। ননীক পুতলী তনু চরণ কমল জনু তবহি চললি অভিসার॥ হরি২ প্রেম কি গতি অনিবার। কানু পরশরস রসবতী বিহরণ বিছর সবহি বিচার॥ ধ্রু॥ গুরুজন নয়ন পাপ গণ বারত মারত মণ্ডল ধূলী। তাহিক মৌলি চললি রঙ্গ রঙ্গিনী পতি গেহ নীতহ ভুলি॥ সবহু বধু জন চলু বৃন্দাবন গৌরী আরাধন লাগি। ঐছন মুগধ বচন রচন করি গুরুজনে অনুমতি মাগি॥ যত যত বিঘিনি জিতল অনুরাগিনী

সাধসি মনসিজ তন্ত্র। গোবিন্দ দাস কহই অব সমুঝহ হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥ ১ ॥

কামোদ। হরি হরি কাহা শিখল পরকার। জগজন বঞ্চি মিঠুর বচনামৃতে দিনহি চললি অভিসার ॥ ধ্রু ॥ বেশ বনায়তি ননদি শুনায়তি চতুর সখি সঞে বাত। আজু গৌরী আরাধনে মনরথ পূরব পশুপতি নন্দন হাত ॥ বাসিত কর্পূর কুঙ্কুম মিত তাম্বূল ভরিলেহ চন্দন কটোর। গোবিন্দ দাস পন্থ দূর শায়ব যাহা নাহি কণ্টক আচর ॥ ২ ॥

অভিসারোৎকণ্ঠা।

শ্রীগান্ধার। অম্বরে উম্বর করু নব মেহ। বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥ অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মানস মনোভব সিন্ধু ॥ অবজনি সজনী করহ বিচার। শুভক্ষণে ভেল পহিল অভিসার ॥ ধ্রু ॥ মৃগমদে তনু অনুলেপন মোর তহি পহিরায়ল নীল নিচোল ॥ কি ফল উচকুচ কঞ্চুক তার। দূর কর মোতিম সোতিনী হার ॥ তুহু দেহত দেহলি লাগী। গুরুজন অব কিয়ে ঘুমল জাগী ॥ চলইতে দিগ ভরম জানি হোয়ে। গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলি গোয়ে ॥ ১ ॥

মল্লার। কি করব মৃগমদ লেপনে তোর। কি ফল পহিরাই নীল নিচোল। শরদ চাঁদ মুখ এতুয়া হাস। বিঘটন তিমির ভেল পরকাশ ॥ এসখী ধরবি হামারি উপদেশ। অব অভিসারবি হরিকে উদেশ ॥ ধ্রু ॥ আচরে ঝাপবি আনন চন্দ। দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ ॥ নূপুর মুখে ভরি তুলক পুঞ্জ। মন্থর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ ॥ চলইতে চৌকী নগর পুর মাঝ। ঝনু মণি কঙ্কণ ঝঙ্ক বিরাজ ॥ তিমির পন্থ যব হোতিম মেহ। গোবিন্দ দাস কহ করবি লেহ ॥ ২ ॥

শোহিনী। মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে সঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥ তাহে অতি বাদর দর দর দোর। বারি কি বারণে নীল নিচোল॥ এসখী কৈছে করবি অভিসার। হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥ ধ্রু॥ ঘন২ ঝন২ বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণ মরম জরিজাত॥ দশ দিগ দামিনী দহন বিথার। হেরইতে উছকই লোচন ভার॥ ঐছন সময়ে কি তেজবি গেহ। প্রেম কি লাগি উপেখবি দেহ॥ গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার। ছুটল বাণ কিয়ে যতন নিবার॥ ৩॥

রূপোল্লাস।

সুহই। সুন্দরী আঁচরে বদন ছাপায়। লুবধ ভুমল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ আনত আনত চলি যায়॥ ধ্রু। মুখ মণ্ডল কিয়ে শরদ সুধাকর ভালই নিরমল চন্দ। মধুরিপু ভরমে মরম যাঁহা ঐছন তাহে কি গলয়ে মতিমন্দ॥ জনি রুহু গরবে পদতলে বারিব ওথল কমল উজোর। তাহা নখচন্দ্র ভরম ভরে আকুল ততহি পড়ত জনি ভোর॥ ভাঙ ধনুয়া জনু সুতনু ধনায়সি মছুশরে গিরিবর কাপ। সোকিয়ে অতনু পাতল শিরে ডারবি গোবিন্দ দাস হিয়ে তাপ॥ ১॥

শ্রীরাগ। এধনী পদমিনী পড়ল অকাজ। জনি ভেট বিহরি কুঞ্জর রাজ॥ ধ্রু॥ তুহু গজ গামিনী মতি অতি ভোর। উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর॥ যৌবন গৌরবে না হেরসি পন্থ। পরিমলে বাসিত করল দিগন্ত॥ যব তোঁহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ। নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ॥ সোখর নখর পরশ যব হোতি। একুচ কুম্ভে না রাখিব মোতি॥ গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত। মূরছি পড়বি তহি ধরণী নিপাত॥ গোবিন্দ দাস তবহি সোঁওরাব। অধর সুধারসে যবহি জীয়াব॥ ২॥

॥ ছং॥

কেদার। শুন সুন্দরী বচন বিশেষ। আজু হাম তোহে কহব উপদেশ॥ আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম। পহিলহি তেটবি শয়নক সীম॥ হরি পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ। হাঁহ না বোলবি প্রেম তরঙ্গ॥ কহে কবি শেখর শুন-বর নারী। যে কিছু নাজানু শিখাব মুরারি॥ ৩॥

ধনাশ্রী। সখী অবলম্বনে চলাব নিতম্বিনী তনু বিমুখ সমীপে। যদি হরি করে ধরি কোরে বৈঠায়ই নিচোলে ঢালায়বি দীপে॥ সুন্দরী মান না রহয়ে উদাসে। মদন ভাব বিনু সাধ না পুরবি কুট দরশায়বি পাশে॥ ধ্রু॥ বহু অনুরোধে পহু কাতর পেখি বিমুখে বৈঠবি বামে। পাণী পরশে যব চমকিত চপলা সেজ তেজি আন ঠামে॥ কুচ মৃগ জোরি মোরি কর পল্লব অম্বর সম্বরবি পীঠে। দিন রামচন্দ্র ভনত উৎকট শঙ্কট বঙ্কিম দিঠে॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার।

কামোদ। রাই বিপতি শুনি বিদগধ শিরোমণি পুছই গদগদ ভাষা। নিজ মন্দির তেজি চলু বর নাগর পুনঃ২ পরশিয়া নাসা॥ ধ্রু॥ কিঙ্কিণী চরণে বলিত মণি মঞ্জির বিছুরণ মরলীক রন্ধ্রে। বিগলিত কেশ বসন ভেল বিগলিত বিগলিত শিখী পুচ্ছ চন্দ্রে॥ পরিমলে আকুল ভ্রমর দশ দিশে যামিনী রহু বহু পুঞ্জে। চিরদিন দরশন পরশ রস লালস ত্বরিতহি মিলল কুঞ্জে॥ দুহু মুখ দরশনে মুগধ ভেল দুহু জন কর ধর ইতে দুহু কাঁপি। নরহরি হৃদয় মাঝে অপরূপ জাগল জলধরে বিধুবর ঝাঁপি॥ ১॥

কামোদ। রাইক কুঞ্জ গমন শুনি মাধব অচপল প্রেম অনুমানি। মিলইতে গমন করল বর নাগর আনন্দে আপনা নাজানি॥ চলইতে নথই চলই নাপারই কত২ ভাব বিথারি।

পদেহ হেম কদলি হেরি আকুল পদ পদ পুছে সেই নারী ॥
ঐছে বহু যতনে পহুঁ মিলল দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর। দুহুঁ
মন মানস সফল ভেল জীবন দুহুক গলয়ে প্রেম লোর ॥
ধৈরজ ধরি হরি অঞ্চল পরশিতে ধনিক মুগধী পরকাশ।
মোহন বুঝিতে সংশয় পিছে বুঝল পরিহাস। ২।

শ্রীরাধার অভিসার।

১ নবোঢ়া অভিসার। শোহিনী। হরি অভিসারে চলল বুঝ
নারী। গুরুজন গৌরব দূরহি ডারি॥ ধ্রু॥ সখী সঙ্গে পুছই
অনেক বাত। পুরুখক কর কভু না লাগয়ে হাত॥ সহচরী
ভঙ্গি শুন বর নারী। হাম কহব তোহে লোগর বিচারি॥
নয়নে নয়নে কভু না করবি মেলি। করে কর পরশিতে
করবি ঠেলি॥ পাছিল মিলনে রহু অবনত মাথ। গোবিন্দ
দাস কহে কারি লহু সাথ। ১।
বসন্ত অভিসার। মঙ্গল॥ চলই সুধামুখী ভেটইতে কান।
অতিশয় পহুকে ধেয়ান। ধ্রু। কি কহব আজুক রস
অভিসার। মনমথ নীত চিত অনিবার॥ মধুর যামিনী
মাস বসন্ত। অবিরত পড়ে বাণ মদন দুরন্ত। চললি
কুঞ্জে কুঞ্জর বর গমনী। ভেটব নাগর গুরু মনে অনুমানি॥
অবলোকন দুহুঁ মুখ চন্দে। দূরেহে দূরে রহু দ্বিজ
রাজেন্দ্রে॥ ২॥

বর্ষাভিসার। মঙ্গল। গগণহি নিমগন দিনমণি কাঁতি।
লখএ না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥ ঐছন জলদে করল
আন্ধিয়ার। নিয়ড়ে কোই লখএ না পার॥ চলু গজগামিনী
হরি অভিসার। গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার॥ ধ্রু॥ জগভরি
কিকর নিকরহি লোল। চৌদিগে অথিরপন করু দোল॥
মেইতে চৌকী নগর পুর ঘাট। মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

যাকর পুনফল গুণবতী সই। ভুরজন যা কর শুভদিন হোই ॥ যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরিপাশ। দুরেহু দূরে রহু গোবিন্দ দাস ॥ ৩ ॥

দিবা অভিসার মিলন। বরাড়ী ॥ দিনমণি কিরণে মলিন মুখ মণ্ডল ঘামে তিলক বহি গেলা। কোমল চরণ তপত পথ বালুক আতপ দহন সমভেলা ॥ হেরইতে শ্যামর চন্দ। কোরে আগোরি গোরী মুখ মোছত বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥ ধ্রু

কর্পূর তাম্বূল অধরহিঁ দেয়ল চন্দন লেপই অঙ্গে। শ্যামর অঙ্গ পরশে নব নাগরী বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গে ॥ কুঞ্জ কুটির ঘর সেজি মনোহর মধুকর শ্রুতিধর ভাস। গোরী শ্যাম দুহু করত কুতূহল কহতহিঁ গোবিন্দ দাস ॥ ৪ ॥

জ্যোৎস্নাভিসার। সিন্ধুড়া। কুন্দ কুসুমে করু কবরী ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥ চন্দনে চরচিত রুচির নূপুর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পুর। চন্দিনী রজনী উজাগরি গোরী। হরি অভিসার রভস রস ভোরি ॥ ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদী মিলিতনু চলই। হেরইতে পরিজন লোচন ভুল। রঙ্গ পুতলী জনু রহে সমতুল ॥ পুনবতী মনমথ গতি অনিবার। গুরু কুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥ মুরতি শিঙ্গার কিরিতি ময় ভায। মিলিল নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস। ৫।

অন্ধকারাভিসার। কেদার ॥ মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনী সোপনি বনি দুই হাত। কিঙ্কিণী গীম হার বনি পহিরই হার সাজায়লি মাথ ॥ সুন্দরী অপরূপ দেখলি আজ। হরি অভিসারে ভরম ভেলি সুন্দরী বিছরণ সাজ বিসাজ। ঘন আন্ধিয়ারে রজনী জনি কাজর গরজত বরখত মেহ। বিষধরে ভরল দুতর পথ পাতর একলি চলি তেজি গেহ ॥ চটল মনোরথ দোসর মনমথ পন্থ বিপথ নাহি মান। গোবিন্দ দাস কহই ব্রজসুন্দরী ঐছনে ভেটলি কান ॥ ৬ ॥

মল্লার । বিপিনে মিলল গোপ নারী হেরি হাসত মুরলী ধারি নিরখি বয়ান পুছত বাত প্রেম সিন্ধু গাহিনী । পুছত সবক গমন খেম কহত কিয়ে করব প্রেম বুজক সবহু কুশল বাত কাহে কুটিল চাহনি ॥ হেরত ঐছন রজনী ঘোর ত্যজি তরুণী পতিকে কোর কাহে আওলি কাননওর থোর কহত কাহিনী । গলিত ললিত কবরী বন্ধ কাহে ধায়তি যুবতী বৃন্দ মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব বেঢ়ল দিশি দিশি চাহিনী ॥ কয়ে শরদ চাঁদনি রাতি নিকুঞ্জে ভরল কুমুদ পাতি হেরত শ্যাম তরম কাঁতি বুঝি আয়ল সাহিনী । এতহি কহত নাগর কোই রাখত কাকে মনহি গোই ইহই আল নাহোএ কোই গোবিন্দ দাস গায়নী । ৭ ।

ধনাশ্রী । কি শুনি সুধা মুরলী রব । না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব । ধ্রু । করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ । কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন । গদন ছাড়িয়া কেহ কানন ধায় । পয়পানে শিশু ছাড়ি সেহো গোপী যায় ॥ এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল । শ্যাম অনুরাগে সেহো তনু তেয়াগিল ॥ সকল গোপির আগে পাইল সেই রামা । গোবিন্দ দাস কহে কি দিব উপামা । ৮ ।

সুই । ধনী ধনী বনি অভিসারে । সঙ্গিনী রঙ্গিনী রূপ তরঙ্গিনী সাজলি শ্যাম বিহারে । ধ্রু । চলইতে চরণ সঙ্গে চল মধুকর মকরন্দ পানকি লোভে । সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বই চরণ চিহ্ন যাহাঁ শোভে ॥ সাজলি মদন কলাবতী রাধে যুবতী বৃন্দ করি সাথ । রাজহংস জিনি গমন বিলম্বন অবলম্বন সখী হাত ॥ কনকলতা জিনি জনু সৌদামিনী বিধি অপরূপ রাধে । যদুনাথ দাস ভণে গমন নিকুঞ্জ বনে পুরাইতে শ্যামক সাধে ॥ ৯ ॥

কানড়া। শরচ্চন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ। ফুল্ল মল্লি মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী। হেরত রাতি ঐছন ভাঁতি শ্যাম মোহনময় কাঁতি মুরলী তান পঞ্চম গান কুলবতী চিত চোরণী। শুনত গোপী প্রেম রোপি মনহি মনহি আপনা সোঁপি তাঁহি চলত যাঁহি বোলত কনক লোলনী। বিসরি গেহ নিজহু দেহ একু নয়নে কাজর রেহ বাহে রঞ্জিত মঞ্জির একু একু কুণ্ডল দোলনী॥ শিথিল বন্ধ পবন মন্দ বেগে ধায়ত যুবতী বৃন্দ সহত খসত বসন চোরি বিগলিত বেণী দোলনী। ততহি বেলি সখীনি মেলি কেহু কাহুক পথ না হেরি ঐছে মিলল গোকুলচন্দ গোবিন্দ দাস গায়নী॥ ১০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা।

কেদার। গিরিধর মূরতি পিরীতি অধি দেবা। যাকর দরশনে সব দুঃখ মেটল সোই আপনে করু সেবা॥ ধ্রু॥ আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি জানু উপরে পুনঃ রাখি। নিজ করে চরণ নিরমঞ্ছই হেরত চিরথির আঁখি॥ হিমসম শীতল নীরহি তিতল করতলে মাজই মুখ। সজলে নলিনী দল মৃদু বীজন পুছই পন্থ কি দুঃখ॥ বদনে তাম্বুল পুরি অঙ্গুলে চিবুক ধরি মধুর সম্ভাষণ কান। গোবিন্দ দাস ভণ নাহ রসিক পুনঃ রাইক অমিয়া সিনান॥ ১॥

ধানশী। পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী। মিলল দুহু দুহু গলে গল লাগি॥ ধ্রু॥ তহি প্রিয় সঙ্গিনী পরম রসালা। দুহু গলে দেয়ল এক ফুলমালা॥ টুটহি জানি দুহু পড়লহু বন্ধ। দৈব বাতায়ল হৃদয় আনন্দ॥ সখির বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি। দুহু গলমাল দুতী গলে দেলি॥ রাখল সরস সোহাগিণী নাম। পরসাদ পাই দুতী করল পরণাম॥ ঐছন চির দিন রহু অঙ্গে অঙ্গ। রতিপতি জানি কভু নাকর বিভঙ্গ॥

এছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ। গোবিন্দ দাসে রহু ঐ খেদ ॥২

সুই। রাসে ভুলল নাগর কানু। বিছুরল নিজবেশ আপ প্রিয়া বেশ ॥ ধ্রু ॥ করে ধরি নিজ শিরে সোঁপই রাইকে হাত। ঐ গুণে নাম ধরল রাধানাথ॥ রাই কোরে করি মুখ মোছায় পীতবাসে। ও প্রেমে বলিহারি যায় শ্যামদাসে ॥ ৩ ॥

কেদার। আজু রাধা কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ। চৌদিগে ব্রজ নারী মঙ্গল গায়ত ত্যজিয়া কুলভয় লাজ॥ ধ্রু ॥ শরদ যামিনী রঙ্গ কামিনী চঞ্চল নয়নে চায়। মদন ভুজঙ্গমে রাইকে দংশল ঢলিয়া পড়ল শ্যাম গায় ॥ কানু ধন্বন্তরি রাই কোরে কোরি চুম্বনে বিষ করে পান। নাগর নাগরী একসে জাগরি রাই কানাই একই পরাণ ॥ শারী শুক পিক মঙ্গল গায়ত অতি সুললিত তান। শ্রীবৃন্দাবন ভরি রসের বাদর জ্ঞানদাস রসগান ॥ ৪ ॥

সুরট মল্লার। চাঁদ বদনী নাচত দেখি তাকতাক থোইং তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ॥ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ থোই দৃমি দৃমি দৃমি দৃগি দৃমি দৃমি কি দৃগি তাক্ তাক তাক্ গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় গিড় তক্কো দিমিতা তাতা থোই তিনিকিটি ঝাঁ ॥ ধ্রু ॥ নাহবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চির। দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জির। বিষম সঙ্কট তালে বাজাইব বাঁশী। ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রিয়সী ॥ হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলি। জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥ যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমনি নাচে রাই। মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিগে চাই ॥ সভাই বলেন রেয়ের জয় নাগর হারিলে। দুঃখিনী কহিছে গোপী মণ্ডলী হাসালে ॥ ৫ ॥

সুরট মল্লার। শ্যাম তোমারে নাচতে হবে দিগেদা ঝেনা কাটা থোর লাগজিগ ঝা। উড় তাড়া থোই ঝনুর২ ঝুনু ঝুনুঃ

ধোহুঁত গিড়্‌ ৮ তিন্তা দিমিতা তাতা থোরি কাটা ধা ॥ ধ্রু ॥ না নড়িবে গণ্ড মুণ্ড নূপুরের কড়াই। না নড়িবে বনমালা বাজিব বড়াই ॥ না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল। না নড়িবে নাসার মতি নয়নের পল ॥ ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ। সুচিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥ তুঙ্গবিদ্যা কপিলাস তুম্বুরা রঙ্গদেবী। ইন্দুরেখা পিনাক বায় মন্দিরা সুদেবী ॥ উদ্ভট তালে যদি হায় বনমালী। চূড়াবাঁশী কেড়ে লব দিব কর তালি ॥ যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী। নইলে কারাগারে রাখিব দুঃখিনী শুনি হাসি ॥৬

ভৈরবী। নাচত নাগরী নাগর সঙ্গ। তাথৈ২ বাজে মৃদঙ্গ ॥ নানা যন্ত্র বাজত ডম্ফ করতাল। বৃকভানু নন্দিনী গাওয়ে রসাল ॥ ললিতা মনসা মাধবী শ্যামা। শ্যামের সঙ্গিনী রঙ্গিনী বামা ॥ রসদা জয়দা আর গোবিন্দা। আনন্দ মঞ্জরী গাব অরবিন্দ ॥ অপরূপ সময় অপরূপ রাস। বলিহারি যাই নরহরি দাস ॥ ৭ ॥

কামোদ। নন্দ নন্দন সঙ্গে মোহন গোকুল কামিনী। তপন নন্দিনী তীরে রাসে বনা ভুবন মোহন লাবণী ॥ ধ্রু ॥ তাথৈ মৃদঙ্গ বাজই মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী। নাচে মুরহর রাই করে কর অধরে বেণুবর সোহনী ॥ রাসে মাতল সঙ্গে ষড় ঋতু কুঞ্জ কাননে বাজই। শুক শিখী পিক চাতক ডাহুক ভ্রমরা গায়ই ॥ রাস মণ্ডল গোপিনী কুল শ্যাম সঙ্গে নব রঙ্গিনী। দেই করতালি বোলে ভালি২ কাশীদাস বলি যাইনি ॥

কেদার। কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ কুন্দ কুমুদ অর বিন্দ বিকাস। নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর শুক শারী পিক পঞ্চম ভাষ। নাচত নিধুবনে মুগধ মুরারি ॥ মুগধ গোপ বধূ অধিক লাখ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে বৃকভানু কিশোরী ॥ ধ্রু। নাচত নটিনী গায়ত নট শেখর গাঁয়ত নটিনী নাচে নট

...ঙ্গ। শ্যামর গোরী গোরী সঙ্গে শ্যামর নব জলধরে জনু বিজুরী বিরাজ॥ হেরি অপরূপ রাস কলারস মনমথে লাগল মনমথ ধন্ধ। উয়ল গগণে সগণ রজনী কর চৌদিগে কেরণ্ড দীপ ধরি চন্দ॥ তারাপতি সঙ্গে তারাগণ হেরি লাজে লুকা... দিনমণি কাতি। গোবিন্দ দাস পহুঁ জগমন মোহন বিছুরে কলপ সম রাতি॥ ৯॥

কেদার। নিধুবনে শ্যাম বিনোদনী জোর। বিধি অদ্ভুত ...প মনোহর প্রেমের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥ আধ শিরে শোভে ময়ূর মুকুট আধ পিটে দোলে বেণী। শিরীষ কুসুম ...রে ফণি যেন উগারল মণি॥ এক শ্রবণে মকর কুণ্ডল এক রতন ছবি। আধ কপালে চাঁদের উদয় আধ কপালে রবি॥ ...য় পাহিরণ হিরণ কিরণ আধ নীলমণি জ্যোতিঃ। আধ গলে দোলে বনমাল মনোহর আধ গলে গজমতি। সৌরভে আকুল কুঞ্জ ভবন তরুলতা দোলে মন্দ বায়। নিকুঞ্জ মন্দিরে ...নের সায়র বাহিরে শেখর রায়॥ ১০॥

কেদার। রাস বেহারে মগন শ্যাম নটবর রসবতী রাধা ...। অগুন ছাড়ি রাই করে ধরি হরি চললি বন মাঝে॥ ...ব হরি অলখিত ভেল। সবহুঁ কলাবতী আকুল ভেল অতি ...হইতে বন মাহা গেল॥ ধ্রু॥ সখী গণ মেলি সবহুঁ ঢুড়ত পুছত তরু গণ পাশে। কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অলখিত না দেখি জীবন নৈরাশে॥ কহ২ কুসুম পুঞ্জ তুই কুঞ্জিত শ্যাম ...রা কাহা পাই। কোন উপায়ে শ্যামে ভেটব উদ্ধব দাস ...হা যাই॥ ১১॥

ধানশী। সকল রমণী গণ ছাড়ি বর নাগর রাইক কর ধরি গেল। বনে২ ভ্রমই কুসুম কুল তোড়ই কেশ বেশ করি দেল॥ চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন কান্হে চড়ব মনে কেল।

বুঝইতে ঐছে বচন বহু বল্লভ নিজ তনু অলখিত ভেল ॥ নাদেখিয়া নাহ তোহি ধনী রোয়ত হা প্রাণনাথ উৎরোলে। ব্রজ রমণীগণ নাদেখিয়া মনদুঃখে ভাসল বিরহ হিলোলে ॥ তুমি সে কহ২ বন পরবেশিয়া হেরল রোদিত রাধা। সখীগণ মেলি ধরণী তল লুটই উদ্ধব দাস চিতবাধা ॥ ১২ ॥

যত নারীগণ বিরহে আকুল ধৈরজ ধরিতে নারে। রসিক নাগর বুঝিয়া সময় দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥ কদম্বের তলে বসি কোন ছলে মৃদু২ বায় বাঁশী। শুনিতে শ্রবণে ব্রজ বধূগণে তাহাই মিলল আসি ॥ মরণ শরীরে পরাণ পাওল ঐছন সবহু ভেল। বন দাবানল পুড়িয়া যেমন অমিয়া সাগরে কেলি ॥ ব্রজ বধূ গণ হেরি নবঘন মনের আনন্দে ভাসে। জিনি শশধর বদন সুন্দর চকোরিণী চাঁদ পাশে ॥ বিরহ তাপিত ভেল তিরপিত বরিখে অমিয়া বাণী। জ্ঞান দাস ভণে শ্যামের বদনে আধ ঈষদ বাণী ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাগ। রাই কানু বিলসই রঙ্গে। কিবা রূপ লাবণি বৈদগধী ধনী২ মণিময় অভরণ অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল ফুটিয়াছে ফুল সারি২। পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥ পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্র করে সুশীতল মণিময় বেদির উপরে। রাই কানু কর যোড়ি নৃত্য করে ফিরি২ পরশে পুলক তনুভরে ॥ রাইয়ের দক্ষিণ কর ধরি পঁহু গিরিধর মধুর২ চলি যায়। আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ শ্রম জল বিন্দু২ শোভা করে মুখ ইন্দু অধরে মুরলী লহু বায়। নরোত্তম দাসে কয় রাই কত সুখী হয় অনুগতে রাখিহ সদায় ॥ ১৪ ॥

সম্ভোগ নবোঢ়া।

শ্রীরাগ। ধরি সখী আঁচরে ভরি উপচঙ্গ। বৈঠে নাহি বৈঠই হরি পরিযঙ্ক॥ ধ্রু॥ পরশিতে তরশি কররহি কর ঠেলই। হেরইতে বয়ান নয়ন জল খলই॥ হঠ পরিরম্ভণে থর থরি কাঁপ। চুম্বনে বদনে পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥ সুতলী ভীত পুত্তলী সম গোরী। চিত নলিনী অলি রহই আগোরি॥ গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম। রূপক কূপে মগন ভেল কাম॥ ১॥

শ্রীরাগ। সুরতিক আশে ধয়ল পহুঁ পাণি। করে কর বারই কমল নয়নী॥ হঠ পরিরম্ভণে পরশিতে গাত। ঝাঁকি রহলি নোয়ত মাথ॥ অভিনব মদন তরঙ্গিনী রাই। শ্যাম তরঙ্গ রঙ্গে রস অবগাই॥ ধ্রু॥ চুম্বনে মীটকই লোচন জোর। পিয়ে ইতে অধর রচই শীৎকার॥ নখর পরশে ধনী চমকই ভারী। দরশিতে চমকি উঠই তনু মোরি। কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ। আলোড়ন মনসিজ রস উনমাদ॥ তৈখনে ব্যথিত নিভৃত পরমাদ। গোবিন্দ দাস কহ প্রেম সম্বাদ॥ ২॥

শ্রীরাগ। পহিল সমাগম রাধা কান। দুহুঁ রসে মগন মদন পাঁচবাণ॥ ধ্রু॥ দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁক বিলোকনে আনন্দ নীর ঝিঝায়ইরে। আরতি পরশিতে কুচ কনকাচলে নাগরবর ধর কর কাঁপইরে॥ দুহুঁ পরিরম্ভণে পুলকতনু দুহুঁ কত আকুহি অঙ্গ হেলায়ইরে। গদগদ ভাষে আলাপই দুহুঁক ঢুলন নয়ন ঢুলায়ইরে। দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই অঙ্গে তরঙ্গিত অঙ্গইরে। নবনাগরী সঙ্গে নবনাগর শেখর দুলহ গোবিন্দ দাস পহুঁরে॥ ৩॥

প্রৌঢ়া সম্ভোগ॥

কেদার। দরশন নয়ন নয়ন শরে জনল। ভুজে ভুজে বন্ধন কাঁপ। অন্তরণ ক্ষীণ তনু পরশই বিপুল পুলক ভরে

কাঁপ ॥ দেখ সখী রাধা মাধব সঙ্গ। রতিরণ লাগিয়া দুহু যামিনী নাহেরিয়ে জয়া জয় ভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ ঘন২ চুম্বন দুহু অচেতন অধর সুধারসে মাতি। প্রেম তরঙ্গ নয়ন পরিপূরল চুরল মনমথ হাথি ॥ গদ২ আধ আধ পদ কহই মদন মুর ছল বাণী। দুহু দুহু মরম মরমে ভালে সমঝই গোবিন্দ দাস ভালে জানি ॥ ১ ॥

বিপরীত ॥

বিহাগড়া। আকুল অলক বেঢ়ল মুখ শোভ। রাহু করল শশী মণ্ডল লোভ ॥ উতরল কুসুম মালে করু রঙ্গ। জনু যমুনা জলে গঙ্গতরঙ্গ ॥ বড় অপরূপ দেখেঁ অচেতন ভেলি। বিপরীত সুরতি কামিনী করু কেলি ॥ ধ্রু ॥ প্রিয়মুখে সুমুখী চুম্বয়ে ওজ। চাঁদ অধোমুখী পীয়ে সরোজ ॥ বদন সোহাগল শ্রম জল বিন্দু। মদন মতিলয়ে পুজল ইন্দু ॥ কুচপর লম্বিত মতিমহারা। কনক কলস পর সুরধুনী ধারা ॥ কিঙ্কিণীর রায় নিতম্বিনী সাজ। মদন বিজয়ে জনু বাজন বাজ ॥ ভনই বিদ্যাপতি রসবতী নারী। কাম কলা জিনি বচন হামারি।

তথারাগ। বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল চাঁদ বেঢ়ল ঘন মালা। চঞ্চল কুণ্ডল চপল গোণ্ডায়ল ঘামে তিলক দূর গেলা। সুন্দরী তুয়া রূপ মঙ্গল দাতা। রতি রণে রমণী পরা তব পায়ল কি কহব হরি হর ধাতা ॥ ধ্রু ॥ কিঙ্কিণী কলরব কঙ্কণ ঝন২ ঘন২ নূপুর বাজে। রতি বিপরীত ভেল মদন সমাপল জয়২ দুন্দুভি বাজে ॥ ২ ॥

মুরলী শিক্ষা।

কামোদ। বহু দিনের সাধ আছে হরি। বাজাইতে মোহন মুরলী ॥ তুমি লহ মোর নীল সাড়ী। তব পীতধড়া দেহ

পরি ॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ ঝাপা খোপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া ॥ তুমি লহ সিন্দুর কপালে। তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ কঙ্কণ কেওড়ি। তোর তাড় বালা দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর অভরণ। মোরে দেহ তোমারি ভূষণ শুন মোর এই নিবেদন। শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥ ১ ॥

কানড়া ॥ মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥ কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম। কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥ কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি। কোন রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী ॥ কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেছে প্রাণনাথ ॥ কোন রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এক কালে। কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥ কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে২ শিখাইয়া দেহ শ্যামরায় জ্ঞানদাস কহে হাসি। শুন রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী ॥ ২ ॥

কামোদ ॥ কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদন মোহন মন মোহিনী সাধা ॥ প্রেম রঙ্গে শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরলী পুরয়ে রাই ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ বিনা তন্ত্রে বিনা মন্ত্রে কত ফুক দেই। বাজে বা না বাজে বাঁশী মুখ পিয়া চাই ॥ রাধার অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণি পঙ্কজ ধরিয়া লোলয়ে অঙ্গুলী ॥ কানু কোলে কলাবতী কেলির বিলাসে। দুহুক রূপ হেরি শিবানন্দ ভাষে ॥ ৩ ॥

বেহাগ। আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥ ইহার গৌর বরণে করে আল। চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥ তাহার ইন্দ্র নীলকান্ত তনু। এত নহে নন্দসুত কানু ॥ ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর বেশ পাইল

ক্ষতি ॥ বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥ কে বনাইল হেন রূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী ॥ নীল উয়লী নীলমণি। তবে বুঝি ইহার সুন্দরী ॥ সখীগণ করে ঠারাঠারী। কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী কোথা গেল কিছুই না জানি। আজু কেনে দেখি বিপরীত। হবে বুঝি ইহার চরিত ॥ চণ্ডী দাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন দেশে ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম বৈচিত্র।

মঙ্গল। সজনী কো কহু প্রেমতরঙ্গ। রাইক কোরে চমকি হরি কহতহি কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ ধ্রু। আর কিয়ে কনক কসিত তনু সুন্দর সরস পরশ হোয়ে। উরঃপর পাণি হানি ক্ষিতি পুতল মুকুত কণ্ঠে বিয়োয়ে ॥ ক্ষণে কহে অধর মধুর নব পল্লব আর কি মিলিব অবসই। তাকর প্রেমে মগন মঝু মানস নয়নে রহল রূপ গোই ॥ আর কিয়ে শ্রবণে শুনব তাকর বোল সো কিয়ে মধুরিম হাস। নয়নকি বয়ন চন্দ্র কিয়ে হেরব কুমুদিনী হাস বিকাশ ॥ রাইক কোরে কান যব বিল পাই ব্রজ বনিতা কুল হাস। না বুঝিয়া ধন্দ বন্দ মুঝে লাগল কহতহি বল্লভ দাস ॥ ১ ॥

শ্রীগান্ধার। ধনী অঙ্গ মধুর সৌরভে শ্যাম আকুল উছলল প্রেম তরঙ্গ। রাইক কোরে ভোরি নন্দনন্দন কাতর মূরছিত অঙ্গ ॥ হরিং কবে বিধি হবে অনুকূল। বৃকভানু নন্দিনী দিঠি, ভরি হেরব পরশি কাটব দুখ মূল ॥ ধ্রু ॥ সোতনু অমিয়া উদধি করে পরশব হেরব সোমুখ চন্দ। ললিতা সঙ্গে বচনক চাতুরী হাসি কহয়ে মন্দ মন্দ ॥ শ্যাম বিভোর বচন শুনি সহচরী সঙ্গে পড়ল ধনী ধন্দ। মোছি বয়ান ধনী হেরই সখী মুখ উলসিত দাস অনন্ত ॥ ২ ॥

শ্রীরাধার প্রেম বৈচিত্র।

কেদার। শ্যাম কোরে যতনে ধনী সুতলি মদন মদালসে ভোর। ভুজং বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন যছু কাঞ্চন মণি জোর॥ কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত কব মোহে মিলব কান। হৃদয়ক তাপ তবহি মঝু মিটব আমিয়া করব সিনান॥ সো মুখ মাধুরী রঙ্গ নেহারব সঙরিং মনঝুর। সো তনু সরস পরশ যব পায়ব তবহু মনরথ পূর॥ এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই মুরছিত হয়ল গেয়ান। আকুল রাই শ্যাম পরবোধই গোবিন্দ দাস পরমান॥ ১॥

বিহাগড়া। রোদিত রাধা শ্যাম করি কোর। হরিং কাহা গেও প্রাণনাথ মোর॥ জানহুরে সখী প্রেম অগেয়ান। নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥ ধ্রু॥ মুরছলি নাগর মুরছলি রাই। বিরহে ব্যাকুল কুল নাহি পাই॥ দারুণ বিরহে নাহে রহু তায়। সহচরী চিত পুতলী সম চায়॥ ঐছন হেরইতে রাইক রীত। গোবিন্দ দাস চিত সচকিত॥ ২॥

• বিহাগড়া। নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই কুঞ্জে সুতলি ভুজ পাশে। কানুং করি রোওই সুন্দরী দারুণ বিরহ হুতাশে॥ এসখী আরতি কহন না যাই। হেম আচরে রহু ভরমতি যৈছন খোজি ফিরত অনুচাই॥ কাহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর মোহে উজল কতি লাগি। কাতর হই মহীতলে সুটই মদনে মদন রহু জাগি॥ রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত বয়ানে বাণী নাহি ফুর। প্রিয়সখী সোই করে কর বান্ধই গোবিন্দ দাস বহু দূর॥ ৩॥

জলকেলী।

শ্রীরাগ। রাস অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ। বৈঠল দুইজন সখী গণ সঙ্গ॥ শ্রমভরে অঙ্গে ঘাম বহি যায়। কিঙ্করী গণ

করু চামর বায় ॥ পৈঠল সবহু যমুনা জল যাই। পানী সমরে দুহু কর অবগাহ ॥ নারী মগন জলে অঞ্জলি ফেলি ॥ দুহু দুহু মেলি করল জল কেলি। কণ্ঠ মগন জল করল পয়ান চুম্বয়ে নাহ তব সবহু বয়ান ॥ ছলে বলে কানু রাই লই গেল। জোয়তি নাম করল দুহু গেল ॥ জল সঞে উঠি সব মুছই শরীর। জনু বিধু মণ্ডিত যমুনা তীর ॥ রাস বিলাস করি পানী বিলাস। দাস অনন্ত কহে পূরল আশ ॥ ১ ॥

বেহাগ। কেলি সমাধি উঠল দুহু তীরহি বসন ভূষণ পরি অঙ্গ। রতন মন্দির মাহা বৈঠল নাগর করল ভোজন বন্ধ। আনন্দ কো কহু ওর। বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু নব ফল ভুঞ্জই নন্দকিশোর ॥ ধ্রু ॥ নাগর শেষ লই সব সঙ্গিনী ভোজন কর রস পুঞ্জে। ভোজন সমাধি তাম্বূল খাওল সুতল নিজ নিজ কুঞ্জে ॥ ললিতা নন্দ কুঞ্জ যমুনাতট সুতল যুগল কিশোর। দাস নরোত্তম করতহি সেবন অলস নয়ন হেরি ভোর ॥ ২ ॥

পাশা ক্রীড়া।

বরাড়ী। বৃকভানু নন্দিনী নন্দ নন্দন রতন মন্দির মাঝরে। কেলি কুঞ্জ তীরে শোভিত কানন কল্পদ্রুম ছাহরে ॥ ধ্রু ॥ নীপ তরুবরে পল্লব ফুলভরে পরশি বহাবর্ণা চারে। কুন্দ মালতি কমল মাধবিক বহই মন্দ সমীররে ॥ মাতল অলি কুল শারী শুক পিক নাচত অনুক্ষণ মোররে। রাই কানু দুহু হাত খেলত হার রাখত হোররে ॥ চৌদিগে বেঢল ললিত সখীগণ বসন ভূষণ সাজরে। যৈছন জলধর উদিত সুধাকরে শোভিত উড়গণ মাঝরে ॥ রাই যব ধরি জিতই লাগল দশ বাপাঞ্চ বলি ডাকইরে। কতহু রতিপতি উদিত ভেল হেরি অম্বুল জালরে ॥ শ্যাম চঞ্চল করই চুম্বন করহি বারত গোরীরে; রোখ লোচন কমল মানুমন ভঙ্গিকজল

চোরিরে ॥ রাই জিতল হঠই মাধব ধরল রামা কি হাররে ॥ রোখে রাই পুনঃ হার ধরি রহু ছিঁড়ি দুহুঁক গালরে। মাঁথে কলহে দুহু কত ভঙ্গি করতহি হেরি সখীগণ হাসরে ॥ পুনঃ হি খেলত হার ধরি রহু বদত গোবিন্দ দাসরে ॥ ১ ॥

রসালস অর্থাৎ কুঞ্জ ভঙ্গ ॥

বরাড়ী। রতিরণ পণ্ডিত নাগর কান। রতিরণে পরাভব রি পাচবাণ ॥ অলসে সুতিরত কুসুম শয়ন। দুহু উরে উরু ভুজ নয়নে বয়ন ॥ দুহু ভুজ উপরে দুহুশিরঃ রাখি। কনয় জ্যোতিঃ আধ মরকত কাঁতি ॥ স্বেদ মকরন্দ বিন্দু পার। নরোত্তম দাস করু চামরের বায় ॥ ১ ॥

কেদার ॥ গোরী সুতল শ্যামর কোর। লাগল নীল রতন কিয়ে কাঞ্চন কুবলয় চম্পক জোর ॥ ধ্রু ॥ গোরী সুন্দরী অধরে অধর ধরি ঘুমল বিদগধ চোর। কনয় কমলে অলি মাতি রহল কিয়ে হিমকরে শ্যাম চকোর ॥ দুহু মনোহর পীন পয়োধর রাতুল কনতান সাজ। উলটল কমল বিকচ কার কাঁপল কনয় ধরাধর রাজ ॥ নাগর গুরু উরু নাগরী বেঢল নাগর ভুজ বেড়ি অঙ্গে। জলদ বিজুরী জনু বেকল দুহু তনু গোবিন্দ দাস কহ রঙ্গ ॥ ২ ॥

বিভাস। রজনী জনিত জাগরি নাগর নাগরী সুতল কিশ লয় সেজে। রতিরস অলসে অবশ কলেবর দুহু তনু দুহু নাহি তেজে ॥ সজনী সুতি রহু নিলজ কান। রাই জাগাই চলু মন্দির জানই হোত বিহান ॥ ধ্রু ॥ রাইক কবরী বান্ধই সম্বরি পিঞ্ছ মুকুট গড়ি যাউ। মণিময় মুদরী মোহন মুরলী এতুহু লেহ চোরাউ ॥ ঘুমল কান যুকতি শুনি ললিত রাইকে

॥ ঝ ॥

কোরে আগোরি। গোবিন্দ দাস পহু চতুর শিরোমণি নিব সল সহচরী কোরি ॥ ৩ ॥

বিভাস ॥ বৃন্দা দেবী সময় জানিয়া। পাখীগণে কহে সম্বোধিয়া ॥ হের দেখ নিশি বহি গেল। দশদিক্ অরুণিম ভেল ॥ নিজ২ সুমধুর স্বরে। জাগাও মোর শ্যামেরে ॥ বৃন্দা দেবির আদেশ পাইয়া। রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া ॥ ওহে শ্যাম বৃজেন্দ্র নন্দন। মোরা কিছু করি নিবেদন ॥ সুবদনী করু অবধান। নিশি গেল হইয়াছে বিহান ॥ জাগ২ যুগল কিশোর। অরুণ কিরণ হেরি ঘোর ॥ কুমুদিনী তেজি অলি ধায়। আরত রহিতে না যুয়ায় ॥ সখীগণ শুনি চমকিত গোবিন্দ দাস চিত ভীত ॥ ৪ ॥

বিভাস ॥ অরুণ উদয় ভেল নিশি অবসান। কপোত শারিকা শুক সুমধুর গান ॥ জয় রাধে২ জয় রাধাকান্ত। জাগ হে রসিক বর কিশোরী প্রাণনাথ ॥ ধ্রু ॥ মাগে তোঁহারি দরশন বৃজ লোক। চাঁদ মুখ দরশনে দূরে দুঃখ শোক ॥ জাগল সখী সব বোলে মন্দ২। চরণ সেবন করু ভাগবত মন্দ ॥ ৫ ॥

ললিত। মন্দিরে অবহিঁ চলু তুহু কান। নিশি অবশেষ হোত জনি প্রাতর দশদিগ ভেল ঝন ঝান ॥ কোই শিরে বরিহা তিলক সাম্ভারত কোই মুরলী দেই হাত ॥ মন মথ কোটি প্রকট রতসাইত রাই বরজ তুহু সাথ ॥ অধরহি রাগ লাগত তহি কাজর সিন্দুরে ভই মুখ মোটা। ঢুলু২ নয়ন কমল বিধু আকুল আচরে কোই দেই ছোটি ॥ তুহু তুহু কোর লোর নয়নে করি তুহুক গদ২ ভাষ। পদ এক চলইতে কোই না পারই গায়ত মোহন দাস ॥ ৬ ॥

ললিত। ৫কিয়ে লাবণি কিশোর কিশোরী জোর বনি প্রাতর সময়ে কুঞ্জসে নিকসে বাহু বাহু জোর আয়সি ॥ নিভ

নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃ২ দুহু মুখচন্দ্র নেহারি। অন্তরে উথলল প্রেম পয়োনিধি লোচনে পুরল বারী॥ রাই কণ্ঠে ধরি গদ গদ বোলত দুহু তনু প্রেম বিভোর। দুহুক বিচ্ছেদ দুহু সহই না পারিয়ে পুনঃ পুনঃ করতহি কোর॥ বিগলিত কুন্তলে কুসুম দাম দোলে লোল অলকাবলী শোভা। লহু লহু হাস বিলাস ললিত মুখ দুহুঁ২ মানস লোভা॥ গদ গদ কণ্ঠ কহই না পারই বহই না পারই সঙ্গ। শিবা সহচরী সহই না পারই দুহুক জনহ সঙ্গ ভঙ্গ ॥ ৭ ॥

স্বাধীন ভর্তৃকা॥

শ্রীরাগ। প্রাণ নাথ দূরে পয়োদেশ ভূষণে। কুচ যুগে লেপহ চন্দনে॥ গলিত কুসুম কেশ পাশ। সম্বরি বাঁধ শ্রীনিবাস॥ শ্রম জলে শিথিল বসন। কিঙ্কিণী করহ বন্ধন॥ ভালে তিলক গয়ো দূর। মৃগমদে করহ উজোর॥ নূপুর করহ সুজোতি। কহে কৃষ্ণদাস প্রিয় অনুগতি॥ ১॥

কামোদ। ধনী মুখ পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজই বিদগধ নাগর কান। কাজরে সিন্দুর গর গর অন্তর অঝরে ঝরে নয়ান॥ দেখ সখী রাধামাধব কেলি। দুহুসুখ সাগরে আনন্দে নাগরী তরঙ্গে নিমগন ভেলি॥ ধ্রু॥ বয়ন কঠোর জোর কুচ মণ্ডল কুহু পদে বিদগধ সাজ। মৃগমদ চিত অম্বর করু পল্লব যুগ ধন মনসিজ রাজ॥ আনন্দ নীর নয়ন ভরি আয়ত কাঁচলি করি নিরমাণ। নীল বসন মণি তছু পরি কিঙ্কিণী জেরইতে রল গেয়ান॥ মঞ্জুল মঞ্জির চরণোপরি রঞ্জই মুকুর ধরই নিজ পাশ। নিজ তনু হেরি হাসি তোহে লোপল ছেরল গোবিন্দ দাস॥ ২॥

কামোদ। সুন্দরী অবতুহু কর অবধান। কুহু পুনঃ কি করব অনুচর কান॥ ধ্রু॥ পহিলহি তোহারি বচন পরমাণে। কিশলয় সাজনু মদন শয়ানে॥ চন্দ্রক পবন সঘন তনুদেল।

তহিঁক্ষণে শ্রমজল সব দূর গেল ॥ বিগলিত চিকুর যতনে পুনঃ সম্বরি। বকুল মাল সঞে বাঁধল কবরি ॥ অঞ্জনে রঞ্জনু পঙ্কজ নয়না। তাম্বুলে পূরণু পঙ্কজ বয়না ॥ মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর। কাঁপে চপল কর পল্লব মোর ॥ ইথে যাদ রোখসি কাঞ্চন গোরী। গোবিন্দ দাস পুনঃ গায়ব হোরী ॥৩

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার ॥

ললিত। বালা রমণী রমণে নাহি সুখ। অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥ সুখ নাহি পায়ল বেদন সার। গরুয়া লোভে জনু থোর আহার ॥ সহচরী আনি সুতায়ল পাশ। চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশাস ॥ কয়ইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ। মন্ত্র নাশুনে জনু বাল ভুজঙ্গ ॥ একতিল করু ধনী মুদিত নয়ান। রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান। তিল এক দুখ জনম ভরি সুখ। ইথি লাগি কাহে ধনী বঙ্কিম মুখ ॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান। বালা রমণী উহ তুহু রসিক সুজান ॥ ১ ॥

মোহিনী। শুনহ সুবল সাঙ্গাতি। কহই না জায় সুখ আগ রাতি ॥ রাইক প্রেম মহিমা নাহি ওর। পরশি রহউ তনু হিয়া হিয়া জোর ॥ ভাবে বিভোর রাই মঝু পর সঙ্গ অনিমিখ হেরই নয়ান তরঙ্গ ॥ রসবতী রাই কতহু রস জান। প্রেম রসে বান্ধল হামারি পরাণ ॥ সোধনী অধরে অধর যবদেল। রাজহংস যেন সরোবর কেল ॥ ভণই অকিঞ্চন নাগর সুজান। ইহ রসলীলা সব তুহু জান ॥ ২ ॥

শ্রীরাধার নবোঢ়া রসোদ্গার ॥

পটমঞ্জরী। পুছনু এসখী পুছহু তোয়। কেলি কলারস কহবি মোয় ॥ ধ্রু ॥ বেশ বসন তোহে সব ছিন ভিন। অলক

তিলক সব মোট গয়ো দুর ॥ কুন্তল কুসুম ভেল ভিন ভিন। অধরহি লাগল দশনক চিন ॥ কোন অবুঝ তোর কুচে নখ দেল। হাহা শম্ভু ভষম ভৈগেল ॥ অলসহি পুরল সকলহি গা। মন লেই মদন করু বা ॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারী। নব রস লুটল রসিক মুরারি ॥ ১ ॥

শ্রীরাগ ॥ নাকরহ সখী মোরে অনুরোধ। কি কহব হাম তাক পরবোধ ॥ অলপ বয়স হাম কানু সে তরুণ। অতিভয় সেলাজ ডর অতিহু সে কারুণ ॥ লোভে নিঠুর হরি কর লহি কেলি। কি কহব আমি যত দুঃখ দেলি ॥ হটি ভেল রস হাম হরল গেয়ান। নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥ দেলহি আলিঙ্গন ভুজ যুগ চাপি। তৈখনে অন্তর মাঝে উঠল কাঁপি ॥ নয়ন বারী দরশায়নু রোই। তবহু কানু উপশম নাহি হোই ॥ অধর নিরস মধু করলহি মন্দ। রাহু গরাসি তেজল চন্দ ॥ কুচযুগে দেওল নখ পরহারে। কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারী। তুহুঁ সে সচেতনি সুবধ মুরারি ॥ ২ ॥

ভুপালী ॥ ঐছন শুনইতে মুগধিনী রমণী। সখী গণ ইঙ্গিতে অবনত বয়নী ॥ লাজে বচন নাহি করে পরকাশ। সখীগণ কহতহি প্রিয়তম ভাষ ॥ কহইতে নাকহসি রজনিক কাজ। হামারি শপদি লাগে যদি কর লাজ ॥ পাইলে সমাগম লাগি এতদুঃখ। পুন মিলনে কত পাওবি সুখ ॥ ঐছন বচন শুনি রাই মৃদু হাসি। শিবরাম দাস ইহ রস পরকাশি ॥ ৩ ॥

প্রৌঢা রসোদ্গার।

বিভাস। কহ২ সুন্দরী রজনী বিলাস। কৈছনে নাহ পুরল তুয়া আশ ॥ ধ্রু ॥ পিয়াক পিরীতি হাম কহই নাপার।

লাখ বয়ান বিহি নাদিল হামার ॥ করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠারলি কোর। সুগন্ধি চন্দনে তনু লেপই মোর ॥ আপন মালতী মাল হিয়া সে উতার। কত যতনে চড়ায়ল কণ্ঠে হামার॥ ফুয়ল কবরী ভার বান্ধে কত ছান্দে। চম্পক মালতী মাল দেই কত হন্দে ॥ মধুর দিঠি হেরই বয়ান। আনন্দ নীরে ভরল নয়ান। ভণই বিদ্যাপতি সখী গণ সঙ্গে। উথলল মদন পয়োধি তরঙ্গে ॥ ১ ॥

ধানশী। হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম পহরী রহু জাগি। গুরুজন গৌরব চৌর রসিক ভেল দূরেহু দূরেরহু ভাগী ॥ সজনী এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ। কানু অনুরাগে ভুজগ গরাসল কুল দাদুরি মতি মন্দ ॥ ধ্রু ॥ আপনক চরিত আপনে নাহি সমুঝিয়ে আন করত হোয়ে আন। ভাবে ভরল তনু পরিজন বাচিতে গ্রহপতি সপতি সপতিক ঠাম ॥ নিন্দহু নিন্দ নয়ানে নাহেরিয়ে নাজানিয়ে কি ভেল আঁখি। অতয়ে পরসাদ করুইরে নাপারিরে গোবিন্দ দাস একু সাখী ॥ ২ ॥

সিন্ধুড়া। কাজর তিমির ভরম জনু তনু রুচি নিবসই কুঞ্জ কুটীর। রাশি নিশাশে মধুর বিম্ব উগরই গতি অতি কুটিল সুধীর ॥ সজনী কানুসে বরজ ভুজঙ্গ। সোমজু হৃদয় চন্দন রুহ লাগল ভাঙ্গল ধরম বিহঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ লোচন কোণে পড়ত যব নাগরী রহই নাপারয়ে থির। কুঞ্চিত অরুণ অধর ভরি পিবই কুলবতী বরত সমীর॥ এক অপরূপ নয়ন বিষ তাকর মোটয় দশনক দংশে। বিষমৌষধি বিষ অবধারল গোবিন্দ দাস পরশংসে ॥ ৩ ॥

খট। বন্ধু সে পরেশ মণি। সো অঙ্গ পরশে এঅঙ্গ আমার সোণার বরণ খানি ॥ কতনা আদর করয়ে নাগর কত উঠে তার মনে। পালঙ্কে শয়নে নারাখে কখন আপন হৃদয় বিনে॥ দুবাহু পসারি কোরেতে আগোরি বয়ান নিরখে শ্যাম।

আপনি নাগর যাবক পরাইয়া লেখই আপন নাম।। চরণের রেণু আপনি মাথয়ে জুড়ানু জুড়ানু বলে। একথা কহিতে দাস যতুনাথে ভিতিল নয়ান জলে ।। ৪ ।।

বরাড়ী। বেণুক ফুক বুক মদনানলে কুল ইন্ধনে জোরি। দরশন পানি তুঙ্গ পরশ দোহায়ন শ্রমজল জারণ বারি।। সজনী কানু যে শৈল সোণার। মজুমন কাঞ্চন আপন প্রেম ধন জোরি পিন্ধায়ল হার।। ধ্রু।। নব অনুরাগে রঙ্গ পুন রঞ্জন মূল নাজানয়ে কোই। গুরুজন নয়ন চোরপথ ছাপিয়ে প্রাণনাথ সোগোই।। যোরস আগরি বিদগধ নাগরী হের সঙ্গি তাকর সাধ। গোবিন্দ দাস কহ আন আনোহু বচন ভোরে জনি পরমাদ।। ৫ ।।

সুহই সিন্ধুড়া। অবলা কি জানি গুণধরে। রসিক মুকুট মণি নায়ক হইয়া কেনে এত আদর মোরে করে।। ধ্রু ।। আপুইয়া কবরী ভার বেশ করে বারে নার বসন পরায় কুতূহলে। চাখিয়া আপন উরে নূপুর পরায় মোরে চরণ পরশে কর তলে।। অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ রসে লালস হইয়া বসে প্রাণনাথ বসে দিনু জিনু। সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর আপনা সোঙরারে দিনু দিনু।। বিদগধ শ্যামরায় বীজন করয়ে গায় আপনে ভুঞ্জায় গুয়া পাণ। গোবিন্দ বলয়ে ধনী শুন আলো ঠাকুরাণী তুমি যে কানুর এক প্রাণ।। ৬ ।।

ধানশী। কি পুছসি রে সখী কানুক সেনেহ। একজীউ বিহিসে গঠল ভিন্ন দেহ।। কহিল কাহিনী পুছই কত বেরী। কত সুখ পায়ই মজু মুখ হেরি।। মোবিনু দরশ পরশ নাহি জীব। মোবিনু পিয়া মোর পানী নাহি পিব।। উরু বিনে সেজি পরশ নাহি পাই। চির বিনু তাম্বূল নাহি খাই।। রভস আয়াসে যদি পালটি তুহু পাশ। মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস।। আন সভাসনে হরত গেয়ান। আন সনে

কাহিনী নাসহে পরাণ ॥ কহে কবি শেখর শুন বরনারী। তোঁহারি পরশ বিনু লুবধ মুরারি ॥ ৭ ॥

শ্রীরাগ। এমন পিরার কথা কি পুছসিরে সখী পিয়া সে পিরীতি জানে। যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি নিছিয়া পেলি পরাণে ॥ মো যদি সিনান করো আগিলা ঘাটে আর ঘাটে পিয়া নায়। মোর অঙ্গ জল পরশ লাগিয়া চৌদিগে সাঁতারায় ॥ বসনে বসনে যোগ হইবে বলিয়া একই রজকে দিই। যে নাম আমার আদি আখরে সেনাম সদাই লেই ॥ হাত দিয়া মুখানি মাজে দীপ লইয়া যায়। অনেক যতনে পরশ পাইয়ে থুইতে ঠাই নাপায় ॥ গুপত পিরীতি বেকত করিতে কভনা সন্ধান জানে। দয়ার সেবক শেখর রায় কিছু জানে অনুমানে ॥ ৮ ॥

বিভাস। মরমে রাখিবে সই কারে নাকহিবে। অবলা এ তেক তপ করে ছিল কবে ॥ পরম পুরুষ এই নন্দের কুমার। কিলাগি সে ধরে সই গো চরণে আমার ॥ আপনার মুরলী দেয় চূড়া বাঁধে শিরে। আপনি রমণী হইয়া বসে মোর উরে কহিতে সরম সই বলিতে সরম। মোরে আচরিতে বলে পুরুষ ধরম ॥ ধমুরে কাপড়ে পিঞা বনায় মোর বেশ। বলিয়াই পিয়া বাঁধে মোর কেশ ॥ সুগন্ধি চন্দন পিয়া মোর অঙ্গে লেপে। নখে করি নিজ নাম কত সুখে লিখে ॥ না কহিও সইগো এ গোপত কথা। নাপিতিনী হইয়া দেয় চরণে আলতা এ গোপত কথা সই না কহিও কারে। পিয়া গুণে কানুদাস সদা হিয়া ঝুরে ॥

অনুরাগ।

ধনাশ্রী। রূপে ভরল দিঠি সোঁয়রি পরশ মিঠি পুলক লইতে সব অঙ্গ। মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরি-পুরিত না

শুনে আন পরসঙ্গ ॥ সজনী অব কি করব উপদেশ। কানু অনুরাগে তনুমন মাতল নাশুনে ধরম লবলেশ ॥ ধ্রু ॥ নাসিকায় সে অঙ্গ সৌরভে উনমত শ্রবণে নালয় আন। নিরুপম গুণ গণে বান্ধল মজুমন ধরম রহব কোন ঠাম। গৃহ পতি গুরুজনে গুরুজন গঞ্জনে কোজানে উপজব হাস ॥ জাহে এক মনোরথ জনি হয় অনরথ পুছই গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীরাগ। শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু ভুলিয়া পিরীতি কৈনু। পিরীতি বিচ্ছেদে জীবন সংশয় ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু ॥ সই পিরীতি দোসর ধাতা। বিধির বিধান সব করে আন নাশুনে ধরম কথা ॥ ধ্রু ॥ সভাই কহে পিরীতি কাহিনী কে বলে পিরীতি ভাল। শ্যামের পিরীতি জানিলেং অন্তর জ্বলিল কাল ॥ পিরীতি কীরিতি কুল তুলাইতে পিরীতি গরুয়া ভার। যাহার অন্তরে পিরীতি ব্যাধি সে জানে নাজানে আর ॥ কেকে হেন পিরীতি করিনু দেখিয়া কদম্বের তলে। জ্ঞান দাসে কহে কানুর পিরীতি ছাড়িবে কাহার বোলে ॥ ২ ॥

সুই ॥ সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল। অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ সখী কি মোর করমে লেখি। শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি ॥ উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে। লছমি চাহিতে দরিদ্র বেঢ়ল মানিক হারানু হেলে ॥ পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে। জ্ঞানদাসে কহে পিরীতি করিয়া পাছে করহ অনুতাপে ॥ ৩ ॥

মোহিনী ॥ গুরু দুরজন দূরে তেয়াগিনু পতি ক্ষুরধার তায়। কানুর পিরীতি কিরীতি করিনু কলঙ্ক এলোকে গায় ॥

॥ এই ॥

সই লো মরম কহিনু তোরে। কানুর পিরীতি সপাদ করিতে যে বন্ধু সে বলু মোরে॥ ধ্রু॥ ধরম বচন মনেতে নালয় করমে আছিল যে। সে সব আদর ভাদব বাদর কেমনে ধরিব দে॥ হিয়ার পিরীতি কহিল নাহয় চিতে অবিরত জাগে। জ্ঞানদাস কহে নব অনুরাগে অমিয়া অধিক লাগে॥ ২॥

বরাড়ী। পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সাগর মাঝে। প্রেম পরিমলে লুবধ ভ্রমরা ধাইল আপন কাজ॥ ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী তেঁই সে তাহারি বশ। রসিক জানয়ে রসের চাতুরী আনে কহে অপযশ॥ ধরম করম লোক চরচা একথা বুঝিতে নারে। এতিন আখর যাহার হৃদয়ে সেইসে বুঝিতে পারে॥ কহে নরহরি শুন গুণাবলী পিরীতি সুখের সার। পিরীতি মরম জরমে নহিল কিছার জীবন তার॥ ৫॥

আশোয়ারী। বন্ধু মরিয়া গেনু ঠেকিয়া পিরীতি রসে। নাজানি কি আর হব পরিণামে পিরীতি মিরিতি অবশেষে॥ ধ্রু॥ এঘর করণ ননদী দারুণ বসতি পরের মাঝে। এই মাগোবর মরণ সকল জীবনে কি সুখ আছে॥ কালিয়া কালিয়া বলিয়া২ কেমনে কি সুখ পাইনু। হিয়া দগদগি মনের আগুনি দ্বিগুণ পুড়িয়া মৈনু॥ নাছিল পিরীতি আছিল কিরীতি জনম গোয়ানু ভালে। পিরীতি করিয়া এমন জঞ্জাল বিষাদে পরাণ গেল॥ গোকুল নগরে কেবা কি না করে তাহে কি নিষেধ বাধা। এসব যুবতী সতী কুলবতী কানু কলঙ্কিণী রাধা॥ গুরু গরবিত ভয় কত নাসয় কি বুদ্ধি করিব হায়। জগন্নাথ দাসে বলে সকল ভাসাইয়া জলে এখনি বিকাব রাঙ্গাপায়॥ ৬॥

বরাড়ী ॥ সজনী ও বড় বিষম প্রেম জ্বালা। তাহাকে না কহিও কথা যার বরণ চিকণকালা ॥ ধ্রু ॥ যদিবা কহিবে কথা পাষাণে বান্ধ হিয়া। তিলে২ দণ্ডে২ মরিবে ঝুরিয়া ॥ যে জন না জানে কানুর পিরীতি সে জন আছে ভাল। হাসিয়া২ পিরীতি করিয়া জনম পুড়িতে গেল ॥ যদুনাথ দাসে কহে এই বোল বটে। কানুর পিরীতি কর্ম্মি আনল ছুইতে জ্বলিয়া উঠে ॥ ৭ ॥

সুহই। পিরীতি পিরিতী এই বচন কেবল পিরীতি আশে ঃ ডাকিতে২ পিরীতি করিয়া জনম এদিতে গেল ॥ সই লো একে দারুণ বাধা। সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনিব পাপ পিরীতির কথা ॥ ধ্রু ॥ কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে জন পিরীতি করে। তুষের আনল যেন সাজাইয়া অমনি পুড়িয়া মরে ॥ আমি অভাগিনী এজুঃখে দুঃখিনী সদাই ঝরয়ে আঁখি। চণ্ডীদাস কহে যে দুঃখ উঠিল জীবন সংশয় দেখি ॥ ৮ ॥

হোলী।

বসন্ত। বসন্তে খেলত রসময় কান। চৌদিগে গোপীগণ সুঘড় সুজান ॥ ধ্রু ॥ আবীর উড়ায়ত গায়ত গীত। পায়ল মদন-পরাভব চিত ॥ ত্রিভুবন ভুলল দেখি অপরূপ। পূজত দেবগণ লই দীপ ধূপ ॥ মাধবী ফুটল কেশর লবঙ্গ। বিকশিত কিশলয় বকুলক সঙ্গ ॥ হোরি দ্বিজ গঙ্গারাম মন ভেল ভোর। রাধা শশীমুখী চাঁদ চকোর ॥ ১ ॥

বসন্ত ॥ বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে। চুয়া চন্দন আবীর গোলাব দেয়ত শ্যামের অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ ফাগু হাথে করি ফিরত শ্রীহরি ফিরি২ বোলত রাই। ঘুংঘট ওঠমে বয়ন ছাপায়ত বেরি২ যৈছে মেঘসে চাঁদ লুকাই। ললিতা এক সখী

ফাগু হাতে করি দেয়ত কানু নয়ান। বৃকভানু কিশোরী তুরু কঙ্কু ধরি মারত শ্যাম বয়ান॥ আওর এক সখী জীউ জীউ করি কাহা লাগাওে আবীরা। কর্মার ফাগু লেই কান নয়ান হেরি হেরি দেয়ত তাঁহা করত কবীরা॥ ২॥

বসন্ত। নিধুবনে মাধব খেলত রঙ্গে। বৃজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥ কানু ফাগু দেওলি সুন্দরী অঙ্গে। মুখ মুড়ত ধনী করি কত ভঙ্গে॥ ফাগু রঙ্গে গোপী চৌদিগে বেড়িয়া। শ্যাম অঙ্গে দেই ফাগু অঞ্জলি পুরিয়া॥ ফাগু খেলিতে ফাগু উড়িল গগনে। বৃন্দাবনে তরুলতা রকত বরণে॥ রাঙ্গা ময়ূর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গায়। রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥ রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল যমুনার পানী। গগনে উড়িল ফাগু দিগ বিদিগ না জানি॥ রাধা জয় জয় দিয় ফুলে গায়। হেরিয়া মাধব ঘোষের নয়ন যুড়ায়॥ ৩॥

ঝিঁঝিট। ঋতুপতি রাধা মাধব সঙ্গে। বিবিধ বিলাস হেরি রস রঞ্জিত ফাবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গে॥ ধ্রু। অরুণিত শ্যাম কলেবর দরপণ রাইক প্রতিবিম্ব লাগি। তরুমাহ আন রমণী মনে জানিয়ে মানিনী ভেল বিরাগী॥ রসিক সুনাগর রাইক মান হেরি মিনতি করত কর যোড়ি। পীত বসন গলে সাধই পদতলে রাই রহল মুখ মোড়ি॥ প্রিয় সহচরী যত কত বুঝাওত মুখ মঞে কাহে বিপরীত। দ্বিজ হরিদাস কহত কাহে রোখলী প্রেমক ঐছন রীত॥ ৪॥

বসন্ত। শুন ধনী মানিনী মান নিবারো। আবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মধ্যে পর নিজ প্রতিবিম্ব নেহারো॥ ধ্রু॥ তুহু এক রমণী রসবতী শিরোমণি কোন ঐছে জগমাহ। তুহারি সমুখে শ্যাম আন সঙ্গে বিলসব ঐছন রস নিবরাহ॥ ঐছন সহচরী বচন শ্রবণে ধরি সরম ভরমে মুখ ফিরি। ঈষত

হাসি মনে মান তেয়াগল উলসিত ভুজ ভুজ হেরি। পুন সব জন মিলি করয়ে বিনোদ কেলি পিচকারী লই নিজ হাতে। দ্বিজ হরিদাস আবীর যোগাওত সকল সখীগণ সাথে॥

হিন্দোল অর্থাৎ ঝুলন।

ধনাশ্রী। লাল হিন্দোলয়ে সখী ঝুলত গোকুল চন্দ॥ ধ্রু॥ যুগথম্ব কাঞ্চন কি মনোহর রতন জড়িত সুরঙ্গ। ডহি ডিড়ি প্রবাল সুন্দর নিরমিল জীত অনঙ্গ॥ পাটলি পিরোজা লাল টিকত ঝুমিক বহু রঙ্গ। মরকত মাণিক চুণিয়ে লাগত বিচ বিচ হীরা তরঙ্গ॥ তিত কলপতরু ছাহ শীতল ত্রিবিধ মন্দ সমীর। তাহ লতা লটকত তারক কুসুমাবলী পরশই যমুনাকি নীর॥ হংস মোর চকোর চাতক কোকিলা আর কীর। মাঝ নাহন নয়ন কিশোরী নবরঙ্গ গিরিধর ধীর॥ তাহি ললিতা বিশাখা দেতরু কোকি রীঝে অঙ্গ লোটায়। তাহে লাডলি কুসুময় দেকত শ্যামর উরল পটায়॥ গোরা শ্যাম নবঘন রঙ্গ লালি দোঁহে এক ভাঁতি। নীলপীত দুকূলে জীত দামিনী যামিনী ভরস জাতি॥ কুঞ্জে পুঞ্জে ঝুলত ঝুলায়ত সহচরী পাছু মোর। কৃষ্ণদাস কো ব্রজবাস দিজে নাগরী নয়ন কিশোর॥১

বাসক সজ্জা।

কামোদ। সাজল কুসুম সেজি পুন সাজই জারই জারল বাতি। বাসিত খপুর কপুর বাসইতে গেয়ো মদন ভরাতি॥ আজু রাই সাজহ বাসক সেজি। মদন মনোরথে ধারল অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজি॥ ঘনহ অভরণ অঙ্গে চড়ায়ই ক্ষণে ক্ষণে তেজই তাই। সচকিত নয়নে চমকি ক্ষণে উঠই হেরই নিজ তনু ছাই॥ কাতর বচনে সন্তাষই সহচরী কাহে বিলম্ব

এতকান। গোবিন্দ দাস কহই অব না শুনিয়ে সঙ্কেত মুরলী নিশান ॥ ১ ॥

কেদার। উজোর রাতি সেজি নব কিশলয় বাসিত তাম্বুল বারী। এহি উপচারে আজু হরি ভেটব ঐছন মরম হামারি॥ সখীহে কিকর বেশ বনাঙি। কানু পরশমণি পরশক বাধল আভরণ সৌতিন মানি॥ ধ্রু॥ দুহু কুণ্ডল দুহু কঙ্কণ কিঙ্কিণী দুহুঁ২ নুপুর রাখি। মৃগমদ সিন্দুর লোচনে কাজর পদ যাবক রতি সাখি। সো তনু পরশে পুলক জনু বাধব ইথে লাগি চমকে পরাণ। গোবিন্দ দাস কহয়ে ধনী ধনী কানু মরম তুহু জান ॥ ২ ॥

গুজ্জরী। ঘন ঘন নীপ সমীপহিঁ শুনিয়ে সঙ্কেত মুরলী নিশান। রহি২ বাম পয়োধর ফুরয়ে তে বুঝি মিলব কান॥ দেখ সখী পাপ চতুর্থিক চাঁদ। হরি অভিসার এহি বিল ম্বারত পাতি কিরণময় ফাঁদ॥ ধ্রু॥ মনহি মনোরথে চড়ল মনোভব ধৈরজ ধরণ না যাত। মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে কণ্ঠরণ দূর করু হাত॥ ধরণী শয়নে এক মোহে সোহই কুসুম শয়নে জাঁউ কাঁপ। গোবিন্দ দাস কহ গহন প্রেম গহন দহনে দেয়ই ঝাঁপ ॥ ৩ ॥

ধানশী। তোহারি সম্বাদে আনিতে মাধব কাননে যামুন তীর। এক কলাবতী পথেতে ভেটল ধরল মাধব চীর॥ করে কর ধরি ভুজে ভুজ বেঢ়ি লৈগেল আপন গেহ। সহজে ভ্রমরা মধুপানে মাতল পাই কমলিনী লেহ॥ তোহারি বচনে রহল এধনী পুনকি পায়ব কান। পন্থ হেরি হেরি নিন্দ নাহি আয়ত নিশি গয়ো ভয়ো অবসান॥ দূতীক বচন শুনি তৈই ধনী মনে পড়ি গয়ো ধন্দ। অধর বান্ধুলী মলিন ভই গেয় যৈছন দিবসক চন্দ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

ভূপালী। রাতি ছোটা অতি ভিরু রজনী। কতিক্ষণে আঁওব কুঞ্জের গমনী॥ ভীম ভুজঙ্গম শরণা। বাটহি সঙ্কট কোমল চরণা॥ এবিহি তুয়া পায় করো পরিহার। অবিঘিনে রঙ্গিনী করু অভিসার॥ ধ্রু॥ গগনে সঘন মহী পঙ্কা। কতহুঁ বিঘিনি উপজায়ত শঙ্কা॥ রোধল দশ দিশ নিশি আঁধিয়ারা। চলইতে খলহি চলই নাহি পারা॥ রাজনি পাটলি জলারনি। জাগত মান বিভানুভ বোলি॥ বিদ্যাপতি কবি কহই। প্রেম লুবধ জন পরাভব সহই॥ ১॥

বরাড়ী। দরশন দেল সুন্দরী রাই। তুয়া বিচ্ছেদে দারুণ দুখ পাই॥ আকুল বিকল প্রাণ কি হইল শরীরে। কি করি বসিয়া হেথা কালিন্দীর তীরে॥ কি করিব কোথা যাব নাহিক উপায়। রাধার বিহনে মনে থাকে নাহি তায়॥ দশ দিশ শূন্য দেখি সুমুখী বিহনে। কি আর রাখিয়া মোর বিফল জীবনে॥ কি ভেলি কোথা গেলি রূপবতী গোরী। দেখা দিয়া রাখ প্রাণ নবীন কিশোরী॥ তুরিতে মিলল ধনি যেন রসবতী রাধা। পূরল মনোরথ আনন্দ সাধা॥ তুহুঁ তুহুঁ মেলি রসকৌতুক হাস। এসব কৌতুক গায় ললিতা দাস॥ ২॥

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিতা।

গান্ধার। দেখ সখী অর্দ্ধনিকু রাতি। আব রজনী বহি যাতি॥ দশ দিগ অরুণিম ভেল। আধ চাঁদ উই গেল॥ অবহু হরি নামিলল রে। বিহি মোরে বঞ্চলয়ে॥ ধ্রু॥ কাহে বনা মনু বেশ। বিঘটন কানুক সন্দেশ॥ কাহুকে লই ইহ গারী। ধনি জনি হোয়ে কুল নারী॥ কৈছনে ধরব পরাণ। কোবরু সহ ফুলবাণ॥ গোবিন্দদাস নব জান। অবহু নামিলল কান॥ ১

শ্রীরাগ। কানুক সঙ্কেতে বেশ বনায়নু আয়নু কেলি নিকুঞ্জ মাধবী পরিমলে তোরি তনু জারল ফুকরে মধুকর পুঞ্জ॥ শুন সহচরী মোহে নামিলল কান। নিলজ রীতি পিরীতি অনুরোধে অতয়ে সে রহত পরাণ॥ ধ্রু। কানুক বচন অমিয়া রসে সেচন বেচনু তনু মন জাতি। নিজ কুল দূষণ ভূষণ মাননু তে ভেল ঐছন সাতি। হিমকর কিরণ গমন রোধল কিকল চল বহি গেহ। গোবিন্দ দাস কহে জহি সতী জানত কানকি ভেজব নব নেহ॥ ২॥

গুজ্জরী। ভুজগ ভরল পথ কুলিশ শত শত কত২ দিঘিনি বিথার। বাম চরণে ঠেলি কুলবতী গৌরব কুঞ্জে করল অভিসার॥ সজনী কি কল পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক উইয়াত অবহু নামিলল কান॥ ধ্রু॥ অতয়ে মনোরথ তত ভেল জনরথ কানু পিরীতি অভিলাষে। নাজানিয়ে কোন কলাবতী বান্ধল ভাঙু ভুজঙ্গিনী পাশে॥ দারুণ ফুল শর কুঞ্জে বিথারল মন্দিরে রহ জন পারী। গোবিন্দ দাস কহ এতুছ সংশয় নিরসহ রসিক মুরারি॥ ৩॥

সুহই। কণ্টক কন্দ সো নন্দ নন্দন কামারি গুপত রতি কন্তু। এনইতে মানিনীকো গজগামিনী আগে জাগরল পন্থ॥ সজনী কাহে নমাইনু বেশ। কুসুমক সেজ সাজি নিশি জাগরি অরুণ উদয় অবশেষ॥ ধ্রু॥ কত মরমে বেয়াধি সমাধব ধরণী কনি সেবা। চচল মনোরথ ঐছে নাহি ছোড়ত নিকরুণ মনমথ দেব॥ কুল সঞে জীবন রহব কি যারত পড়ি রহ প্রেম কি পঙ্কা। গোবিন্দ দাস কহ কানু পিরীতি নহে কেবল যুবতী কলঙ্কা॥ ৪॥

ধানশী। মাধব কি কহব সোবর নারী। গুরুজন নয়ন নয়নে রহে সুন্দরী নব যৌবন মুদি ভারি॥ ধ্রু॥ দিবসক মাঝে বাহির নাহি হোয়ত দিনকর কিরণ তরাসে। ননীক

পুতলী যনু আতপে মিলায় যনু মিলব তুকুল পীতবাসে ॥ এ
ভাঁতি বচন শুনল যব মাধব সুতল কুঞ্জ কুটীর। গর গর অন্তর
বচন নাহি আওত ঝরই নয়নক নীর ॥ সহচরী গোরী কহে
হরি মাধব যাবত আনন চন্দ। দারুণ মদন দ্বিগুণ তনু দগ
ধল গোবিন্দ দাস পরবন্ধ ॥ ৫ ॥

—❦—

বিপ্রলব্ধা ॥

শ্রীরাগ। সুখে থাকিতে বিচ্ছি লাগলরে তুরন্ত কানু আশ
...লেশ। আপন কুমতি পরিতাপছরে দারুণ মদন তরঙ্গে ॥
...বোল নাবোল সখী সম্বাদছরে নাহি মোর লেহ ক...
...বে। মুগধি পাপিনী যদি জানিতছরে পিরীতি পরি...
...মে। স্বপনেক সাধ না করিতুহারে শুনইতে পুরুখক
নামে ॥ ১ ॥

তুড়ি ॥ কানুসে কহবি কর জোরি। বোল দুই চারি শুনায়
...ব মোরি। বিফল পাওল পিয়া সরবসী। অনুপম রূপ
...সিরস। ...হন নাটিক লেহা। ...রূপ চন্দন
...লেপক দেহা ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি সাঁই নাহক মিলন
...মে। মিলব মাধাই ॥ ২ ॥

বরাড়ী। জঙ্গম হেমলতা সম গোধনী তুহু নব শ্যাম তমাল
...। বাঢ়িওল জানল প্রেম ঘটায়ল তুহুক পরশ রসাল ॥
...ধব তোহে সম্বাদল বালা। তুয়া লাগ বিছুরে এবহু তনু
...রল গুরু কুল কন্টক জ্বালা ॥ ধ্রু ॥ মরমক বেদন সহই
না পারিয়ে শুতি রহু ধরণী শয়ানে। লোচন খঞ্জন নীরে
...রঞ্জন দিন রজনী নাহি জানে ॥ সখী পরবোধ শ্রবণে
নাহি শুনই অনুক্ষণ তোহারি সমাধি ॥ গোবিন্দ দাস কহই
...য়কি নাজানহ দারুণ বিরহ বেয়াধি ॥ ৩ ॥

সুহই। হরিণ নয়নী তেজি নিজ মন্দির অবইতে সঙ্কেত ঠামা। তৈখনে চাঁদ বেয়াধ নিদারুণ পশারল কিরণ দামা॥ মাধব তোহে কি বোলব আন। বিষম কুসুম শর পাজর জরজর ধনী জানি তেজই পরাণ॥ ধ্রু। মোতিম হার-ভার হিয় জারই কর কঙ্কণ ভেল বঙ্ক। সহচরী কোরে তোরি তনু মোড়ই লোরে ধরণী করু পঙ্ক॥ কালিন্দী কূল কদম্ব কানন নামে নয়নে ঝরু বারী। গোবিন্দ দাস কহই তব মাধব কৈছে রহব বরনারী॥ ৪॥

বিভাস। পহু নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নিরস হুন শ্বাস। করতলে বদন সঘনে অবলম্বই শুনিহ জীবন হুতাশ॥ শুন মাধব কাহে আশ আশ্বাসি রামা। সগরিহু যামিনী জাগি পোহায়লি কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥ ধ্রু। হরি হরি বোলি ধরণী ধরি রোয়ই রোধল গদগদ ভাষ। নীল গগণ হেরি তোহারি ভরমে করি বিহি সঞে মাগই পাশ। লখ আশে আশে লখই নাপারই বহত কি নাহি নিশ্বাস। তোহারি নাম শুনে পুনঃ তনু পুলকই পরীখত গোবিন্দ দাস॥ ৫॥

খণ্ডিতা।

বিভাস। হই বিদায় চললি হরি প্রাতরে চন্দ্রাবলী পাশ বোধী। কেশর কুঞ্জে ভরিতে চলি যাওত রাইক কত অপরাধী॥ এহরি প্রবেশল কুঞ্জ কি মাঝ। তাহা নাহি রাই যাই তেল ফাঁফর জানল পড়ল অকাজ॥ কুসুমিত সেজ যমুনা জলে ভাসত পড়ি যায় কর্পূরক বাতী। মলয়জ মাল সুবাসিত তাম্বূল এদোহে মহী গড়ি যাতি॥ কুঞ্জ বাহিরে দেখ অঞ্জন ভাজন পড়ি রহু দরপণ সাত। যত নখই বিদারি পন্থ মহা ডারল নীল জরজ রহু পাঁতি॥ গত নিশি রাইক

[illegible] দুঃখ ভই গেও এসব দেখল সাখি। চন্দ্র শেখরে কাহে
[illegible] কি হেরবি মাধব রাই গেও তুয়া পর রোখি ॥ ১ ॥

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদ নাগর চলিলা নাগরী
[illegible]। [illegible] ঢুলুঢুলু যুগল লোচন মুখে মৃদু হাস ॥ কপালে
[illegible] সিন্দুর বিন্দু অধরে কাজর দেখি। হিয়ার মাঝারে
[illegible] তিলক নখ চিহ্ন তাহে সাখি ॥ গলায় দিয়াছে
[illegible] সুতে মালা নাগরী দিয়াছে সাথে। এসব ভূষণ অঙ্গেতে
[illegible] জেতিতে আইলা রাধে ॥ হাসিতেছে রসিক নাগর
[illegible] রেহের পাশ। দেখিয়া জ্বলিছে অন্তর পুড়িছে
[illegible] শেখর দাস ॥ ২ ॥

[illegible]। জাগত পান বঙ্কক শঠ নাগর শত গরিয়া।
[illegible] পদ যাবক পারিশর বক্ষনি পর ধরিয়া। অরুণারুণ
[illegible] জ আর মুদিত অলসে। ভাল পরি সিন্দুর অঞ্জন
[illegible] ॥ নীলাম্বর পরিহিত কটি অম্বিত পদ আগে।
[illegible] অরুণ অধরে সুচকঙ্কণ দাগে ॥ যাঁহা নখী বারিছ
[illegible] নিরাড় নাহি আওএ। যৈখনে শুনি তৈখনে [illegible] শশী
[illegible] ধাওব ॥ ৩ ॥

[illegible]। তরুণারুণ নয়নাম্বুজ ঢুলুঢুলু আঁখি অলসে। দেখিয়ে
[illegible] পড়িছে সুতিরহ যাই দিবসে ॥ নীলোৎপল মুখ
[illegible] আগর কাছে ভেল। মদন জ্বরে তনু জাগল জাগরে
[illegible] গেল ॥ নখে নখক্ষত ক্ষত বক্ষগি দেওল কোন নারী।
[illegible] তনু ক্ষত বিক্ষত তোহে ঢুড়ইতে গোরি ॥ নীলাম্বর
[illegible] পরিহরণী পীতাম্বর কাহে ছোড়ি। অগ্রজ সহে পরি
[illegible] নন্দালয়ে ভোরি ॥ অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে হাছি
[illegible] অধরে। উত্তমপ্রতি উত্তর দিতে পরাজয় শশীশেখরে ॥ ৪

বিভাস ॥ পদ নখ হৃদয়ে তোহার। অন্তর জ্বলত হামার। অধরহি কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর ॥ জানু উজা গর রাতি। তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥ সবে নহ তনু তনু অঙ্গ। হাম গোরা তুহুঁ শ্যামর অঙ্গ॥ কাহে মিনতি কহ কান। তুহুঁ হামু একই পরাণ॥ অতএ চলহ নিজ বাস। কহতহি গোবিন্দ দাস ॥৫॥

খট। কাঁহা নখ চিহ্ন চিনলি তুহু সুন্দরী এনব কুঙ্কুম রেহ। যাকর ভরমে মরমে কিএ গঞ্জসি ঘন মগমদ পাদ এহ। ভামিনী মরু মনে লাগল ধন্ধ। অপরূপ রোখ দোখ দিয়া মানসি দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥ গোরীক হেরি নৈরি সম মানসি উরঃপর যাবক ভানে। কাগুক সিন্দু ইন্দু মুখ নিন্দসি সিন্দুর করি অনুমানে॥ তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী অরুণিম ভেল নয়ান। তুহুঁ পুনঃ পালটি মোহে পরিবাদসি গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ৬॥

বিভাস ॥ মাধব অব তুহু শঙ্কর দেবা। যাকর পুণ্যফলে প্রাতঃহি ভেটনু দূরেহু দূরে রহু সেবা॥ ধ্রু॥ আকুল কুটিল চুড় শিখী চন্দ্রক ভালহি সিন্দুর দহনা। চন্দন মাঝহি মৃগমদ লাঞ্ছন তে বেকত তিন নয়না॥ চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু সোই ভসম সম ভেলা। তোহারি বিলোকনে মঝু মন মনমথ মনমথ সঙ্গে জরি গেলা॥ কাহে দিগাম্বর অবহু বনক পর শঙ্কর নিয়ম উপেখি। গোবিন্দ দাস কহয়ে পর অম্বর গণইতে লেখিনালেখি॥ ৭॥

সুহই॥ সহজই গোরী রোখে তিন লোচন কেশরী মাঝহি ক্ষীণ। হৃদয় পাষাণ বচন অনুমানি এশৈল সুতাকর চিন॥ সুন্দরী আজু তুহুঁ চণ্ডী বিভঙ্গ। যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ॥ ধ্রু॥ কালিয় কুটিল জাত ভুজঙ্গিম সম্বরু তাকর দম্ভ। পশুপতি দোখে রোখ নাহি

জানত হাম নাহে শুম্ভ নিশুম্ভ ॥ দহন মদনজ্বর তুহুঁ জাঁর। হরি নয়ান ইঙ্গিত বরদানে। তুয়া পদ মাঝে বাদ সব খণ্ডই গোবিন্দ দাস পরমাণে ॥ ৮ ॥

সুই। রসবতী ইহ রসিক জন মানস যদি নাপূরব রাধা। গুণ গণ তেজি দোষ সব সংগ্রহ তব কৈছে গুণবতী নামা ॥ মানিনী মোহে তেজসি কিয়ে লাগি। এক শুন্যা সঙ্গে বস নিমজ্জনু কতহুঁ যামিনী জাগি ॥ ধ্রু ॥ পহিল মিলনে মদন হৃদয় ছিল এবে হইল অতি কঠিনাই। কঠিন পয়োধর সঙ্গে কঠিন ভেল সঙ্গ দোষ নাহি যাই ॥ বাপাগি নয়নশারক বরিখয়ে নিশি দিশি তনুয়া রাধা। তাকর মনে যদি করুণা নাউপজয়ে নবকিয়ে জীবন সাধা ॥ এতহু চরণ অমিয়া নিধি সতত অন্তরে লেখই মোর। তবহু দুবারি প্রাণপতি ইহ তনু জীবন তোর ॥ ৯ ॥

তুড়ি। অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ। করযোড়ে বেঢ়ব নাগরে পরসাদ। নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী। এই চরণে শরণাগত পানি ॥ চরণ যুগল ধরি করু পরিহার। তৈখন যতন করই নাপার। মানিনী নাহেরই নাহ বয়ান। পদতলে লুঠিয়ে নাগর কান ॥ চরণ ঠেলি ঠেলি যাওত রাই। বলরাম দাস কহই নাগচাই ॥ ১০ ॥

কামোদী। রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব পদতলে ধরণী লোটান। দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব তবহু বিমুখী ভেল রাই ॥ পুনঃহি মিনতি করু কান। হাম তুয়া অনুগত তোহে ভাল জানত কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ ধ্রু ॥ তুহু যদি সুন্দরী মঝু মুখ নাহেরবি হাম যাওব কোন ঠাম। তুয়া বিনে জীবন কোন কাজে রাখব তেজব পাপ পরাণ ॥ এতেক মিনতি যব করলহু মাধব তবহু নাহেরল বয়ান। গোবিন্দ দাস মিলই আশ আশই রোই রোই চলু কান ॥ ১১ ॥

সখী উক্তি। কালাংড়া।। শুন সুন্দরী অব তহি তেজসি কান। সুখময় কেলি নিকুঞ্জে যব বৈঠাব তব কাঁহা রাখবি মান।। ইহ নাগর বর রসিক কলাগুরু চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। নহ তব দোখসি রোখ বাড়ায়সি চরণহি ঠেলসি তায়।। প্রেম নছনি ছিয়া ছোড়ল বুঝি অব আন অলখি পরবেশ। গুণ বিছরাই দেখ সব ঘোষই আরতি ছোডায়ল দেশ।। এত অলখি যব তোহে ছোড়ি যাওব তব গুণগণ সওঁরাব। রোই পুনঃ হামারি বাহু ধরি সাধবি তব কোই নিয়ড়ে না যাব। সহচরী এতহু বচন নাহি শুনয়ে কোপে ভরল সব অঙ্গ কহে বলরাম চমকে লোকে লাগল নখাক বচন ভেল ভঙ্গ।।১২

টোড়ী। করে করযোড়ি মিনতি করু। ভাসএ চরণ কমলে প্রণিপাত। কোপে কমল মুখী নয়নে না হেরাম কতি মানে অবনত মাথ। সুন্দরী ইথকি মনোরথ পুর। যাচিত রতন তেজি পুনঃ মাগন সোনিলম পীত দুর।। ধ্রু।। কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনসি তব কাঁহা রাখবি মান। কোটি কুসুম শর হিয়া পর বরিখব তব কৈছে ধরসি পরাণ।। মধু এত বচনে তোহারি নাহি আরতি হিত কহিতে কহ আন। দারুণ দখিণ পবন যব পরশব তবহি মিটব সব ভান।। গুণ গণ ছোড়ি দোস এক মোওরসি নিকটহি না যাবে। দারুণ নয়নে আরতি তব বাড়ব তব ঘনশ্যাম দুঃখ নাভাব।। ১৩।। ০

. রামকেলী। রাইক অনাদর হেরি রসিক বর অভিমানে করল পয়ান। নয়নক লোরে পথ লখই না পারই পীতবাসে মুছই বয়ান।। হরি নিজ অপরাধ নাজানি। মোহেন রস বতী কতি লাগি নিরশল কাহে কয়ল মুঝে মান।। ধ্রু।। মোহে উপেখী রাই কৈছে জীয়ব মোদুঃখ করি অনুমান। রসবতী হৃদয় বিরহ জ্বরে জ্বারব ইথি লাগি বিদরে পরাণ।। রাই সম্ভাষণে সুধারস সিঞ্চনে তনু তিরপিত করু মোর। গোবিন্দ

দাস যব যতনে মিলাওব তবে যশঃ গাওব গোর ॥ ১৪ ॥

দেশকার। রাইক সংবাদকো আনি দেওব এমন বাঁখিত কেহ নাই। মান ভরম ভরে হাম চলি আয়নু প্রাণ বহল তছু ঠাঁই॥ কুরু আপন বিপদ নাহি মানি। হামারি আদেশে রাই কৈছে জীয়ব ধনী জানি তেজয়ে পরাণী॥ ধ্রু॥ গুরুজন গঞ্জন অঞ্জন লেওল নিজ পতি নিন্দ বিধানে। হামারি কারণে ধনী এতদুখ সহতঁহি তবে কয়লহুঁ মানে॥ রাইক গুণ গান গোউরি গোচরি পুনঃ তেজব পাণ পরাণে। গোবিন্দ দাস কহে ধৈরজ ধর চিতে রাইসনে মিলব কান॥ ১৫ ॥

মান।

শ্রীরাগ। সুন্দরী মান করসি কোন কাজে। এত পরমাদে প্রমাদ বাঢ়ায়লি জীউ ধরবি কোন লাজে॥ ধ্রু॥ যো পহু ভুজবলে গিরি উপাড়ল ছাতি ধরল ঐছে মাথে। গোকুল লোকারি নয়নে যদি ঝারল বাঁশী রহল নাহি হাতে। ভূমিশয়ন তনু অনুগত কেবল নাম হুঁ বচন বয়ানে। পালটিতে পাশ শকতি নাহি ঐছন জীবইতে সংশয় কানে॥ তাকর বিনয় নিত খলী অনুগত নাকর নৈরাশে। জ্ঞানদাস পহু অতি বিরহা তুহুঁ ধনী সুখ সুখী হাসে॥ ১॥

সখী প্রতি শ্রীরাধার প্রত্যুক্তি।

শ্রীরাগ। হরি পরসঙ্গ নাকর মঝু আগে। হাম নহে নাগরী ভুঝা মাধব লাগে॥ ধ্রু॥ যাকর ঘরমে বৈঠে বর নারী। তাসনে পিরীতি দিবস দুই চারি॥ পহিলহি নাবুঝল এতসব ভোল। রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোর॥ আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল। হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥ এসখী এসখী যব রহু জীব। হরি দিগে চাহি পানী নাহি পীব॥ হাম যব

জানিতু কানুক রীত। তবে কিয়ে তাসঞে বাঁধয়ে চিত ॥ হরিণী জানয়ে পুন কুটুম্ব বিবাদ। তবুহু ব্যাধগীত শুনিতে করু সাধ ॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারী। পানী পীয়ে কিয়ে জাতি বিচারি ॥ ২ ॥

বিহাগড়া। অখিল লোচন তাপ বিমোচন উদয়তি আনন্দ কন্দে। এক মলিনী মুখ মলিন করয়ে যদি ইথে লাগি নিন্দসি চন্দে। ধ্রু ॥ রাধে বুঝনু তোহারি প্রীতিক ভাঁতি। গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি তুহু আহীরিণী জাতি ॥ অখিল জীব জল জীবন পাবন মন্দ সুগন্ধ সুশীতে। দীপক জ্যোতিঃ পরশ যদি নাসহ এথি লাগি নিন্দ মরুতে ॥ স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ সুখদহি সকল শরীরে। কাগচ পত্রে জল বিন্দু যদি নাসহ ইথে লাগি নিন্দকি নীরে ॥ ফলেরে সকল কুসুম মলভোয়হি নিশি মত্ত কমলিনী সঙ্গে। চম্পক এক যদি নাহি চলই তাঁগ লাগি নিন্দই ভৃঙ্গে। পাঁচ পাঁচ গুণ দশ গুণ চৌগুণ আটি দ্বিগুণ সখী মাঝে ॥ চম্পতি পতি আন্ত অকল গোবিন্দ জানিতে নাপারই মাঝে ॥ ৩ ॥

বিহাগড়া। কি করব তপ জপ দান ব্রত আহ্নিক যদি করুণা নাহি দীনে। সুন্দর কুলশীল ধনিবর যুবক কি করব লোচন হীনে ॥ হে সখী বুঝয়ে কহসি কটু ভাষা। এতন বহু গুণ এক দোষ নাশই এক দোষ বহু গুণ নাশ ॥ ধ্রু ॥ গরল সহোদর গুরুপাতী হর রাহু বদন উকারা। বিরহ হুতাশন বারিজ নাশন শীলগুণে শশী উজিয়ারা ॥ পরসুতে আহিত যতন নাহি নিজসুতে কাক উচ্ছিষ্টরস পানী। সোসব অব গুণ ঢাকল একল পিক বোলত মধুরিম বাণী ॥ কানুক পিরীতি কি কহবরে সখী সব গুণ মূল অমূলে। বংশী পরাশ শবদি শতং তবহি প্রতিত নাহি বোলে ॥ পুনঃ পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি সঙ্কেত কর বিশোয়াসে। আন রমণী সনে সে

নিশি বঞ্চল মোহে করল নিরাশে।। অনলহু অধিক মোতনু দাহই রতি চিন দেখি প্রতি অঙ্গে। চম্পাতিক পুর পেড় যদি লাগিল ভবতি মিলব হরি সঙ্গে।। ৪।

ধানশী। নবীন নলিনী দল জিনি তনু কোমল জাগর ...পই অঙ্গে। চমকিং হরি উঠয়ে কত বেরি জাগত মদন ...েঙ্গ।। সুন্দরী তুত বড় হৃদয় পাষাণ। তুরা গুণ অন্তরে ...নহি নিরন্তর জপইতে আকুল কান।। ধ্রু।। বৈঠল তরুতলে ... নেহারই নয়নে গলয়ে ঘন নোর। রাই রাই করি সঘনে ...পয়ে হরি চম্পক দলে দেই কোর।। দূতীক বচন শান ...ণী শিরোমণি বচনামৃত করুপান। গোবিন্দ দাস কহে ...রিত চল সুন্দরী কানু ভেল বড়ই নিদান।। ৫।।

ধানশী। হরি বহে তুহু ভেল ভাগী। রাতি দিবস হরি ...ন নাহি ভাবয়ে কাল বিরহ তুয়া লাগি।। ধ্রু।। চম্পক ...ম হেরি সঘনেই ঝরুহই লোচনে বহে অনুরাগ। তুয়া রূপ ...রে জাগে নিরন্তর ধনীং তোহারি সোহাগ।। লাখং রমণী ...নয়ে মধুর বাণী তহু পানে নাপাতই কান। বৃকভানু ...ন্দিনী জপই রাতি দিনি ভরমে নাবোলই আন।। রা বলই ...লই নাপারয়ে ধারা ধর বহে লোর। রসিক পুরুখ মণি ...টায় ধরণী কোন জারতি তোর।। ৬।।

শ্রীরাগ। কামিনী কানু কহল কত মোহে। কোমল কোল ...হলে কামিনী কোরে কঠিন করুতোহে।। ধ্রু।। কালিন্দী ... কদম্ব কাননে কুসুমিত কুঞ্জ কুটীরে। কান কলহ করি ...পট কলাবতী কোজানে করব আথিরে।। করইতে কোরে ...বি কুচ কঞ্চুক কর কিশলয় কর বারি। কুটিল কটাক্ষ ...সুম শরে কোপিনী কিয়ে করুণা হামারি। করইতে কোরে

।। ঠ।।

কাঁপি করয়ে কেলি কোকিল কুজিত ভাষে। কালি কুন্দদনে কৈতবে কি কহল কহতহি গোবিন্দ দাসে॥ ৭॥

ধানশী। কিশলয় সেজ শুতল নব নাগর জ্বর২ মনোবধ বাণে। উঠই পড়ই পন্থ নেহারই ক্ষণে২ তোহারি ধেয়ানে॥ সুন্দরী কি কহব তোহারি সোহাগ। ঐছন এতিন ভুবনে নাহি দেখল যৈছন তুয়া অনুরাগ॥ ধ্রু॥ সোই পুরুখ অতি তুয়া গুণে আরতি অতিশয় সহজ স্বভাব। অঙ্গ পরশ রস মিলন দূরে রহু দেখবি দরশন লাভ॥ সোপহু নিমতি অতি গুন বর যুবতী ধর ধর শ্যাম অঙ্গের মালা। অধর সুধারস যৌবন নববয় পুরুখ নাগর বালা॥ রসময় নাগর কুঞ্জ রস নাগরী এমব নিশি পরকাশে। দ্বিজ রাজেন্দ্র ভণে তেজহ কঠিন পাণে পুরাহ কানু মন আশে॥ ৮॥

ধানশী। মাধব রাধা সাধিলা ভেল। কতহু যতনে কত পরকারে বুঝাহল তবহু উতর নাহি দেল॥ ধ্রু॥ তোহারি পরসঙ্গ শুনয়ে যদি সুন্দরী শ্রবণ মুদয়ে দুহু পাণি। তোহারি পিরীতি কীরতি করি গাওই সো অবলা মৃদুবাণী॥ তোহারি সন্দেশ তাম্বুল ধরল মুই রাইক আগে। কোপে কমল মুখী পালটি নাহেরই রহউ বিমুখ বিরাগে॥ যে তুমি কুটিল সার তছু অন্তর কোন মিটায়ব মান। গোবিন্দ দাস কহ অনুমানে বুঝহ আপে সিধারহ কান॥ ৯॥

কলহান্তরিতা।

শোহিনী। কুঞ্জসে নিকসই মানিনী রাই। অরুণিত লোচনে সখী মুখচাই॥ চলইতে অঙ্গ চলই নাপারি। ছলং নয়ানে গলয়ে ঘন বারী॥ টুটল মান ভেল বিরহ তরঙ্গ। গৃহ মাঝ বৈঠল সহচরী সঙ্গ॥ কহইতে অন্তর গদ২ ভাষ। বিমুখ হই

[illegible]ব ছোড়ল পাশ ॥ চন্দ্র শেখরে কহে অনুচিত মান। রাখি[illegible]ত তেজলি কাহে নাগর কান ॥ ১ ॥

সুই। [illegible] প্রেম পহিলহি লে নাহি হেরনু সোবত [illegible] জান। আদর সাধে বাদ করি আগএে [illegible] জলত পরাণ ॥ সজনী তোহে কহোঁ মরনকে দাহ। কানুক দোষে [illegible] ধনী রোখয়ে সোতি পিরী নিজ নাহ ॥ ধ্রু ॥ সো কানু [illegible] বতত করি মাননু কানুক মিনতি উপেখী। সে অব মন [illegible] জনু জ্বর ভেল তাকর মরমক লেখী ॥ ঈশরক লাজ [illegible] সএে আকল জীবন রহত সন্দেহ। গোবিন্দ দাস কহই [illegible] আপিলী ঐছন কানুক নেহ ॥ ২ ॥

[illegible]। যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে মুরছই কত [illegible] সো অব পদতলে ধরণী লোটায়ল পাই নাহেরিনু তাম ॥ সজনী কি পুছসি হামারি অভাগি। ব্রজকুল নন্দন চাঁদ [illegible] দারুণ মানক লাগি ॥ ধ্রু ॥ কাতর দিঠে মিঠ বচনা [illegible] কত রূপে সাধল নাহ। সো হাম শ্রবণ সীমে নাহি [illegible] এব মিয়া [illegible] কি দাহ ॥ [illegible] হৃদয় পাঞ্চ [illegible] সএে [illegible] সঞ্চরিত মন বুঝ। [illegible] দাস কহই ধনী বিবরহ [illegible] পুনঃ তোহারি আদর ॥ ৩ ॥

[illegible]। চরণ নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ। ধরণী লোটায়ল [illegible] চাঁদ ॥ রোখে ভিগির হাম বৈরিকে জান। [illegible] গেল গৈরিক ভান ॥ চরকিত পড়ু লোচনে নোর। কত [illegible] মিনতি করল পহু মোর। লাগল কুদিন করল হাম [illegible]ন। অব নাহি নিকশয় কঠিন পরাণ ॥ নারী জনমে হাম [illegible] ভাগী। কি ভেল হামারি করম অভাগি ॥ কহে কবি [illegible] শুন বর নারী। প্রেম অমিয়া রসে লুবধ মুরারি ॥ ৪ ॥

ধানশী। পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে। নিলজ জীউ নেহ লাগি কান্দে ॥ ধ্রু ॥ শঠ সঙ্গ হঠ নাকরহ আন। মান রহুক পুনঃ

যাউক পরাণ॥ এসখী ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ। শুনি উপহাসব যুবতী মাঝ॥ পরিজন কিয়ে পিরীতি অনুরোধে। দুরজন কিয়ে সুজন পরবোধে॥ কুলবতী বল্লভ নাগর কান। গোবিন্দ দাস ইহ রসগান॥ ৫॥

বিভাষ। চরণে ধরি হরি হার পিন্ধায়ল যতনে গাঁথি নিজ হাত। সোনহি পহিরনু দূরহি ডারনু মানিনী অবনত মাথ॥ সখীহে বিহি মোরে বিপরীত ভেল। দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব রোখে বিমুখ ভৈগেল॥ ধ্রু॥ গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল হামু নাপালটি নেহার। কতক লছমী চরণেহি ডারনু অবাক করব পরকার। সোবহু বল্লভ সহজই দুল্লভ দরশন লাগি মন ঝুর। গোবিন্দ দাস যব আনি মিলায়ব তবহি মনোরথ পূর॥ ৬॥

সুই। শুনইতে কান মুরলী রব মাধুরী শ্রবণ নিবারনু মোয়। হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপনু তব মোহে রোখলি ভোর॥ সুন্দরী তৈখনে কহলম তোর। ভরমহি ওসএে লেহ বাটারলি জনম গোঙায়বি রোর॥ ধ্রু॥ বিনু গুণ পরখি পরক রূপ লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা। দিনেদিনে খোই সোরূপ লাবণি হৃদয়ে লাগাঙ্কহ থেহা॥ যো তুহু হৃদয় প্রেম তরু রোপলি শ্যাম জলদ রস আশে। সোনিজ নয়ন নীরে পুনঃ সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দ দাসে॥ ৭॥

ঝিঝিট। স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ ভৈগেও পূর্ণ বিধুমুখী ভূণ নিরস লরে। নয়ন পঙ্কজ নোরে ভিগেল ছিয়াকা অম্বররে॥ মান ভেল তুয়া প্রাণ গ্রাহক নহিলে উপেক্ষসী নায়ক যো ভেল সোভেল অবুহু অবধিনী আপনা সম্বররে॥ যতহু মন মাহা কোপ উপজতো ততহি কোপ করিতে সমোচিত। পায়ে পরিণত যোজন হোগত তাহেকি তেজিয়েরে। হিতও কহিতে অহিত মানসি সুহৃদ গণে তুহু বৈরি জানসি অতয়ে দেখি

নি নিরবে রহি নাহি উত্তর দিয়ে রে॥ যাবিনু শত তিলেক হাওত সো তোয়ে মিনতি করল কত২ কওল কর জোরে নাহি অম্বর ধরণী লুটালরে॥ ঐছে হট পুনঃ পালটি বৈঠলি কান্ত বদন নিতান্ত না হেরলিরে। চন্দ্র শেখর ভণয়ে ভামিনী পিরীতি ভাঙ্গলীরে॥ ৮॥

সুই। সখী নাহি বোলহ আর। হাম ফল পায়নু তার॥ সহজই মতি গতি বাম। তৈছন ইহ পরমাণ॥ যৈছে গরবে হিয়া পূর। সোসব হোওল চূর॥ অবহু বা রহু যাও প্রাণ। সমোচিত করলহু মান॥ তৈছে রহয়ে মঝু দেহ। সহ করহ অবথেহ॥ তুহু যদি নাপূরবি আশ। কি করব বলরাম দাস॥৯

সুই। তিল এক শয়নে স্বপনে যোমঝু বিনে চমকিং করু কোর। ঘনং চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে নিঝোর ঝোরে বহু লোর॥ সজনী সে যদি করু নিঠুরাই। নাজানিয়া কোবিধি নিধি দেই লেওল সো সুখ করি বিছুরাই॥ ধ্রু॥ তুহু কাহে বিরস বচনে মঝে মারসি ডারসি শোক কি কূপে। মুরছিত জনে যতন নহে সমোচিত জগজনে কহব কি রূপে॥ ভাঙ্গ যমান সবহু জন গঞ্জনে পিরীতিং করিবাধা। রসিক সুনাহ আপনে সুখ পাওব এবড় মরমে মঝু সাধা॥ সোমুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব কালিন্দী বিষ হৃদনীরে। পামরী গোবিন্দ দাস যাওব সাজি আনল তছু তীরে॥ ১০॥

বিভাস॥ কি কহলি কঠিনী কালীহৃদে পৈঠবি শুনইতে কাঁপয়ে দেহা। ঐছন বচন কানু যব শুনব জীবনে নাবান্ধব লেখা॥ তাহে তুহু বিদগধ নারী। অনুচিত দেহ যদি ছোড়বি মরমহি বিরহ বিথারি॥ কানুক চিত রীত হাম জানত কবহু নহত নিঠুরাই। তুহু যদি তাহে লাখ গোরি দেয়সি তবহু রহত মুখ চাই॥ ঐছন বোল না বলসি সুন্দরী কাহে

পরমাদসি এই। গোবিন্দ দাস সপথি তোহে শতং যদি উদ্বেগ বাঢাই ॥ ১১ ॥

গান্ধার। মান করলি তো করলি কলহে কাহে কান্দাসি বৈঠ রহ তুহু ভওনে। সো কাঁহা যাওব আপহি আওব পুনহি লোটাওব চরণে ॥ সুন্দরী বচনে করিও বিশয়াস। সজল নয়ানে হরি ধরণী লোটাওত চিতে রহল মঝু পাশ ॥ ধ্রু ॥ বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ পারহরি নীপ মূলে বসই। হরিং বলি শিরে কর হানই তুয়া নাম করিয়া নিশাসই ॥ তুয়া নাম লাগি কত বেরিং মঝু ঘরে আওব হাসে হরি মাধব নাথ। রায় শেখরে কহে তবে তুহু জানত কাহে করত হুতাশ ॥ ১২ ॥

বালা ধানশী। হরি বড় গরবি গোপী মাঝে বসই। সোই করাব যাহে বৈরি না হসই। পাইলতি বৈঠবি শ্যাম করি বাম। সঙ্কেত জানায়বি হানাবি পাশান ॥ যব হরি হরখি পুছয়লি তোয়। ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়। মৃগমদ করে মাখি দরশায়বি তেজ। কর উলটায়বি পুছইতে সেজ ॥ যব চিতে দেখবি বড়ি অনুরাগ। তৈখনে জানায়বি হৃদয় জনু লাগ ॥ সখীগণ গনইতে তুহু সে সেয়ানি। তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ॥ ইতে বিনু ভোরবি বিদ্যাপতি ভাণ। নান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ ॥ ১৩ ॥

ভূপালী। রাইক বিনয় বচন শুনিং সহচরী চললহি নাগর আগে। তুকর তাকর বদন হেরি শ্যামর মানল আপন সোহাগে ॥ চটপটি ধূলী ঝাড়ি উঠি বৈঠল হরি দূতী আন পথে গেল। দূতী ২ করি বহুত ফুকারল শুনি দূতী উত্তর নাদেল ॥ পুনহি বোলাওত কান। দূতী কহত হামে কোন বোলাওত নাগর কহতহি হাম ॥ ধ্রু ॥ ইহা কাহা বৈঠলি মোহে বোলাওলি ত্বরিতে কহত তুহু মোয়। শ্যাম সখী মোহে ত্বরিতে বোলা

এত পিছু আসি মিলব তোয় ॥ ক্ষেণে রহুঁ২ বলি পন্থ আগ বল কাতরে রহু মুখ চাই। আজুক বাত তুহু কিয়ে জানসি মোহে উপেখল রাই ॥ দূতী কহত তুয়া কৈছনে পিরীতি প্রীতি বুঝই নাপারি। সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল তুহু কাহে রোখলি ছোড়ি ॥ আপন দোখ জানসি যদি হৃদি যাহা কাহে বাড়াওলি বাত। গোবিন্দ দাস তোহারি লাগি মাধব আপ চলহ মঝু সাথ ॥ ১৪ ॥

শোহিনী। দূতীক বচন শুনি রসিক শিরোমণি আওল তাকর সাথ। দূর সঞে হেরি সোবর নাগরী অবনত করি রহু মাথ ॥ কর যোড়ি সাধই কান। হাম তুয়া কিঙ্কর পড়ি চরণ তল তেজ ধনী দারুণ মান ॥ ধ্রু ॥ এত কহি নাগর অন্তর গরগর চরকিং পড়ু লোর। হেরি সুধামুখী আকুল অতি সোমুখ হেরি বিভোর ॥ ছলছ নয়ান শ্যাম কর কিশলয় ধরি কহে গদ২ ভাষ। জলদ গোপাল বিধু তেজহে উদয় ভেল কহ যদুনন্দন দাস ॥ ১৫ ॥

• গান্ধার। রাই হেরল যব সোমুখ ইন্দু। উছলল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু ॥ ভাঙ্গল মান রোদনহি ভোর। কানু কমল করে মুছই লোর ॥ মান জনিত দুঃখ সব দূর গেল। দুহু মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ। আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন ॥ নিকুঞ্জের মাঝে দোহে কেলি বিলাস। দূরহু দূরেরহু নরোত্তম দাস ॥ ১৬

ধানশী ॥ ছিছি মানের লাগি শ্যাম বন্ধুরে হারাইয়াছি লাম। শ্যামল সুন্দর মধুর মূরতী পরশে শীতল হইলাম ॥ শ্রীমধুমঙ্গলে আন কুতূহলে ভুঞ্জাও ওদন দধি। হারা যেন ধন পুনহি মিলল সদয় হইল বিধি ॥ নিজ সুখ রসে পাপি নী পরশে নাজানে প্রিয়াক সুখ। কহে চণ্ডীদাসে এলাগি আমার মনেতে উঠয়ে দুঃখ ॥ ১৭ ॥

ভাবি বিরহ ॥

অক্রূর সম্বাদ। বালা ধানশী ॥ নাজানি কোন মথুরাসে আয়ল তাহে হেরি জীউ মোর কাঁপ। তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে লোরে নয়ন ডুহু ঝাঁপ ॥ সখীহে অব কুশল শত নাহি মানি। বিপদহু লাখ তৃণ করি মানিয়ে কান বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥ ধ্রু। কি ঘর বাহির অতি নারহে থির জাগরে নিদ নাভায়। গঢ়ল মনোরথ তৈখনে টুটল কি সখী করব উপায ॥ কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জই সঘনে রোয়ে শুক শারী। গোবিন্দ দাস আনি সখী পুছহ কাহে এত বিঘনি বিথারি ॥ ১ ॥

সুহই ॥ নামহি অক্রূর ক্রূর নীচাশয় সোই আয়ল ব্রজমাঝ। ঘরে২ ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল কালিকি কালিম সাজ ॥ সজনী রজনী পোহায়ব কালি। রচহ উপায় যৈছে নহে প্রাতর মন্দিরে রহু বনমালী ॥ ধ্রু ॥ যোগিনী চরণ স্মরণ করি সাধব বাঁধব যামিনী নাথে। নক তক চাঁদ বেকত রহু অম্বর যৈছে নহে পরভাত ॥ কালিন্দী দেবী সেবি তাকে ভাখবি রাখব নিজ অনুগাতে। কিয়ে শমন আনি ভূরিতে মিলায়ব গোবিন্দ দাস অনুমাতে ॥ ২ ॥

বরাড়ী। হরি নাকি যাবে মধুপুর। ছাড়িব গোকুল বাস জীবনে কি আর আশ বধভাগী হইল অক্রূর ॥ ধ্রু। ছাড়িব গোকুলচন্দ্র পরাণে মরিব নন্দ মরিবেক রোহিণী যশোদা। গোপীর মরণ দেবে অনুমান করি সভে সভার আগে মরিবেক রাধা ॥ আর না শুনিব বেণু আর নাদেখিব কানু আর নাকরিব নাস বেশ। এমন ব্যথিত থাকে কানুরে বুঝাইয়া রাখে বিধি বিনে নাই উপদেশ ॥ মথুরা নাগরী যত তাহা কৈলে পয়োবৃত বরজ রমণী অনাথ। গোবিন্দ দাস কহ হৃদয়ে এদুঃখ সহ অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥

সুহই। প্রাতরে দুত চলবি মথুরাপুর যবহু শুনল ব্রজনারী। [illegible] পুছে কুম নাহি লোচনে মোছত উৎপল বারী। [illegible] বহু ব্রজ অনুরাগী। সব সব [illegible] বিরহা [illegible] ধরিবর [illegible] কানন কালিন্দী কুলে কদম্ব। [illegible] [illegible] কো কাহ। [illegible] ॥ [illegible] [illegible] গোবিন্দ দাস [illegible] [illegible] চলই [illegible]

[illegible] জাবক [illegible] কেন এই [illegible] দুরে গেও [illegible] যৌবন [illegible] প্রাণনাথ [illegible] [illegible] [illegible] যমুনা জলে [illegible] সত্য বৈকো। [illegible] [illegible] গোপী [illegible] পুরী [illegible] আঁখি [illegible] নাকহে বচন [illegible] [illegible] কাজের [illegible] [illegible]

[illegible]।

ধানশী। [illegible] রসময় দেহ। কেহনে [illegible] [illegible] ॥ [illegible] [illegible] গুণ জান। সব সুখ বাঁ[illegible] [illegible] ॥ [illegible] দ্বিজগণে মঙ্গল না পড়ই। যতিখনে [illegible] পর কোই না চড়ই ॥ এসখী কানুক যদি সুখ চাহ। [illegible] চর [illegible] বারণ নাহ॥ যতিখনে গোকুলে তিমির ন

॥ ভ্র ॥

রহই। করইতে যতন দেবে বড় ফিরই॥ এতহু বিপদে জীউ রহু হয়ে কান্ত। গোবিন্দ দাস কহ লাজক অন্ত॥ ১॥

বরাড়ী। মথুরার পথে সখী কি দেখিবে আর। দেখিতে তনু বিদরে আমার॥ সজনী পিয়া মোর যায় মধুপুর। পথে লই চলে দারুণ অক্রুর॥ ধ্রু॥ এরূপ যৌবন আমি আর কি করিব। পিয়ার সংহতি আমি মধুপুর যাব॥ যে গতি পিয়ার মোর সে গতি হামার। গোপাল দাস কহে পিয়া সে তোমার॥ ২॥

পাট মঞ্জরী। জা দেখই বঁধু তাহে না দেখই সো। নিশচয় জানলু মরে বিধি প্রতিকূল। কাকতেই মুরছিত রাই ভূমিতলে। শ্যাম নাহিত দেখি সখী করু কোলে। উঠো হরে কাহে কাহে ওহে রাই প্রাণ। কানু হি দেহে আঁহি নাহ নাহ আয়। কোই কোহি করত আঁখি মিলোয়াত। কাই কহত ইহ বচন শিখাই। ইহন নিরখিতে রাই মুখ চাহে। পাওল জীবন যেন মৃতদেহ। দেখলে ঐছন বিরহ সহয়। রাধামোহন পহু রস মরিজাদ॥ ৩॥

মাথুর।

শ্রীরাগ। হরি কি মথুরা পুরী গেল। আজু গোকুল শূন্য ভেল॥ রোদতি পঞ্জর শুকে। ধেনু ধায়ত মাথুর মুখে॥ সাগরে তেজব পরাণে। আন জনমে হব কান॥ কানু হব ছোড়ব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা॥ জেন বুঝি নিকরুণ ধাতা। গোবিন্দ দাস গুণ গাথা॥ ১॥

শ্রীরাগ। কে মোরে মিলাইয়া দিবে সে চাঁদ বয়ান। আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥ কে মোরে আনিয়া দিবে নন্দসুত কান। অমূল্য রতন দিব বাটিয়া পরাণ॥ কেহত না কহেরে আইল তোর পিয়া। কতদিন রাখিব চিৎ নিবারণ

দিয়া ॥ উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। কঠিন পরাণ রে নিলজ তিরি জাতি ॥ কতদূরে পিয়া মোর করে পরবাস। সমতি লাগোয়ে কহে বলরাম দাস ॥ ২ ॥

সুহই। সখী হামারি পিয়া। অবহু নাসিলে কুলিশ হিয়া ॥ নখর খোয়াওনু দিন লেখিং। নয়ান আধুয়া ভেল প্রিয় পথ পেখি ॥ যব হাম বালা পিয়া পরি হরি গেল। কিয়া দোষ কিয়া গুণ বুঝই না ভেল ॥ অব হাম তরণী বুঝনু রসভাস। হেন কহি নাহি বুঝাইয়া পাশ ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী। ধিরজ ধর চিতে মিলিবে মুরারি ॥ ৩ ॥

শ্রীগান্ধার। আঘান মাস রাস রস সায়ন নায়র মাথুর গেল। পুরনারী গণ পূরল মনোরথ বৃন্দাবন বন সম ভেল ॥ ১ ॥ আয়ত পৌষ তুষ সার সমীরণ ঠমকর হিম আনিবার। নাগরী কোরে ভোরি শ্যাম নাগর করব কোন পরকার ॥ ২ ॥ মাঘ নিদাঘ কোন পাতিয় আয়ব আতপ বিকাশ। দিনমণি তাপে নিশাপতি ছোড়ল কানু বিনু সবহু হুতাশ ॥ ৩ ॥ ফাগুণে গুণি গুণি নাগর গুণমণি ফাগুয়া খেলত রঙ্গে। বিরহ পয়োধি অবধি নাহি পায়ই দুরন্ত মদন তরঙ্গে ॥ ৪ ॥ আয়ত চৈত চিতক বান্ধব ঋতুপতি নব পরবেশ। কানন কুসুম কুসুম শরে হানল কানু রহল পরদেশ ॥ ৫ ॥ মাধব মাসে সাধ বিধি সাধল পিককুল পঞ্চম গান। মধুকর বোলে জীবন ক্ষীণ দোলত কোন মিলায়ব কান ॥ ৬ ॥ জেঠহি মিঠে কতই নব রঙ্গিনী চন্দিনী চাঁদনী রাতি। শীতল পবন সবহু মোহে লাগল দারুণ মনোমথ সাথি ॥ ৭ ॥ আয়ত আষাঢ় বাড় বিরহানলে হেরি নব নীরদ পাঁতি। নীরদ মূরতি নয়নে জনু লাগল নিঝরে ঝরয়ে দিনরাতি ॥ ৮ ॥ শাওন সঘন ঘন ঘন গরজন উনমত দাদুরি বোল। চমকিত দামিনী জাগরি যামিনী জীবন কণ্ঠহি লোল ॥ ৯ ॥ ভাদর দিন দিন

দারুণ দুরদিন কাঁপল দূর দিকবন্ধ। শীকর নিকর থির নহে অম্বর দহই মনমথ মন্দ ॥ ১০ ॥ আশ্বিন মাসে বিকশিত পদমিনী সারস হংস নিনাদ। নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর মোহে কৈছে বিছুরল কান ॥ ১১ ॥ কার্ত্তিক মাসে আশ নিরাশলি কোবিদ নীলাময় রাস। নিকরুণ কান কোন মথুরা যায়ল চলুতহু গোবিন্দ দাস ॥ ১২ ॥ ৭ ॥

॥ ধানশী ॥ পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা। পিয়া বিনা মধু না খায় ঘুরি ফিরি তারা ॥ মোর্যদি জানিতাম পিয়া যাইবে ছাড়িয়া। হিয়ার ভিতরে প্রাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া ॥ কেমন দারুণ বিধি মোর প্রাণ নিল। এ ছার পরাণ কেন অবহু রহিল ॥ মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ। নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরি চাঁদমুখ ॥ এই খানে করত কেলি রসিয়া নাগর রায়। কেবা নিল কিবা হৈল কো দিল বাজ ॥ গোপিয়া পিয়াস আমি নাহি একাকিনী। এ ঘোর শরীরে আছে নিলজ পরাণী। চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া। মুই অভাগিয়া আগে মরিব মরিয়া ॥ ৮ ॥

॥ বরাড়ী ॥ এই না মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগি যেন সদাই ধেয়ায়। হেন পিয়া বিনু হিয়া ফাটিয়া না যায় গো নিলজ পরাণ নাহি যায় ॥ আমারে করিয়া কোলে শয়নে স্বপনে দেখে যামিনী জাগিয়া পোহাই ॥ আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া কৈছনে দিবস গোঙাই ॥ আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে ফুল তুলি বিহরয় বনে। কিশলয় দল তুলি শেজ বিছায়লি রস পরি পাটির কারণ ॥ অনেক দিবস হৈল পিয়া কেনে না আইল কার মুখে না শুনি সম্বাদ। গোবিন্দ দাস চলু শ্যাম সমুঝাইতে দারুণ মরম বিষাদ ॥ ৯ ॥

সুই। কহইতে গোরী নোরে ভরি লোচন মূরছি পড়ল তছু ভোরি। কাহিনী না বোলত শ্যাম নাহিত গো নিঃশ্বাস তেজলি গোরী॥ রাইক বিগতি দেখি সহচরী আকুল কর তহি বিবিধ উপায়। কোই কোরে আগরি বসনে মুখ মোছই শ্রবণে কানুর গুণ গায়॥ সোনাম সুবধ ধনী গোরী: শ্যামক নাম শ্রবণে যব পৈঠল অমনি উঠিল তনু মোড়ি॥ ৭॥

ধানশী। রাইক শেষ দশা নিজ সখী মুখে শুনি চন্দ্রাবলী রোই। নিজ তনু ভাবি ভূমে গড়ি যাওত কুন্তলে কুন্তলে ফোই॥ রাইক প্রেমে পুনহি নন্দ নন্দন আওব করেছিনু আশা। যে সব মনোরথ বিহি কৈল অন্যমত এতদিনে ভেল নৈরাশ॥ এতবলি পুনঃ শিরে কর হানই মূরছিত হরল গেয়ান। পদ্মা দেবী সখী কোরহি লেওল ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান॥ বহুক্ষণে চেতন পাইল নলিনী মুখী ছোড়ল দীঘ নিশ্বাস। রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরী কহ পুরুষোত্তম দাস॥৮

সুই। যেখানে পড়িয়াছে রাই। চন্দ্রাবলী তথা যাই॥ রাইক হেরত বয়ান। ঝর ঝর ঝরত নয়ান॥ সই হনে জীবই রাই। ঐছন রচহ উপায়॥ এতকহি কহিতে না পারি। মুরছি পড়ল তনু মোরি॥ পুরুষোত্তম অনুরোধে। ভগবতী দেহি পরবোধে॥ ৯॥

ভাটিয়ারী। যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি। সেখানে লিখিহ মোর নাম ছুইচারি॥ মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম। জনম অবধি মোর এই পরণাম॥ নিজগণ গণ ইতে লিহে মোর নাম। পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥ নিচয়ে মরিব আমি সে কানু উদ্দেশে। অপসর জানি কিছু মাগিহ সন্দেশে॥ দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম। অরুণ তনহ করে দিহে জল দানে॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারী। ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১০॥

ধানশী। বিরহ অনলে যদি দেহ খোয়ায়বি খোয়ায়বি আপন পরাণ। তুয়া অনুচরী সখী কই নাজীবই সবহু করব সমাধান ॥ সুন্দরী মাধব আয়ব গেহ। তোহারি দশা শ্রবণে মন শুনব তব কি করব সোই দেহ ॥ ধ্রু ॥ আপনক মাতে রমণী কুল বাতবি বিহনে শ্যামর চন্দ। জগজনি পুলক কলঙ্ক তুয়া ঘোষব কমল সবন্দ ॥ সকল কমল তেই কমলা পতি পূজহ আরাধহ মনমথ দেব। গোপাল দাস ভ শ তব পুরব রাধামাধব সেব ॥ ১১ ॥

সুহই। কৈছনে সাজল সখী দুই চারি। পরিতেকি মিলল রসিক মুরারি ॥ তাহারে পুছল ব্রজ কুশল কি বাত। কৈছনে নন্দ যশোমতী মাত ॥ কৈছনে কাননে চরতহি ধেনু। কৈছনে সখাগণে পূরত বেণু ॥ কৈছনে যমুনা উথলিহ নীর। কৈছনে শারী শুক বোলক থীর ॥ কৈছনে আছয়ে ব্রজ কুলনারী। কৈছনে আছয়ে রাই হামারি ॥ ইহ সব পুছইতে নন্দ লাল, ভাষ। মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দ দাস ॥ ১২ ॥

বরাড়ী। করতলে চাঁদ বয়ান রহু থির। অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর ॥ বিগলিত নিন্দ বহই ঘনশ্বাস। দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন হুতাশ ॥ এছন অবহু অবধি বহি যাই। বিঘটিত সপাত নখাতি জপি রাই ॥ ধ্রু ॥ কমলিনী কিশলয়ে সেজ বিছাই। সহচরী মেলি মৃণালনি তাই ॥ শতগুণ মদন দহন তনু ভেল। সো তনু পরশে ভসম হই গেল ॥ চন্দন পরশে চমকি ঘন উঠই। নিনেন হিমকর কিরণে মুরছি মহী লুঠই ॥ গোবিন্দ দাস কহে নাগর কান। স্মরি তহি গোকুলে করহ পয়ান ॥ ১৩ ॥

বরাড়ী। মাধব তুহু যব নিকরুণ ভেল। মিছ অবধি দিন গণি কত রাখব ব্রজ বধু জীবন শেল ॥ ধ্রু ॥ কেহু যমুনা জল কেহু ধরণী তল কেহু২ লুঠই কুঞ্জ। এতদিনে বিরহ মরণ পথ

পেখনু তাহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ॥ থোর সরোবরে তপত জল আকুল আকুল শফরী পরাণ। জীবক মরণ মরণ ধরু জীবন গোবিন্দ দাস ভণে জান॥ ১৪॥

দুই কতয়ে বেরি বেরি রচব শেজিয়ার সরস সরসিজ [illegible] পীকল জীবনে মিলন নটনে কতনা পোহায়ব রাতি। [illegible] চন্দন করব লেপন তবহু না জুড়ায়ব অঙ্গ। উঠয়ে পুনঃ [illegible] দারুণ মদন দহন অনঙ্গ। শুকল নিরদয় নিঠুর [illegible] [illegible] নাহ কবি পাহাঁ। সুন্দরী পদ [illegible] পরাটিত। [illegible] অঙ্গন খেলত মদন খোলাত সহচরী কোর [illegible] সুন্দরী কতয়ে নদী বহে লোর। কতয়ে [illegible] [illegible] কাদন [illegible] উর তাঁ[illegible]। কুসুম তোরই [illegible] [illegible] মরই যায়। সুরধুনী উপর নিচল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ন কুছে শ্যাম নহে [illegible] জজন [illegible]। কোই কহই কোই হটই [illegible] [illegible] কত [illegible] বলরাম ধনজ কঠিন সাপ। ১৫

[illegible] তাহে বহব [illegible]। বজকুল আকুল [illegible] [illegible] করিয়ার। যশোমতী [illegible] [illegible] [illegible] চলই না পার। [illegible] [illegible] কুসুম তোজি অলি ভূতলে [illegible] তরুগণ মলিন [illegible] শারী [illegible] আউরি না নাচত [illegible] [illegible] [illegible] বিরহিণী বিরহ কি কহব [illegible] দশ দিগ [illegible] যমুনা জল কোরল আধিক [illegible] কহ [illegible] গোবিন্দ দাস। ১৬।

[illegible] মধুর [illegible] পেখলু মাত ইঁহে। সারঙ্গ শবদে [illegible] অতি কোপিত [illegible] কাঁদে॥ ধ্রু॥ কহত [illegible] [illegible] [illegible] জীবই বজ বালা। [illegible] সুন্দরী রূপে গুণে আগরী জারল বিরহক জ্বালা॥ উরু

বিনে খোঁজ পরশ নাহি জানত সোই দুটৈক সখী সাথে। পূর্ণশশিক চাঁদ টুটি পড়য়ে জনু কামর চম্পক দামে॥ সো দিন অবধি অবস্থ আশ আশায় [illegible] ধনী রাখয়ে পরাণে। ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব শুনইতে ভরল গেয়ানে॥১৭

যথারাগ। বৃন্দাবন মরমকি ভাব। পুরবক প্রেম ভূরি সুখ সম্পদ ছোড়ব [illegible] কাহে [illegible]। [illegible] ভূপতি মহামতি [illegible] কাই [illegible]। [illegible] শিক্ষা বংশী মুরলী [illegible] কত [illegible] কালিন্দী [illegible] তট নিকট [illegible] নিভৃত [illegible] নীরে। [illegible] [illegible] পাশি [illegible] মুকুর জড়িত কত পুর। তাঁহা নব পল্লব [illegible] [illegible] ইন্দীবর চামর [illegible] [illegible] [illegible] নিজ [illegible] [illegible] [illegible] উহা কত [illegible] নারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইতি কহল [illegible] বুক পুরে লাগ দেই আইলে [illegible] নিরবধি [illegible]॥১৮॥

বাইক [illegible] শুনি মাধব [illegible] কর [illegible] কমলমুখ বদনে নাহি সরয়ে বাণী॥ [illegible] [illegible] দূতী [illegible] ভরি পহুতই [illegible] [illegible] দুই এক দিবসে [illegible] মাধব দূতী তুহু প্রবোধবি তায়॥১৯॥

১ভাবোল্লাস॥

মঙ্গল কামোদ। উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া দৈবে কহল শুভবাণী। শুভ সূচকযত অঙ্গে [illegible] অতয়ে নিচয় করি মানি॥ সখীহে বহু বিপদ দূর গেল। সুখ সম্পদ বিহি মিলায়ব ঐছন গতি মতি দেল॥ ধ্রু॥ মঙ্গল কলস তহি নব পল্লব রোপহ ঠামহি ঠাম। গ্রহ গণ গণব

শ্রেণি কর ভুলিত ধুরিত আরত জলি শ্যাম ।। হরিদ দাড়িম দলপান্ অঙ্গন দর্প খণ্ড রতন প্রদীপে । সুবরণ ভাজন নীরাজই দাঁহ হরি রাধাক নয়ান সমীপে ।। নব নব রঙ্গিণী সেহ চলা-ইল বসন ভূষণ করি শোভা । এপো হরি নিজপুরে আয়ব গোবিন্দ দাস মনোলোভা ।। ।।

কেদার রাগিণী । যব হরি আয়ব গোকুল পুর । ঘরে ঘরে নাগর জয় তুর ।। রসাবেশে আওব বনানীক বাট । চৌদিগে নগর নাগরিক ঠাট ।। আলিঙ্গন দেয়ব মোতিম হার । মঙ্গল কলস করব কুচভার ।। মহুকর পল্লব চাতকফেব । মাধব দেখি নয়নপথ করব ।। দীপ দীপ নৈবেদ্য করব পিন আরে । লোচন লোরে করব অভিষেকে । আলিঙ্গন দেয়ব পিব্য ঐছ আগে । কহই বিদ্যাপতি ঐছ অনুরাগে ।। ১ ।।

ভাব সম্মিলন ।

টোড়ী । তুহুঁ বহু দিবসহিঁ তুহুঁ ভেল ভোর । তুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর । তুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ । ঈষদ হাস মৃদু মন্দ হাস । ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ । আনন্দে মগন ভেল দেখি দুহুঁ জন । নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে কেলি বিলাস । দূরহুঁ দূরে রহু নরোত্তম দাস ।। ১ ।।

ভাব সম্মিলনের রসোদগার ।

কামোদ । সজনী আজু নাথের মিলন সমাদে । হৈল জনম সফল ভেল আজে ।। ক্রুঃ হাসি দরশন দেলা । পুছলহি কুশল সমাচারা ।। সজনী আনন্দে হামু পড়ি গেয়ো ভোর । রসিক নাগর মুঝে করলহি কোর ।। দিনহি তরমে জনু রতন পারি ... । ঐছনে নাহি মিলন মধুপুর ।। ১ ।।

নিবেদন ।

সুহই । শুনহ মাধব কি কহব আন । তুলনা দিতে নাহি

পিরীতি সমান॥ ধ্রু। পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়। সুজনক পিরীতি কবহু দূর নয়॥ ক্ষিতি তলে লিখি যদি ... ভণই বিদ্যাপতি ... অনুগত জনের ছাড়িতে না জুয়ায় ॥ ১ ॥

যথারাগ। কি বলিতে জানু মুঞি কি বলিতে পারি। এক গুণহীন তার পরবশ নারী॥ ধ্রু॥ ... ... হইল ... ... পাগল॥ ... যেন ... ... ছাড়িতে ... ... তোমার পিরীতি ... ॥ ২ ॥

সুহই। ... ... হাত বাড়াইলে ... সোহাগিনী ... আমি। ... ... তুমি॥ ... ... হামারি ... বাড়াগুলি ... পরাণে ... ... বুক। চণ্ডীদাস কহে ... লইলে পিরীতি কিসের সুখ॥ ৩ ॥

যথারাগ। বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমার রূপে। হেন মনে করি ওদুটি চরণ সদা লইয়া রাখি বুকে॥ অন্যের আছয়ে অনেক জনা আমার কেবল তুমি। পরাণ হইতে ... প্রিয়তম করি মানি। নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমিসে কালিয়া চাঁদ। জ্ঞানদাসে কহে তোমারি পিরীতি অন্তরে বান্ধা॥ ৪ ॥

সুহই। মাধব এক নিবেদন তোয়। মরম নাজানিয়ে মানে

তাহে দগধিনু মাপ করবি সব মোয় ॥ ধ্রু ॥ তুহুঁ যদি নাথ গোপীসনে বিলসহ তাহে মুই পাই আনন্দ। সোমধু অন্তরে কোটি সুখ হোওত যৈছে নাহিক কিছু মন্দ ॥ অকপটে এক দাস রবো কবি নাকরবি চিতকি তীত। চন্দ্রাবলী তাহে রুচহি সমাদরে কৈছন প্রেম কি রীত। সো যদি নিগূঢ় প্রেম এই পাদযুগে ঐছে করব যতন পর। সে লিন্দ দাস কাহে দেহ নাহাওব দাসী হইয়া পাদসেব। ॥

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বেহারী। হৃদি মন্দিরে রাখিব তোমারে হেরি ॥ গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষণ। শ্যামাকাঙ্ক্ষা নিতান্ত চর ভরসা ॥ সব শৈল কুল মান দূরে করি। তব চরণে শরণা পড় কিশোরী ॥ আমি কুরূপা গুণহীনা গোপ নারী। তুমি জগ রঞ্জন মোহন বংশীধারী ॥ আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্য হীনি। তুমি রসপণ্ডিত রসিক চূড়ামণি ॥ গোবিন্দ দাস কহ শুন শ্যাম রায়। তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥ ৮ ॥

শুই। বন্ধু কি আর বলিব আমি। যে মোর ভরম ধরম করম সকলি জানহ তুমি। যে তোর করুণা নাহিক আমার আনন্দে ভাসিয়ে নিতি। তোমার আদরে সবে সমাদরে যেতে নপারি রীতি ॥ মায়ের যেমন বাছার তেমন তেজ ছহি বরজ পুরে। সবার আদরে পরাণ বিদরে সে সব গোচর তোরে ॥ সতী বা অসতী তোরে মোর মতি তোমারি আনন্দে ভাসি। তোমারি বচন সালঙ্কার মোর ভূষণে ভূষণ বাসি ॥ চণ্ডীদাসে বলে শুনহে সকলে বিনয় বচন সার বিনয় করিয়া বচন কহিলে তুলনা নাহিক আর ॥ ৭ ॥

শুই। বন্ধু কি আর বলিব আমি। মরণে জীবনে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥ তোমার চরণে আমার পরাণে বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি। সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ ভাবিয়া দেখিলাম এতিন ভুবনে আর কেহ

মোর আছে। রাধাবলি কেহ সুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে॥ একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কার। শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ওদুটি কমল পায়॥ না ঠেল না ঠেল ছলে অবলা অখলে যে হয় উচিত তোর। ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর॥ আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি তবে সে পরাণে মরি। চণ্ডীদাসে কয় পরেশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ৮॥

শুই। সুন্দরী আমারে বলিছ কি। তোমার লাগিয়ে ভাবিয়েং বিকল হইয়াছি॥ স্থির নহে মন সদা উচাটন যাহা নাহিক পাই। গগনে ভুবনে দিশে দিশে সদাই দেখিয়ে রাই॥ শুন বিনোদিনী প্রাণের কমলিনী পরাণে পরাণে বাঁধা। একই পরাণ দেহ ভিন্নং জানহ জানে সে রাধা॥ ৯॥

মথারাগ। রাই তুমি সে আমার গতি। তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি॥ নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে। যমুনা সিনানে তোমার কারণে বসি থাকি তার তীরে॥ তোমার রূপের মাধুরি দেখিতে কদম্ব তলাতে থাকি। শুনহ কিশোরী চারি দিগ হেরি যেমত চাতক পাখি॥ তব রূপগুণ মধুর মাধুরি সদাই ভাবনা মোর। করি অনুমান সদা করি গান তব প্রেমে হইয়া ভোর॥ চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরীতি জগতে আর কি হয়। এমত পিরীতি না দেখি কখন ইহা না করিছিল নয়॥ ১০॥

ধানশী। কানু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই। রাখালীয়া মতি কি জানি পিরীতি দেহের পশরা তুই॥ ফিরি বনেং ধবলীর সনে পিরীতি কি জানি রাই। যে গুণে আমারে বেন্ধেছ কিশোরী তার শোধ দিতে নাই॥ তুমি মম বুদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি সকল সুখদ ধাম। আমি সব পরিশ্রম নিবারি লইয়ে বাঁশীতে তোমার নাম॥ প্রণয় অধিক আতঙ্ক ফণিরাই

তোমার প্রসঙ্গ বিনু। কান্ত কহে কানু হইবে খালাস গৌর হইয়ে তনু॥ ১১॥

গান্ধার। তেজি কাল বরণ করিব ধারণ তোমার অঙ্গের কান্তি। তুয়া নাম লয়ে আকুল হইয়ে অশ্রুজলে হব শান্তি॥ মেলি ভক্তগণ করিব কীর্ত্তন রাধা২ ধ্বনি করি। ক্ষণে২ মূর্চ্ছা হইবে যখন অচেতনে রব পড়ি॥ যবে ভেবে তব ভাব হবে প্রেম ভাব স্বভাব ছাড়িবে দেহ। ত্যেজি বংশীধর হবো দণ্ড ধর রাখিতে নারিবে কেহ॥ অমূল্য রতন তব প্রেমধন অযাচকে দিব আনি। বীরচন্দ্রে কয় তবে সে খালাস পাইবে প্রেমের ঋণী॥ ১২॥

ভক্তের প্রার্থনা।

ভৈরবী। ভজহ রে মন নন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ। দুলহ মানুষ জনম সত সঙ্গে তরহ এভব সিন্ধু॥ ধ্রু॥ শীত আতপ বাত বরিখনে এদিন যামিনী জাগি। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগি। একপ যৌবন ভবন ধন জন ইথে কি আছে পরতিত। কমল জল দল জীবন টল মল সেবহ হরিপদ নিতি॥ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসী। পূজন সখীগণ আত্ম সমর্পণ গোবিন্দ দাস অভিলাষী॥১

যথারাগ। পতিত পাবনী ধনী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বারেক কৃপা করিতে যুয়ায়। দূরে না পেলিহ মোরে রাখিহ সখীর মেলে মিছাকাজে এজনম যায়॥ কি কহিব মহিমা ত্রিভুবনে নাহি সীমা ব্রজেন্দ্র নন্দন মন মোহিনী। এতেক মহিমা শুনি শরণ লইনু পুনি ব্রজকুল উদ্ধার কারিণী॥ মোরে কি এমন হব শ্রীরাধার চরণ পাব সখী সঙ্গে কুঞ্জে করো বাস। অন্ধ কূপ গৃহ মাঝে ডুবি রৈণ মিছাকাজে নিবেদন গোবিন্দ দাস॥২

সমাপ্তঃ।